প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

নরোত্তম বিলাস।

অর্থাৎ

শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবন চরিত।

মহানুভব

শ্রীমন্নরহরিদাস চক্রবর্ত্তি ঠক্কুর

প্রণীত।

গৌরভক্ত-কথাং নিত্যং যঃ শৃণোতি সভক্তিতঃ।
স ভবেদ্গৌরচন্দ্রস্য প্রিয়ো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

কলিকাতা বড়বাজার বৈষ্ণব কার্য্যালয় হইতে
শ্রীকালিদাস নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ১নং ফেনিক বাজার এংগ্লো ইণ্ডিয়ান প্রেসে
মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা।

নরোত্তম বিলাস মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তি মহাশয় পদ্যচ্ছন্দে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সুমধুর চরিত চিত্রিত করিয়াছেন। এই পদ্যময় গ্রন্থখানি ভগবদ্ভক্তগণ মাত্রেরই এক একবার পাঠ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নরহরি (নামান্তর ঘনশ্যাম) ভক্তি-রত্নাকরে ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী সংক্ষেপে লিখিয়া অপরিতোষ চিত্তে পুনর্ব্বায় বিস্তৃতরূপে নরোত্তম বিলাস নামক রত্নাকরের পরিশিষ্টরূপে এই অমৃতময় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সমাজের অত্যধিক আনন্দ সম্পাদন করিয়াছেন।

তিনি কাটোয়ার নিকটবর্ত্তি কোন স্থানে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন তাহার পিতা জগন্নাথ চক্রবর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তি শাস্ত্রের টীকাকার শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। নরহরি বা ঘনশ্যাম শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দ দেবের পাচক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কেহ কেহ রসুয়া নরহরি বলিয়া থাকে। ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গ পাঠ করিলে তাহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহারকৃত একটী পদ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

যথা পদ, রাগ বসন্ত।

আজু পঞ্চম রঙ্গ হরষে শ্যাম রসিক রাজ। বেশ বিরচি বিলস্তি নব কুঞ্জ ভবন মাঝ॥ রাধা বিধুবদনী বনী কি উপমা নহু থোরি। নাহ সমীপ ভঙ্গিম সঞে বাজত রস ভোরি॥ ডারত দুঁহু ফাগু দুঁহুক অঙ্গ অরুণ ভেল। মৃগমদ চন্দন পরাগ কুঙ্কুম পুন দেল॥ সহচরী গণ হেরি দুঁহুক শোভা বহু ভাঁতি। বাজত কত যন্ত্র চরিত গায়ত মুদ মাতি॥ চঞ্চল মনমোহন ঘন ছোড়ত পিচুকারি। ভীগেল তনু বসন লাগি সচকিত সুকুমারী॥ ললিতা দলিতাঞ্জন-জল নাগর শীরে ঢালি। হো হো হো হোরি উচরি বিরচই করতালি॥ কেলি-কলহ-পটু-নটবর কাহুক গহি আনি। চুম্বি বদন কাহুক কুচ কমলে ধরই পাণি॥ কাহুক পরিরম্ভই বহু কহি সুমধুর বাত। লোচন শর বরিষে পরশ পর পুলকিত গাত॥ ঐছে ফাগু খেলা সুখ কোন করব অন্ত। মানি সুকৃতি অতিশয় ঋতু রাজ ঋতু বসন্ত॥ মঙ্গলময় জয় জয় পিক কুহুকত অনিবারি। ভণব কি ঘনশ্যাম বিপুল কৌতুক বলিহারি॥

পরিশেষে করুণা-বরুণালয় ভক্ত গণ সমীপে প্রার্থনা এই যে তাঁহারা যেন এই নিরুপম গ্রন্থ এক এক খণ্ড পাঠ করিয়া প্রকাশকের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন অলমতি বিস্তরেণ।

প্রকাশক।

নিরন্তর অশ্রুধারা বহে দু-নয়নে।
দিবসের পথ চলে চারি পাঁচ দিনে ॥
কত দূরে শুনে প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচলে গেলা প্রিয়ভক্তে প্রবোধিয়া ॥
প্রভুর মস্তকে শ্রীকেশের অদর্শন।
সঙরিয়া উচ্চৈস্বরে করয়ে রোদন ॥
মৃত প্রায় হইযা প্রভুব আজ্ঞা মতে।
বৃন্দাবনে প্রবেশিলা কতক দিনেতে ॥
বৃন্দাবনে শোভা দেখি রহে কত দিন।
তথা শুনিলেন প্রভু গেলেন দক্ষিণ ॥
লোকনাথ হৈয়া অতি উদ্বিগ্ন অন্তর।
চলয়ে দক্ষিণ যথা শ্রীগৌরসুন্দর ॥
কত দূরে শুনিলেন বৃত্তান্ত সকল।
দক্ষিণ হইতে প্রভু আইলা নীলাচল ॥
বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন গৌড় পথে।
গৌড় হৈতে ক্ষেত্র গেলা ভক্ত ইচ্ছা মতে ॥
পুনঃ শুনিলেন প্রভু আইলা বৃন্দাবন।
লোকনাথ ব্রজে যাত্রাকৈলা সেইক্ষণ ॥
বৃন্দাবনে আসি সব সংবাদ শুনিলা।
এই কথোদিনে প্রভু প্রয়াগে চলিলা ॥

লোকনাথ দুঃখি হৈয়া দঢ়াইলা মনে।
প্রয়াগে চলিব প্রাতে প্রভুর দর্শনে॥
প্রভু গুণ সঙরিয়া করয়ে ক্রন্দন।
ধরণী লোটায় অঙ্গ না যায় ধরন॥
রাত্রি শেষে নিদ্রা হৈলে প্রভুর ইচ্ছায়।
স্বপ্ন ছলে গৌরচন্দ্রে দেখে নদীয়ায়॥
চন্দনে চর্চ্চিত তনু জিনি কাঁচা সোণা।
সুচারু চাঁচর কেশে পুষ্পের রচনা॥
কপালে তিলক দিব্য যজ্ঞসূত্র গলে।
নেত্র ভুরু ভঙ্গিমাতে কেবা নাহি ভুলে॥
কি মধুরমুখে মন্দ হাসিয়া হাসিয়া।
চাঁদের গরব নাশে বরিষে অমিয়া॥
কিবা সে আজানু বাহু বক্ষঃ পরিসর।
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন মনোহর॥
নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত প্রতিঅঙ্গ।
কিশোর বয়স তাহে রসের তরঙ্গ॥
মধুর বচনে কহে লোকনাথ প্রতি।
তো সবা সহিত মোর সদা এথা স্থিতি॥
এই নবদ্বীপে মোর অশেষ বিহার।
ব্রহ্মাদিক কেহ অন্ত নারে করিবার॥

ঐছে কত কহি লোকনাথ আলিঙ্গিতেঁ।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল দুঃখ না পারে সহিতে॥
প্রভু ইচ্ছামতে পুনঃ নিদ্রা আকর্ষিল।
পুনঃ লোকনাথ আগে প্রত্যক্ষ হইল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসির শিরোমণি।
লোকনাথ প্রতি কহে সুমধুর বাণী॥
প্রযাগে যাইবা তুমি করিয়াছ চিতে।
কি লাগি যাইবা মোরে দেখহ সাক্ষাতে।
ওহে লোকনাথ বড় সাধ ছিল মনে।
তোমা সহ একত্র রহিব বৃন্দাবনে॥
তেঞিঁ তোমা শীঘ্র পাঠাইয়া বৃন্দাবন।
ভারতীর স্থানে কৈলুঁ সন্ন্যাস গ্রহণ॥
হইলুঁ উদ্বিগ্ন বৃন্দা বিপিন দেখিতে।
তাহা না হইল গেলুঁ অদ্বৈত গৃহেতে॥
সবে মহাদুঃখী হৈলা আমার সন্ন্যাসে।
সবা প্রবোধিলুঁ রহি অদ্বৈতের বাসে॥
সবা মনোবৃত্তি জানি নীলাচলে গেলুঁ।
তাঁহা কত দিন রহি দক্ষিণ ভ্রমিলুঁ॥
মোর লাগি তুমিহ দক্ষিণ যাত্রা কৈলা।
ব্রজে আমি আইলুঁ শুনি তুমি ব্রজে আই

দৈবযোগে আমা সহ না হইল দেখা।
পাইল যতেক দুঃখ নাহি তার লেখা॥
প্রয়াগে গমন মোর শুনি লোকস্থানে।
প্রভাতে যাইবা তথা করিয়াছ মনে॥
তোমার নিকট নিরন্তর আছি আমি।
বৃন্দাবন হৈতে কোথা না যাইহ তুমি॥
প্রয়াগ হইতে আমি যাব নীলাচল।
শুনিতে পাইবে মোর বৃত্তান্ত সকল॥
সনাতন রূপ আদি মোর প্রিয়গণে।
দেখিতে পাইবা এথা অতি অল্প দিনে॥
তাঁ সবার দ্বারে মনোবৃত্তি প্রকাশিব।
বৃন্দাবনে সুখের সমুদ্র উথলিব॥
সে সুখ সমুদ্রে তুমি সতত ভাসিবে।
তোমার মনেতে যাহা সর্ব্ব সিদ্ধি হবে॥
কথো দিন পরে এক নৃপতি নন্দন।
হইব তোমার শিষ্য নাম নরোত্তম॥
তেঁহ প্রেম ভক্তি রসে ভাসিব সদায়।
জীবের কলুষ নাশ করিব হেলায়॥
প্রকাশিব পরম মধুর উচ্চ গান।
যাহার শ্রবণে দ্রবে এ দারু পাষাণ॥

ঐছে কহি লোকনাথে কৈলা আলিঙ্গন।
লোকনাথ ভূমে পড়ি বন্দিলা চরণ ॥
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ প্রভু অন্তর্দ্ধান।
লোকনাথ ব্যাকুল ধরিতে নারে প্রাণ ॥
গৌরাঙ্গ চন্দ্রের গুণ স্মরি স্মরি।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি কান্দে গুমরি গুমরি ॥
আপনা প্রবোধি স্থির হৈলা কত ক্ষণে।
তথাপিহ প্রেমধারা বহে দু নয়নে ॥
হইল প্রভাত দেখি করি প্রাতঃ ক্রিয়া।
শ্রীনাম কীর্ত্তন করে নিভৃতে বসিয়া ॥
ব্রজবাসী বিপ্র অনুরোধে যথা কালে।
ফলাদি ভক্ষণ করি রহে বৃক্ষতলে ॥
এক স্থানে স্থির হৈয়া কভু নাহি রয়।
বৃন্দাবন প্রদেশেতে ভ্রমণ করয় ॥
অপূর্ব্ব বনের শোভা দেখি কোন স্থানে।
কথো দিন রহে তথা অতি সঙ্গোপনে ॥
অকস্মাৎ কার মুখে করয়ে শ্রবণ ॥
শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র আইলেন বৃন্দাবন ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী আইলেন তার পর।
পুনঃ তেঁহো গেলা যথা শ্রীগৌর সুন্দর ॥

সনাতন আসিয়া গেলেন নীলাচল
এ সব শুনিতে নেত্রে বহে প্রেম জল ॥
সনাতন রূপ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
আর কতদিনে হবে একত্র নিবাস ॥
ঐছে কহি অত্যন্ত ব্যাকুল হেন কালে।
হইল আকাশবাণী আসিব সকালে ॥
কিছু দিনে আইলা যৈছে রূপ সনাতন।
সে সকল অন্য গ্রন্থে বিস্তার বর্ণন ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আদি আইলা বৃন্দাবনে।
লোকনাথ গোস্বামী মিলিলা সবা সনে ॥
পরস্পর মিলনে যে আনন্দ হইল।
মুঞি মূর্খ তার লেশ বর্ণিতে নারিল ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী লোকনাথ গোস্বামিরে।
সদা সর্ব্ব প্রকারে তোষয়ে সমাদরে ॥
সনাতন গোস্বামির যৈছে ব্যবহার।
তাহা তেঁহো নিজ গ্রন্থে করিলা প্রচার ॥

তথাহি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং ॥

বৃন্দাবন প্রিয়ান্‌বন্দে শ্রীগোবিন্দ পদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণ দাসকম্ ॥

শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট আদি।
লোকনাথ প্রেমেতে বিহ্বল নিরবধি॥
লোকনাথ তাঁ সবা সহিত প্রেমাবেশে।
বিলসয়ে বৃন্দাবনে মনের উল্লাসে॥
কহিতে নাপারি তাঁর অদ্ভুত চরিত।
ভূগর্ভ গোস্বামি সহ সখ্যতা বিদিত॥
তনু মন এক ইথে ভিন্ন কিছু নয়।
পরম অদ্ভুত এই দোঁহার প্রণয়॥
প্রণয প্রসঙ্গ এথা নারি বিস্তারিতে।
লোকনাথ মনোহিত হৈল সর্ব্ব মতে॥
কি কহিব গোস্বামির বৈরাগ্য শুনিয়া।
বিদরয়ে পাষাণ সমান যার হিয়া॥
সদা নিরপেক্ষ ভক্তি শাস্ত্র সুসম্মত।
শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাবিনোদ সেবারত॥
শ্রীরাধাবিনোদ প্রাপ্তি যে রূপে হইল॥
তাহা ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে জানাইল॥
শ্রীরাধাবিনোদ রূপ মাধুর্য্য দেখিতে।
গৌর রূপ মাধুর্য্য দেখয়ে আচম্বিতে॥
প্রভু স্বপ্নাদেশ স্মৃতি হইল তখন।
প্রেমেতে বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ॥

গৌরাঙ্গ চাঁদের চারু চরিত্র কহিতে।
আউলাইয়া পড়ে অঙ্গ লোটায় ভূমেতে ॥
নিরন্তর আপনাকে মানয়ে ধিক্কার।
না দেখিয়া গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার ॥
যবে কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামিরে।
আজ্ঞা মাগিলেন গ্রন্থ বর্ণিবার তরে ॥
গোস্বামী হইয়া হৃষ্ট তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
তাহে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামির আজ্ঞা লইতে।
ঐছে নিষেধিলা তেহোঁ অতি খেদ মতে ॥
শুনিলুঁ প্রাচীন মুখে এ সব আখ্যান।
কিঞ্চিৎ বর্ণিলুঁ এ আস্বাদে ভাগ্যবান ॥
লোক নাথ গোস্বামী পরম দয়াময়।
শ্রীচৈতন্য কৃপা পাত্র প্রেম রত্ন ময় ॥
বৃন্দাবনে বাস নিত্য কে বুঝে আশয়।
নরোত্তমে কৈলা কৃপা প্রসন্ন হৃদয় ॥

তথাহি শ্লোকাঃ ॥ ॥

যঃ কৃষ্ণচৈতন্য কৃপৈকবিত্ত
স্তৎ প্রেম হেমা ভরণাঢ্য চিত্তঃ ॥
নিপত্য ভূমৌ সততং নমাম
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

যোলব্ধ বৃন্দাবন নিত্য বাসঃ,
পবিস্ফুরৎ কৃষ্ণ বিলাস রাসঃ।
স্বাচার চর্য্যা সততা বিবাম,
তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ২ ॥
কৃপাবলং যস্য বিবেদ কশ্চি-
ন্নরোত্তমো নাম মহান বিপশ্চিৎ।
যস্য পৃথীয়ান্ বিষয়োপরাম,
তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ৩ ॥

জয় শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তম।
লোক নাথ গোস্বামির শিষ্য প্রিয়তম ॥
শ্রীপুরুষোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
তাঁর পুত্র নরোত্তম বিদিত সর্ব্বত্র ॥
নরোত্তম তাঁর গৃহে যে রূপে জন্মিল।
সে কথা বিস্তারি এথা বর্ণিতে নারিল ॥
তথাপি বর্ণিয়ে কিছু শুন সাবধানে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে ॥
গৌড়ে রামকেলি গ্রাম অপূর্ব্ব বসতি ॥
তথা রূপ সনাতন গোস্বামির স্থিতি ॥
মহারাজ-মন্ত্রী সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ।
সদা শাস্ত্র চর্চ্চা লৈয়া অধ্যাপক গণ ॥
মহারাষ্ট্র কর্ণাটক দ্রাবিড় তৈলঙ্গ।

উৎকল মিথিলা গৌড় গুজুরাট বঙ্গ ॥
কাশী কাশ্মীরাদি স্থিত মহা বিদ্যাবান।
যাঁহার সমাজে হয় সবার সম্মান ॥
পরম অদ্ভুত যশে জগত ব্যাপিল।
ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে কিছু বিস্তারিল ॥
সনাতন রূপ গৌড়রাজ প্রিয় অতি।
ঐশ্বর্য্যের সীমা সে আশ্চর্য্য সব রীতি ॥
নবদ্বীপে বিহরয়ে শ্রীগৌর সুন্দর।
লোক মুখে শুনি মহা আনন্দ অন্তর ॥
দৈন্য পত্রী প্রভুকে পাঠান বারবার।
চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এ প্রচার ॥
প্রভু পদে আত্মা সমর্পিয়া সাবহিত।
প্রভু সন্দর্শন লাগি সদা উৎকণ্ঠিত ॥
ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বেশ্বর।
সনাতন রূপ লাগি উদ্বিগ্ন অন্তর ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গিয়া।
বৃন্দাবন চলে প্রিয় ভক্তে প্রবোধিয়া ॥
গৌড়-দেশ পথে হৈল প্রভুর গমন।
না ছাড়ে প্রভুর সঙ্গ প্রিয় ভক্ত গণ ॥
প্রভুর দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোক ধায়।

ঐছে রামকেলি আইলা প্রভু গৌররায় ॥
এথা সনাতন রূপ প্রভু আগমনে।
মহা সুখ সমুদ্রে ভাসযে গোষ্ঠী সনে ॥
কেশব ছত্রীন আদি যত প্রিয়গণ।
সবাকার হৈল মহা উল্লসিত মন ॥
রাজমন্ত্রী সনাতন রূপ সঙ্গোপনে।
প্রথমে মিলিলা প্রভু প্রিয় বর্গ সনে ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহা অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রে দোঁহে মিলাইলা ॥
দোঁহে মিলি শ্রীগৌর সুন্দর হর্ষ মনে।
সিঞ্চিলা অমৃত কত মধুর বচনে ॥
নিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস বক্রেশ্বর।
মুকুন্দাদি সবে সুখ পাইলা বিস্তর ॥
সনাতন রূপ প্রভু-অনুগ্রহ মতে।
যে আনন্দে মগ্ন তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥
অল্প দিন মহাপ্রভু রহেন তথাই।
ইথে লোক ভীড় যত তার অন্ত নাই ॥
প্রভু সন্দর্শনে লোক স্থির হৈতে নারে।
নিরন্তর প্রেমানন্দ সমুদ্রে সাঁতারে ॥
প্রভুর অদ্ভুতলীলা বুঝে কোন্‌জন।

অন্যের কি কথা প্রেমে ভাসয়ে যবন ॥
একদিন প্রভু নিজ প্রিয়গণ লৈয়া।
নাচে সংকীর্ত্তনে মহা প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥
নিরখিয়া শ্রীখেতরি গ্রাম দিশা পানে।
অদ্ভুত আনন্দ ধারা বহে দুনয়ানে ॥
নরোত্তম বলিয়া ডাকয়ে বারে বারে।
ভক্তবাৎসল্যেতে স্থির হইতে না পারে ॥
করুণা সমুদ্র প্রভু নিত্যানন্দরায়।
করয়ে হুঙ্কার মহা আনন্দ হিয়ায় ॥
হরিদাস বক্রেশ্বর আদি প্রেমময়।
তাঁসবার চিত্তে হৈল মহা হর্ষোদয় ॥
প্রভুর অদ্ভুতভাব দেখি সর্ব্বজনে।
কেহ কার প্রতি কহে অতি সঙ্গোপনে ॥
নরোত্তম নাম প্রভু লয় বার বার।
ইথে বুঝিলাম কিছু কারণ ইহার ॥
প্রভু প্রেমপাত্র কেহ নরোত্তম নামে।
এঁহার প্রকট এই দেশে কোন গ্রামে ॥
না জানি যে কোন ভাগ্যবন্ত মহাশয়।
পাইবে এ হেন পুত্র প্রভু প্রেম ময় ॥
হেন নরোত্তমে যেঁহো ধরিবে উদরে।

তাঁর সম ভাগ্যবতী নাহিক সংসারে ॥
নরোত্তম দ্বারা কার্য্য সাধিবে অনেক।
প্রভু ভাবাবেশে কিছু কৈল পরতেক ॥
ঐছে নীলাচলে প্রভু ভুবন মোহন।
শ্রীনিবাস নাম লৈয়া করিলা ক্রন্দন ॥
শ্রীনিবাস প্রকট হইবে যাঁর ঘরে।
তাহা মহাপ্রভু ব্যক্ত করিলা সংসারে ॥
শ্রীচৈতন্যদাস পিতা মাতা লক্ষ্মী প্রিয়া।
প্রভুকে দেখিলা দোঁহে নীলাচলে গিয়া ॥
দোঁহে গৌড়দেশ আইলা প্রভুর আজ্ঞায়।
মুঅতি উল্লাসে তথা দেখিলুঁ দোঁহায় ॥
প্রভু ভক্তগণ এই কহে পরস্পরে।
সাধিব অনেক কার্য্য শ্রীনিবাস দ্বারে ॥
প্রেমময় মূর্ত্তি প্রকাশিব গৌরহরি।
হেন শ্রীনিবাসে কি দেখিব? নেত্রভরি ॥
ঐছে কত কহে তাহা শুনিলুঁ শ্রবণে।
প্রভুর যে লীলা বা বুঝিবে কোনজনে ॥
নীলাচলে প্রভু শ্রীনিবাসে জানাইলা।
রামকেলি আসি নরোত্তমে আকর্ষিলা ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভুর কিঙ্কর।

এ দোঁহে হইবে কি এ নয়ন গোচর ॥
ঐছে কত কহি মহা আনন্দ অন্তরে।
ভক্তগোষ্ঠী মধ্যে দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দরে ॥
ঐছে প্রভু ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া।
নাচে কান্দে ভবিষ্য ভক্তের নাম লৈয়া ॥
ওহে ভাই কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত্র।
রামকেলিগ্রাম কৈলা সকল পবিত্র ॥
সনাতন রূপের প্রেমেতে বন্দি হৈলা।
কানাঞি নাট্‌শালা দেখি নীলাচলে গেলা।
এ সব প্রসঙ্গ হৈল সর্ব্বত্র প্রচার।
নরোত্তম প্রকটিতে উৎকণ্ঠা সবার ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্নকরি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥ * ॥

তি শ্রীনরোত্তম বিলাসে শ্রীলোকনাথ গোস্বামি চরিত্রা-
স্বাদন নামক প্রথম বিলাস ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

দ্বিতীয় বিলাস।

জয়গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণ সহ।
এ দীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥

জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
এথা কতদিন পরে প্রভু ইচ্ছামতে।
জন্মিলেন নরোত্তম ভক্তি প্রকাশিতে ॥
কিবা মাঘ পূর্ণিমা দিবস দণ্ড ছয়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ হৈল প্রকট সময় ॥
বাড়িল মায়ের শোভা অতি চমৎকার।
পুত্রে দেখি নেত্রে বহে আনন্দাশ্রু ধার ॥
ঝলমল করে দিব্য সূতিকা মন্দির।
তথা যে ছিলেন্ সে আনন্দে নহে স্থির ॥
শ্রীখেতরি গ্রামে হৈল পরম মঙ্গল।
ঘুচিল দুর্বুদ্ধি লোক আনন্দে বিহ্বল ॥
হরি হরি ধ্বনি বিনা মুখে নাহি আর।
পুলকে পূর্ণিত দেহ নেত্রে অশ্রুধার ॥
ভক্তিদেবী প্রবেশিলা সবার অন্তরে।
সবে ধাওয়াধাই করে কৃষ্ণানন্দ ঘরে ॥
বিবিধ সামগ্রী ভেট দেন সর্ব্বজন।
সবারে সম্মানে দত্ত মহাবিচক্ষণ ॥
পুত্রমুখ দেখি আঁখি নারে ফিরাইতে।
কি অদ্ভুত সুখ হৈল কৃষ্ণানন্দ চিতে ॥

শ্রীকৃষ্ণানন্দের পিতা পরম মহান।
পৌত্রের কল্যাণে কৈলা বহু অর্থদান ॥
গায়ক বাদক সূত মাগধ বন্দিরে।
যৈছে তুষ্ট কৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে।
প্রকটের কালে যে হইল চমৎকার।
বাহুল্যের ভয়ে এথা নারি বর্ণিবার ॥
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণের সহিতে।
নৃত্য কৈলা নারায়ণী দেখিলা সাক্ষাতে ॥
ঐছে ভাগ্যবতী নাহি নারায়ণী সম।
যাঁর গর্ভে জন্মিলা ঠাকুর নরোত্তম ॥
দিনে দিনে বাড়ে নরোত্তম চন্দ্রপ্রায়।
পুত্রমুখ দেখি মাতা বিহ্বল সদায় ॥
ভাগ্যবন্ত কৃষ্ণানন্দ পাই পুত্র রত্ন।
প্রতি দিন বিপ্রে ভুঞ্জায়েন্ করি যত্ন ॥
পুত্রমুখ দেখিয়া জুড়ায় নেত্র প্রাণ।
শুভদিনে কৈলা অন্নপ্রাশন বিধান ॥
যে কৌতুক হৈল অন্নপ্রাশন সময়।
তাহা এক মুখে কি কহিতে সাধ্য হয় ॥
তথা এক দৈবজ্ঞ পরম ভাগ্যবান্।
শিশু সন্দর্শনেতে নির্ম্মল হৈল জ্ঞান ॥

রাজ্ঞ আজ্ঞামতে দেখি সর্ব্ব গল্লক্ষণ।
কহিল ঞিহার যোগ্য নাম নরোত্তম ॥
শুনি বিপ্রগণ কহে এই হয় হয়।
মনুষ্যের মধ্যে ঞিহো উত্তম নিশ্চয় ॥
অন্য স্ত্রী পুরুষ নামকরণ কালেতে।
যে যাহা কহিল তাহা নারি বিস্তারিতে ॥
অন্নপ্রাশনের কালে হৈল যে প্রকার।
তাহা কহি যাতে হয লোক চমৎকার ॥
পুত্রমুখে অন্ন দেন যতন করিয়া।
নাহি খায় অন্ন রহে মুখ ফিরাইয়া ॥
অনেক প্রকার কৈল না হৈল গ্রহণ।
হইল সবার মহা চিন্তা যুক্ত মন ॥
দৈবজ্ঞ কহেন ইথে চিন্তা না করিবে।
বিনা বিষ্ণু নৈবেদ্য এ কভু না ভুঞ্জিবে ॥
সেই ক্ষণে বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন লৈযা।
পুত্রমুখে দিতে তেঁহো খাইলা হর্ষ হৈয়া ॥
সেই দিন হৈতে রাজা কহিল সবারে।
কৃষ্ণের প্রসাদ বিনা না দিহ ইহারে ॥
কৃষ্ণানন্দ দত্ত সেই দিবস হইতে।
বিষ্ণু-প্রসাদান্ন শ্রেষ্ঠ বিচারিলা চিত্তে ॥

ছিলেন পূর্ব্বের সেবা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ।
তাঁর সেবা প্রতি অতি বাড়িল আগ্রহ॥
এই রূপে হইলেন শ্রীঅন্নপ্রাশন।
ইহার শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
কতদিন পরে কৈলা শ্রীচূড়াকরণ।
ব্যাকরণ আদি করাইলা অধ্যাপন॥
নরোত্তমে যেই বিদ্যা যে জন পড়ায়।
তাহার সন্দেহ ঘুচে ইঁহার কৃপায়॥
শ্রীনরোত্তমের চেষ্টা দেখি বিজ্ঞজন।
পরস্পর নিভৃতে কহয়ে গুণ গণ॥
কেহ কহে ইঁহো দেব অংশে অবতরে।
নহিলে কি মনুষ্যে এমন শক্তি ধরে॥
এ নব বয়সে সর্ব্বকার্য্যে সুশিক্ষিত।
সর্ব্বমতে করে সবাকার মনোহিত॥
কেহ কহে ইঁহারে ক্ষণেক মাত্র দেখি।
ভুলিয়ে সকল দুঃখ যুড়াই এ আঁখি॥
কেহ কহে রাজপুত্র অতি সুকুমার।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হেন না দেখিয়ে আর॥
ঐছে কত কহি প্রশংসয়ে কৃষ্ণানন্দে।
কৃষ্ণানন্দ মগ্ন পুত্র-পালন আনন্দে॥

সর্ব্ব প্রকারেতে যোগ্য দেখিয়া পুত্রেরে।
বিচারয়ে সদা মহা আনন্দ অন্তরে ॥
বিভা করাইয়া আমি পুত্রে রাজ্য দিব।
মোর পিতা সম মুঞি নিশ্চিন্ত হইব ॥
ঐছে বিচারিয়া বিজ্ঞ কায়স্থ বর্গেরে।
কহে বিবাহের কন্যা চেষ্টা করিবারে ॥
এথা নরোত্তম প্রেমাবেশে সঙ্গোপনে।
কৃষ্ণ আরাধয়ে অশ্রুধারা দু নয়নে ॥
নিরন্তর পরম বৈরাগ্য ভাব চিতে।
রাজ ভোগাদিক বার্ত্তা না পারে সহিতে ॥
পুত্রের বৈরাগ্য ক্রিয়া দেখি ক্ষণে ক্ষণে।
কৃষ্ণানন্দরায় মহা চিন্তাযুক্ত মনে ॥
নরোত্তম বিনা কিছু নাহি ভায় মনে।
তৈছে মাতা নারায়ণী পুত্রগত প্রাণে ॥
সতত রক্ষক রাখিলেন পুত্র পাশে।
তথাপিহ নিরন্তর চিত্তে শঙ্কা বাসে ॥
নরোত্তম বন্দি প্রায় চিন্তে মনে মনে।
নাদেখি উপায় গৃহ ছাড়িব কেমনে ॥
ঐছে চিন্তি-চিত্ত বৃত্তি না করে প্রকাশ।
কি হবে গৌরাঙ্গ বলি ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥

নিতাই অদ্বৈত বলি চারি দিগে ধায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ধরণী লোটায়॥
উর্দ্ধবাহু করিয়া ডাকয়ে বার বার।
প্রভু! গণসহ মোরে করহ উদ্ধার॥
ঐছে প্রতিদিন অতি নিভৃত পাইয়া।
ফুকরি কান্দয়ে মহা ব্যাকুল হইয়া॥
জগতে ব্যাপিল গৌরচন্দ্রের চরিত।
শুনিতে না পায় তমু শুনে সাবহিত॥
শ্রীখেতরি গ্রামে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
নাম তাঁর কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ পরায়ণ॥
অতি জিতেন্দ্রিয় তাঁরে সবে করে ভয়।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে কাহার সাধ্য নয়॥
তেঁহো নরোত্তম বিনা নারে স্থির হৈতে।
কৃষ্ণ সেবা সারি যান দেখিতে নিভৃতে॥
নরোত্তম তাঁরে অতি আদর করিয়া।
আসনে বসান ভূমে পড়ি প্রণমিয়া॥
প্রভু ভক্ত গণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসয়।
তেঁহো সব পৃথক্ পৃথক্ করি কয়॥
চৈতন্যের আদি মধ্য অন্ত্যলীলামৃত।
ক্রমে শুনাইলা কিছু হৈয়া সাবহিত।

নিত্যানন্দ অদ্বৈত চন্দ্রের ঐছে লীলা।
প্রেমাবেশে কহে শুনি দ্রবে দারু শিলা॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীবাস।
বক্রেশ্বর স্বরূপ মুরারি হরিদাস॥
নরহরিদাস গৌরিদাস গদাধর।
বাসুঘোষ মুকুন্দ সঞ্জয় দামোদর॥
কাশীশ্বর শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী লোকনাথ বর্য্য॥
সনাতন রূপ শ্রীগোপাল রঘুনাথ।
রঘুনাথভট্ট জীব জগত বিখ্যাত॥
সুবুদ্ধিমিশ্র রাঘব কৃষ্ণপণ্ডিতাদি।
এ সবার বৃত্তান্ত কহিলা যথাবিধি॥
প্রসঙ্গে কহয়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য কথা।
যেরূপে হইল জন্ম জন্মিলেন যথা॥
কহিতে কহিতে দুই নেত্রে ধারা বহে।
নরোত্তম করে ধরি বিপ্র সম্বোধয়ে॥
ওহে নরোত্তম তাঁর অদ্ভুত চরিত।
অল্পে সর্ব্বশাস্ত্রে তেঁহ হইলা পণ্ডিত॥
প্রেম ভক্তি ময় মূর্ত্তি অতি উৎকণ্ঠাতে
নীলাচলে চলে শ্রীচৈতন্য দর্শনেতে॥

কত দূরে শুনি শ্রীপ্রভুর সঙ্গোপন।
হৈলা মূর্চ্ছা সে ইচ্ছায় রহিল জীবন॥

তথাহি শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ কৃত তস্য গুণলেশ সূচকে॥

আবির্ভূয় কুলে দ্বিজেন্দ্রভবনে বাঢীয়ঘণ্টেশ্বরৌ,
নানাশাস্ত্র সুবিজ্ঞ নির্ম্মলধিয়া বাল্যে বিজেতা দিশাম্।
নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুতপদং শ্রুত্ব ত্যজন্ গর্ব্বকং,
সোঽয়ং মে করুণানিধি র্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥
গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথিশ্রুতশ্চৈতন্য সঙ্গোপনং,
মূর্চ্ছাভূয়ঃকচান্লুনন্স্বশিরসোঘাতং দধদ্ধিকৃতঃ।
তৎপাদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ং,
সোঽয়ং মে করুণা নিধি র্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ *॥

প্রভু স্বপ্নে প্রবোধি নিলেন নীলাচলে।
শ্রীনিবাসে দেখি সবে ভাসে প্রেম জলে॥
গদাধর বক্রেশ্বর পণ্ডিত আদি যত।
সবে শ্রীনিবাসে কৃপা কৈলা যথোচিত॥
বৃন্দাবন যাইবারে সবে আজ্ঞা দিলা।
ঐছে জগন্নাথ দেখি গৌড় যাত্রা কৈলা।
শ্রীখণ্ড আসিয়া পুনঃ নীলাচল যাইতে।
পণ্ডিত গোস্বামি-সংগোপন শুনে পথে॥
মৃত প্রায় হইয়া আইসে গৌড়দেশে।

স্বপ্ন ছলে শ্রীপণ্ডিত প্রবোধে অশেষে ॥
প্রভাতে ব্যাকুল হৈয়া চলে গৌড় পথে।
তথা ভেট হৈল গৌড়দেশী লোক সাথে ॥
প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈতের সঙ্গোপন।
তা সবার মুখে শুনি হৈলা অচেতন ॥
চেতন পাইয়া অগ্নি জালে পুড়িবারে।
দুই প্রভু স্বপ্ন ছলে প্রবোধিলা তাঁরে ॥
গৌড় হৈয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা।
রজনী প্রভাতে ঞিহ গৌড় যাত্রা কৈলা ॥
খণ্ডেগিয়া নবহরি শ্রীরঘুনন্দনে।
প্রণমি পাইয়া আজ্ঞা চলে সেই ক্ষণে ॥

তথাহি তস্য গুণলেশ সূচকে ॥

গচ্ছন যঃ-পথি খণ্ডসংজ্ঞ নগরে চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়ং
নত্বা শ্রীসরকারঠক্কুরবরং নীত্বা তদাজ্ঞাং তথা।
তৎপশ্চাদ্রঘুনন্দনস্য চরণং নত্বা গতো যত্নরন্
সোঽয়ং মে করুণানিধি র্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥

নবদ্বীপে আসিয়া দেখয়ে চমৎকার।
গণসহ গৌরাঙ্গের প্রকট বিহার ॥
বিস্মিত হইয়া পুন ঐছে নিরিখয়ে।
নবদ্বীপে দুখের সমুদ্র উথলয়ে ॥

ব্যগ্রহৈয়া শ্রীনিবাস প্রভু গৃহে গেলা।
তথা বিষ্ণু প্রিয়াদেবী বহু কৃপা কৈলা॥
দাস গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীনিবাসে।
অনুগ্রহ করি সবে প্রেম জলে ভাসে॥
তবে শান্তিপুর গিয়া দেখে সীতা মায়।
তাঁর যে বাৎসল্য তাহা কহা নাহি যায়॥
তথা হৈতে প্রেমাবেশে গেলা খড়দহ।
তথা শ্রীজাহ্নবা বহু কৈলা অনুগ্রহ॥
খানাকুল গেলেন শ্রীঅভিরাম পাশে।
মালিনী সহিত কৃপা কৈলা শ্রীনিবাসে॥
পুনঃ আইলা শ্রীখণ্ড শ্রীনরহরি তাঁরে।
অতি প্রীতে বিদায় করিলা ব্রজপুরে॥
শ্রীরঘুনন্দন স্নেহে ব্যকুল হইয়া।
গমন বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া॥
শ্রীনিবাস জাজি গ্রামে প্রবোধি মায়েরে।
এই কত দিনে একা গেলা ব্রজপুরে॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যের এ প্রসঙ্গ শুনিতে।
স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে॥
নরোত্তম ব্যগ্র হৈয়া চিন্তে মনে মনে।
না জানি ঞিহার সঙ্গ পাব কতদিনে॥

ঐছে বিচারিতে নদী প্রবাহের পারা।
অতি সুমধুর নেত্রে বহে প্রেমধারা ॥
কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের এ রীত।
পুনঃ পুনঃ শুনে প্রভু-ভক্তের চরিত ॥
নিরন্তর আপনাকে মানয়ে ধিক্কার।
না দেখিয়া এ হেন প্রভুর অবতার ॥
না ধরে ধৈরজ সদা উমড়য়ে হিয়া।
না ভায় ভোজন নিশি পোহায় জাগিয়া
একদিন নিদ্রা হৈলে প্রভুর ইচ্ছায়।
স্বপ্নছলে সাক্ষাত হইলা গৌররায় ॥
ভুবন মোহন রূপ রসের পাথার।
তড়িৎ কুঙ্কুম হেম উপমা কি তার? ॥
চাঁচর কেশের ঝুটা পিঠেতে লোটায়।
কুলবতী কুলটা হইল হেরি তায় ॥
শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ড ঝলমল করে।
কপালে তিলক তাহে কেবা প্রাণ ধরে।
ভাঙধনু নয়ন কমল কামফান্দ।
হাসি মিলা মুখ জিনি পূর্ণিমার চান্দ ॥
আজানু লম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
কম্বুকণ্ঠে নানা মণিহার মনোহর ॥

ত্রিবলি বলিত নাভি গভীর সুঠাম ।
সিংহ জিনি ক্ষীণ কটিদেশ নিরমাণ ॥
উলট কদলী জানু মুনিমোহনিয়া ।
সুচারু চরণ তল কমল জিনিয়া ॥
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম ।
এ হেন অদ্ভুত শোভা দেখি নরোত্তম ॥
না হয় নিমিখ আঁখ্যে বহে প্রেমধারা ।
কমল উপরে যেন মুকুতার হারা ॥
অতি সুকোমল তনু ভরল পুলকে ।
কদম্বকেশর শোভা জিনি সে ঝলকে ॥
উল্লাসে পড়িয়া ভূমে ধরে প্রভুপায় ।
প্রভু পদধরে নরোত্তমের মাথায় ॥
দুই বাহু পসারি করেন আলিঙ্গন ।
স্নেহে পরিপূর্ণ কহে মধুর বচন ॥
ওহে নরোত্তম এই দেখ বিদ্যমানে ।
ধরিতে নারিয়ে হিয়া তোমার ক্রন্দনে ॥
চিন্তা না করিহ শীঘ্র বৃন্দাবন যাবে ।
মোর প্রিয় লোকনাথ স্থানে শিষ্য হবে ॥
তেঁহ মহা হৃষ্ট হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিবে ।
তোমার দ্বারাতে কার্য্য অনেক সাধিবে ॥

ঐছে বহু কহিতেই নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
প্রভু অদর্শনে বাড়ে দুঃখের তরঙ্গ॥
ব্যাকুল হইয়া ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
পুনঃ নিদ্রা আকর্ষিল প্রভুর ইচ্ছায়॥
স্বপ্নছলে দেখে নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত আনন্দে বিহরে॥
গদাধর শ্রীবাস স্বরূপ নরহরি।
হরিদাস বক্রেশ্বর মুকুন্দ মুরারি॥
গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ শুক্লাম্বর।
গৌবিদাস শ্রীমান সঞ্জয় দামোদর॥
মহেশ শঙ্কর যদু আচার্য্য নন্দন।
প্রভু বেড়ি ভক্তগোষ্ঠী করে সংকীর্ত্তন॥
নবদ্বীপ বাসি লোক ধায় চারি ভিতে।
না হয় কাহার সাধ সে শোভা দেখিতে?॥
ব্রহ্মা শিব শেষ সুখে মত্ত অতিশয়।
অনিমিখ নেত্রে রূপ নিরখিয়া রয়॥
সর্ব্বদেব সহিত স্বর্গেতে পুরন্দর।
সে শোভা দেখিতে পুষ্প বর্ষে নিরন্তর॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব মনুষ্যে মিসাই।
প্রভুগুণ গায় নাচে রঙ্গে ধাওয়া ধাই॥

উথলে সে প্রেম সিন্ধু ভুবন ভাসায়।
পতিত অধম জড় কেহ না এড়ায় ॥
লক্ষ লক্ষ পশুপক্ষ ভুলে শোভা দেখি
জনমের অন্ধগণ ধায় পাঞা আঁখি ॥
এ হেন অদ্ভুত রঙ্গ দেখে নরোত্তম।
ঝরয়ে নয়ন নদী প্রবাহের সম ॥
প্রভু গৌরচন্দ্র নরোত্তমে নেহারিয়া।
ধরি করি কোলে না ধরিতে পারে হিয়া ॥
নরোত্তমে সিক্ত করিলেন নেত্র জলে।
নরোত্তম পড়িলা প্রভুর পদতলে ॥
ভূমে হৈতে তুলি বাৎসল্যেতে গৌরহরি।
সমর্পিলা নিত্যানন্দাদ্বৈতে করেধরি ॥
প্রিয় ভক্তগণ অনুগ্রহ করাইয়া।
বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা ব্যগ্র হৈয়া ॥
পুনঃ কহে কৃপাকর মোর প্রিয়গণ।
ঐছে কহি বিদায় করিলা বৃন্দাবন ॥
নরোত্তম তিলার্দ্ধেক নারে স্থির হৈতে।
প্রভু নিত্যানন্দ শোভা বারেক চাহিতে ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রভু পদে প্রণমিলা।
প্রভু শ্রীচরণ তাঁর মস্তকে ধরিলা ॥

শ্রীভুজ পসারি করিলেন আলিঙ্গন।
দিলেন অমূল্য গৌরাঙ্গের প্রেমধন॥
বৃন্দাবন যাইবারে অনুমতি দিলা।
দেখিয়া ব্যাকুল বহু প্রবোধ করিলা॥
প্রভু অদ্বৈতের মহা সৌন্দর্য্য দেখিয়া।
নরোত্তম সে পদে পড়িলা লোটাইয়া॥
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
হাতেধরি তুলি কোলে করে বারে বারে
গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে কবি সমর্পণ।
আজ্ঞাদিলা বৃন্দাবনে করহ গমন॥
গদাধর শ্রীবাসাদি প্রভু-প্রিয়গণ।
তাঁ সবার শোভা দেখি প্রফুল্ল নয়ন॥
সবার চরণে প্রণময়ে পড়ি ভূমে।
সবে প্রেমাবেশে আলিঙ্গয়ে নরোত্তমে॥
নরোত্তম সবা নেত্রজলে কৈলা স্নান।
সবার চরণে সমর্পিলা মনপ্রাণ॥
প্রভু পরিকর নরোত্তমে প্রবোধিয়া।
দিলেন বিদায় প্রভু পদে সমর্পিয়া॥
নরোত্তম বৃন্দাবন গমন করিতে।
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ মহাদুঃখ চিত্তে॥

জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি প্রভাত সময়।
প্রাতঃ কৃত্য করি নিজ চিত্ত প্রবোধয়॥
বিবিধ মঙ্গল দৃষ্ট হৈল হেন কালে।
নরোত্তম উল্লাসে ভাসয়ে নেত্রজলে॥
এথা নরোত্তমের জনক অকস্মাত।
রাজকার্য্যে গৌড়ে গেলা বহু লোকসাথ॥
নরোত্তম জানি শুভক্ষণ সেই ক্ষণে।
প্রকারে বিদায় হৈলা জননীর স্থানে॥
পরম সুবুদ্ধি সর্ব্বমতে বিচারিলা।
রক্ষকে বঞ্চিয়া সঙ্গোপনে যাত্রা কৈলা॥
নবদ্বীপ আদি স্থান না করি ভ্রমণ।
লোক ভয়ে বনপথে চলে বৃন্দাবন॥
ঐছে বেশধারণ করিলা মহাশয়।
না চিহ্নয়ে যদি কারসনে দেখা হয়॥
পঞ্চদশ দিবসের পথ ছাড়াইয়া।
ঘুচিল উদ্বেগ কিছু চলে স্থির হৈয়া॥
এথা মাতা পিতা যৈছে নরোত্তম বিনে।
একমুখে তাহা বা বর্ণিবে কোন জনে॥
গৌড়ে এই সর্ব্বত্র কহয়ে পরস্পরে।
রাজপুত্র নরোত্তম গেলা ব্রজপুরে॥

রামকেলি গ্রামে প্রভু যাঁরে আকর্ষিল।
সেই এই নরোত্তম নিশ্চয় জানিল ॥
নহিলে কি এমন প্রভাব অন্যে হয়।
যে তাঁরে দেখিল তার গেল ভবভয় ॥
ঐছে কত কহে লোক করিয়া ক্রন্দন।
নরোত্তম প্রসঙ্গে সবার ব্যগ্র মন ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যের প্রিয় যত।
নরোত্তম মঙ্গল চিন্তয়ে অবিরত ॥
নরোত্তম নির্ব্বিঘ্নে চলয়ে রাজপথে।
যৈছে প্রেমচেষ্টা তাহা কে পারে কহিতে।
নিরন্তর গায়েন প্রভুর গুণগণ।
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে দুনয়ন ॥
যেজন বারেক নরোত্তম পানে চায়।
সে হেন সংসার দুঃখ হইতে এড়ায় ॥
যে গ্রামেতে নরোত্তম করে রাত্রিবাস।
সে গ্রামী লোকের মনে বাড়য়ে উল্লাস ॥
কিবা স্ত্রী পুরুষ রহি নরোত্তম পাশে।
পরস্পর নানাকথা কহে মৃদু ভাষে।
কেহ কহে কনকচম্পক রহু দূরে।
দেখ কি অপূর্ব্বরূপ ঝলমল করে ॥

কেহ কহে কিবা মুখ সুদীর্ঘ নয়ন।
কিবা নাসা গণ্ড ভুরু ললাট শ্রবণ॥
কেহ কহে কিবা বাহু বক্ষ পরিসর।
ত্রিবলি বলিত নাভি কিবা কৃশোদর॥
কেহ কহে কিবা জানু কিশোভা চরণে।
কি দিয়া গড়িল কেবা কত না যতনে॥
কেহ কহে সামান্য মনুষ্য এহঁ নয়।
কিবা এ দেবতা কিবা রাজার তনয়॥
কেহ কহে আহামরি অলপ বয়সে।
এহেন বৈরাগ্য করি ফিরে দেশে দেশে॥
কেহ কহে কি আর কহিব ইহা বিনে।
ইহার মা বাপ প্রাণ ধরিবে কেমনে॥
কেহ কহে মরুবিধি নিদয় শরীর।
এ হেন বালকে কৈল ঘরের বাহির॥
এইরূপ নানাকথা কহি পরস্পর।
নরোত্তমে ছাড়িয়া যাইতে নারে ঘর॥
নানাদ্রব্য আনি যত্নে কিছু ভুঞ্জাইল।
শয়ন নিমিত্ত দিব্যাসন আনি দিল॥
নরোত্তমে ভোজন শয়ন নাহি ভায়।
নাম সংকীর্ত্তনে নিশি জাগিয়া পোহায়॥

ধুলায় ধূসর অঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার।
সে দশা দেখিতে প্রাণ কান্দয়ে সবার॥
প্রভাত সময়ে চলে সবা সম্বোধিয়া।
পাছে পাছে ধায় লোক ব্যাকুল হইয়া॥
যেজন দেখয়ে পথে এই দশা তার।
নরোত্তম চিত্তবৃত্তিহরয়ে সবার॥
সর্ব্বতীর্থ দেখি নরোত্তম অল্পদিনে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে॥
প্রথমে শ্রীমথুরা বিশ্রামঘাট গেলা।
শ্রীযমুনা স্নানকরি তথাই রহিলা॥
প্রহরেক রাত্রি গেল হইল নির্জ্জন।
প্রেমাবেশে করেন শ্রীনাম সংকীর্ত্তন॥
হেনই সময়ে এক বিপ্র মথুরার।
পরম বৈষ্ণব তেঁহ অতিশুদ্ধাচার॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া।
নরোত্তমে ভুঞ্জাইলা স্নেহাবিষ্ট হৈয়া॥
বাৎসল্যে ব্যাকুল বিপ্র জিজ্ঞাসিলা যাহা
স্নেহাধীন নরোত্তম নিবেদিলা তাহা॥
ব্রজের বৃত্তান্ত নরোত্তম জিজ্ঞাসয়।
কাতর অন্তরে বিপ্র বিবরিয়া কয়॥

রঘুনাথ কাশীশ্বর রূপ সনাতন।
সংগোপন হৈলা শুনি করয়ে ক্রন্দন ॥
শ্রীরূপ সনাতন নাম উচ্চারিতে।
ধুলায় ধূসর অঙ্গ লোটায ভূমিতে ॥
কাশীশ্বব পণ্ডিত শ্রীভট্টরঘুনাথ।
এ নাম লইযা শিরে করে করাঘাত ॥
হায় হায় একি হৈল কহে বার বার।
দেখিতে না পাইলুঁ শ্রীচরণ সবার ॥
ঐছে কত কহি মূর্চ্ছাগত নরোত্তম ॥
দুই নেত্রে ধারাবহে নদীধারা সম ॥
হইলেন মৃত্যু প্রায়. দেখি বিপ্রবব।
নরোত্তমে কোলে করি কান্দিলা বিস্তর ॥
কতক্ষণে অতিবৃদ্ধ বিপ্র মহাবীর।
আপনা সম্বরি নরোত্তমে কৈলা স্থির ॥
অনেক প্রসঙ্গে প্রায় রাত্রিশেষ হৈল।
প্রভু ইচ্ছামতে দোঁহে নিদ্রা আকর্ষিল ॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা রূপ সনাতন।
রঘুনাথভট্ট কাশীশ্বর চারিজন ॥
নরোত্তম শোভা দেখি ভাসি নেত্রজলে।
লোটাইয়া পড়িলা সবার পদতলে ॥

তবে নরোত্তমে মহা স্নেহে আলিঙ্গিলা ॥
নরোত্তম অঙ্গ প্রেমজলে সিক্ত কৈলা।
কহিলা অমৃতময় প্রবোধ বচন।
ভাগ্যবন্ত বিপ্র কিছু করিলা শ্রবণ ॥
নরোত্তম প্রতি সবে মহাহৃষ্ট হৈয়া।
অন্তর্দ্ধান হৈলা অনুগ্রহ প্রকাশিয়া ॥
সে বিচ্ছেদে নরোত্তম অধৈর্য্য হিয়ায়।
করয়ে বিলাপ জাগি চতুর্দ্দিগে চায় ॥
কোথা গেলা বলি নেত্রে বহে অশ্রুধার।
নরোত্তম চেষ্টা দেখি বিপ্রে চমৎকার ॥
ব্যগ্রহৈয়া বিপ্র নরোত্তমে করি কোলে।
পবিত্র হইলুঁ বলি ভাসে নেত্রজলে ॥
নরোত্তমে কহি কত মধুর বচন।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রাচীন ব্রাহ্মণ ॥
হইল প্রভাত নিশি দেখি বিপ্রবর।
নরোত্তমে লইতে চাহেন নিজ ঘর ॥
নরোত্তম বিপ্রেরে করিয়া নমস্কার।
ব্যাকুল হইয়া আজ্ঞা মাগে বার বার ॥
অনুগ্রহ কর মোরে করিয়ে গমন।
দেখি গিয়া শ্রীগোস্বামী সবার চরণ ॥

এইরূপ যেন পূর্ণ হয় মোর সাধ।
বিপ্র স্নেহে করি কোলে কৈলা আশীর্ব্বাদ ॥
নরোত্তম সঙ্গেতে চলিলা কতদূর।
না চলে চরণ শ্রম হইল প্রচুর ॥
বৃন্দাবন পথ নরোত্তমে দেখাইয়া।
দিলেন মনুষ্য সঙ্গে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ॥
নরোত্তম চলে প্রণমিয়া বিপ্র পায়।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল বিপ্র পথ পানে চায় ॥
নরোত্তম চলিতে চিন্তয়ে মনে মনে।
মো হেন অযোগ্য আনিলেন বৃন্দাবনে ॥
কৃপাময় প্রভু শ্রীগোস্বামী লোকনাথ।
মো হেন পতিতে কি করিবেন্ আত্মসাথ ? ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীভূগর্ভ মহাশয়।
শ্রীজীব গোস্বামী আদি প্রেমের আলয় ॥
এ সবার পাদপদ্ম ধরিব কি মাথে ?।
সবে কি করিবে কৃপা মো হেন অনাথে ? ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রেমের মূর্ত্তি যেঁহ।
মো হেন দীনে কি প্রীত করিবেন তেঁহ ? ॥
এত কহিতেই নেত্রে বহে প্রেম জল।
চলিতে নারয়ে অঙ্গ করে টল মল ॥

এথা অকস্মাৎ গতরাত্রে শ্রীনিবাস।
হইলা অধৈর্য্য চিত্তে ব্যাপিলা উল্লাস॥
দেখি মহা মঙ্গল চিন্তয়ে মনে মনে।
অবশ্য মিলিব কোন প্রাণবন্ধু সনে॥
স্বাভাবিক প্রেমোদয়ে ঝরে দু নয়ন।
বহুরাত্রি কৈলা সুখে নাম সংকীর্ত্তন॥
অকস্মাৎ অল্পনিদ্রা হৈল রাত্রিশেষে।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরূপ কহেন শ্রীনিবাসে॥
ওহে শ্রীনিবাস এই রজনী প্রভাতে।
হইবে তোমার দেখা নরোত্তম সাথে॥
ঐছে কহি গোস্বামী হইলা অন্তর্দ্ধান।
শ্রীনিবাস জাগি দেখে রজনী বিহান॥
অতি শীঘ্র শ্রীজীব গোস্বামিপাশে গিয়া।
রজনী বৃত্তান্ত জানাইলা প্রণমিয়া॥
শ্রীজীব গোসাঞী কহে শ্রীনিবাস প্রতি।
ঐছে প্রভু মোরে জানাইলা তার গতি॥
যাহার প্রসঙ্গ পূর্ব্বে কহিল তোমায়।
সেই এই নরোত্তম আইসে এথায়॥
তোমারে কহিতে স্বপ্ন উদ্বিগ্ন আছিলুঁ।
শুনিয়া তোমার মুখে মহা সুখ পাইলুঁ॥

এত কহি শীঘ্র গেলা গোবিন্দ দর্শনে।
শ্রীনিবাস মহাহর্ষে আইলা নিজস্থানে ॥
অকস্মাৎ কেহ আসি দিল সমাচার।
গৌড় হৈতে আইলা এক নৃপতি কুমার ॥
অলপ বয়স মূর্ত্তি অতি মনোহর।
নিজ নেত্রজলে সদা সিক্ত কলেবর ॥
শ্রীগোবিন্দ দরশনে যে হৈল বিকার।
কে কহিতে পারে তাহা অতি চমৎকার ॥
শ্রীজীব গোস্বামী তাঁরে ধরি করি কোলে।
সিঞ্চিলা তাঁহার অঙ্গ নিজ নেত্রজলে ॥
আমি সুমধুর বাক্যে তাঁরে প্রবোধিয়া।
তোমারে লইতে মোরে দিলা পাঠাইয়া ॥
ঐছে শুনি শ্রীনিবাস স্থির হৈতে নারে।
মনের উল্লাসে গেলা গোবিন্দের দ্বারে ॥
নরোত্তম সঙ্গে তথা হইল মিলন।
দরিদ্র পাইল যেন অমূল্য রতন ॥
শ্রীনিবাস যে কহিলা আলিঙ্গন করি।
সে অতি মধুর এথা বিস্তারিতে নারি ॥
নরোত্তম হৈলা যৈছে আচার্য্য দর্শনে।
তাহা এক মুখে বা বর্ণিবে কোন জনে ॥

কেহ কার প্রতি কহে হইযা বিস্মিত।
দেখিলুঁ আশ্চর্য্য এই স্বাভাবিক প্রীত॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম এক এ দোঁহারে
দেখি কত বিতর্ক করযে পরস্পারে॥
নরোত্তম মনে অভিলাষ ছিল যাহা॥
শ্রীগোবিন্দদেব পূর্ণ করিলেন তাহা॥
শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত গোবিন্দের অধিকারী।
তেঁহ মালা প্রসাদ দিলেন যত্নকরি॥
প্রসঙ্গে কহিয়ে কৃষ্ণ পণ্ডিত আখ্যান।
চৈতন্য পার্ষদ যেঁহ মহা বিদ্যাবান॥
কাশীশ্বর গোস্বামী হইলে সংগোপন।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত সেবে গোবিন্দ চরণ॥
সর্ব্বত্র বিদিত এই নরোত্তম প্রতি।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত গোস্বামীর প্রিত অতি॥
নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত প্রণমিয়া।
যৈছে দৈন্য কৈলা তা শুনিতে কান্দে হিয়া
শ্রীজীব গোস্বামী শীঘ্র লৈয়া নরোত্তমে।
আইলেন লোকনাথগোস্বামী আশ্রমে॥
অতি সে নির্জ্জনে একা আছেন বসিয়া।
সনাতন রূপের বিচ্ছেদে দগ্ধ হিয়া॥

শ্রীজীব গোস্বামী প্রণমিয়া ধিরে ধিরে।
নরোত্তম প্রসঙ্গ কহিলা গোস্বামীরে ॥
শুনি নরোত্তমে দেখি ভাসে নেত্রজলে।
নরোত্তম পড়িলা গোস্বামী পদতলে ॥
পূর্ব্ব সঙরি স্থির নহে বাৎসল্যেতে।
ধরিলেন শ্রীচরণ নরোত্তম মাথে ॥
নরোত্তমে সিক্ত করি অমৃত বচনে।
জানাইলা দীক্ষা বিধি হৈবে কিছু দিনে ॥
শ্রীজীব গোস্বামী প্রতি কহে বার বার।
এই কর ভক্তি গ্রন্থে হউক অধিকার ॥
শ্রীনিবাস প্রতি কহে অতি বাৎসল্যেতে।
সদা সাবধান করাইবা ভক্তি পথে ॥
ঐছে কহি রূপ সনাতন নাম লৈয়া।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস মহাব্যাকুল হইয়া ॥
গোস্বামীর চেষ্টা দেখি শ্রীজীব গোসাঞী ॥
যেরূপ হইলা তা কহিতে সাধ্য নাই ॥
নিবারিতে নারে নেত্রধারা নিরন্তর।
হইলেন বিদায় পাইয়া অবসর ॥
শ্রীরাধাবিনোদ পাদপদ্ম দরশনে।
যে হইল তাহা বা বর্ণিবে কোনজনে ॥

তথা শ্রীনিবাস নরোত্তমে যে কহিলা।
সে প্রেম প্রসঙ্গ অন্যে বিস্তারি বর্ণিলা॥
নরোত্তমে স্থির করি শ্রীজীব গোসাঞা।
শাস্ত্র লৈয়া গেলা ভট্টগোস্বামীর ঠাঞি॥
তেঁহ বসি আছে একা পরম নির্জ্জনে।
সদাই উদ্বিগ্ন রূপ সনাতন বিনে॥
সনাতন প্রতি যৈছে ব্যবহার তাঁর।
কহিতে কি জানি তাহা সর্ব্বত্র প্রচার॥

সনাতন প্রেম পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপ সংখ্যান বিলক্ষিতাখিলম্।
গোপাল ভট্টং ভজতা মভীষ্টদং
নমামি রাধারমণৈক জীবনম॥

গোস্বামীর চেষ্টা দেখি শ্রীজীব গোসাঞী।
হইলেন যে রূপ কহিতে সাধ্য নাই॥
সবিনয় পূর্ব্ব প্রণমিয়া নিবেদিলা।
সেই এই নরোত্তম শুনি হর্ষ হৈলা॥
নরোত্তম পড়িলা গোস্বামিপদতলে।
তেঁহ আলিঙ্গিয়া সিক্ত কৈলা নেত্রজলে॥
জিজ্ঞাসি মঙ্গল মহামধুর বাক্যেতে।
কৈলা যে বাৎসল্য তাহা না পারি বর্ণিতে॥

শ্রীজীব গোস্বামী গোস্বামীরে প্রণমিয়া।
চলিলেন শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈযা॥
শ্রীরাধারমণ শোভা দেখি নেত্র ভরি।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহিতে না পারি॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
ক্রমে এ তিনের মুখ বক্ষঃ শ্রীচরণ॥
এক ঠাঞি তিনের দর্শন প্রাপ্ত হৈলা।
শ্রীজীবগোস্বামী নরোত্তমে জানাইলা॥
ঐছে কত প্রেমাবেশে কহিতে কহিতে।
প্রবেশিলা শ্রীগোপীনাথের মন্দিরেতে॥
শ্রীমধুপণ্ডিত গোস্বামীরে জানাইলা।
গৌড় হৈতে নরোত্তম অদ্য এথা আইলা॥
নরোত্তম পড়িলা গোস্বামি পদতলে।
তেঁহ মহাহৃষ্ট হৈয়া করিলেন কোলে॥
নেত্রের ধারায় নরোত্তমে সিক্ত করি।
কহিলা যতেক স্নেহে কহিতে না পারি॥
রাধাগোপীনাথের দর্শন করাইলা।
শ্রীমালা প্রসাদ আনি নরোত্তমে দিলা॥
নরোত্তম করি গোপীনাথের দর্শন।
যে রূপ হইলা তা বর্ণিবে কোনজন॥

শ্রীজীব গোস্বামী দোঁহা লৈয়া তথা হৈতে
ভূগর্ভ গোস্বামী বাসা গেলেন ত্বরিতে ॥
তেঁহ প্রেমময় মহাপণ্ডিত গভীর ।
লোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন শরীর ॥
চিন্তয়ে প্রভুর লীলা নির্জ্জনে বসিয়া ।
শ্রীজীব গোস্বামী তথা মিলিলেন গিয়া ॥
প্রিয় নরোত্তমের দিলেন পরিচয় ।
গোস্বামীর হইল পরম হর্ষোদয় ॥
নরোত্তম পড়িলা শ্রীভূগর্ভ চরণে ।
তেঁহ মহা স্নেহ প্রকাশিলা আলিঙ্গনে ॥
নরোত্তমে কোলে করি না পারে ছাড়িতে
কহিলা যে সব তাহা নারি বিস্তারিতে ॥
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভূগর্ভে প্রণমিয়া ।
বাসা গেলা শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া ॥
রাধাদামোদরের দর্শন করাইলা ।
নরোত্তমে প্রেমা বেশে অধৈর্য্য হইলা ॥
তথা রূপগোস্বামীর সমাধি দর্শনে ।
যে দশা হইল তা বর্ণিবে কোন জনে ॥
ভূমে পড়ি গাড়াগড়ি যায় নরোত্তম ।
নেত্রে ধারা বহে নদী প্রবাহের সম ॥

হইল নিশ্চল দেহ না চলে নিশ্বাস।
আস্তে ব্যস্তে কোলে তুলি লৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীজীব গোস্বামী স্থির করি কত ক্ষণে।
আপন কুটীরে লই গেলা নরোত্তমে॥
হেন কালে তেঁহ জানাইলা গোস্বামীরে।
শীঘ্র আগমন কর গোবিন্দ মন্দিরে॥
শ্রবণ মাত্রেতে দোঁহে লৈয়া শীঘ্র গেলা।
গোবিন্দের রাজভোগ আরতি দেখিলা॥
তথায় হইল মহাপ্রসাদ সেবন।
পুন নিজ বাসা আইলা সঙ্গে দুইজন॥
কতক্ষণ রহি কৃষ্ণ কথা আলাপনে।
চলিলেন শ্রীমদনমোহন দর্শনে॥
তথা গিয়া উত্থাপন আরতি দেখিলা।
নরোত্তম বৃত্তান্ত সকলে জানাইলা॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী গোস্বামী স্নেহেতে।
যে কৃপা করিলা তাহা নারি বিস্তারিতে॥
নরোত্তম দেখিয়া শ্রীমদনমোহনে।
ধরিতে না পারে অশ্রু ধারা দু নয়নে॥
শ্রীমালা প্রসাদ দিলা পূজারী গোসাঞী।
যে সুখ হইল তা কহিতে সাধ্য নাই॥

সনাতন গোস্বামীর সমাধি যেখানে।
নরোত্তমে দেখাইলা শ্রীজীব আপনে ॥
নরোত্তম হৈলা যৈছে সমাধি দর্শনে।
তাহা এক মুখে বা বর্ণিবে কোনজনে ॥
শ্রীজীব গোস্বামি স্নেহ কে বর্ণিতে পারে।
নরোত্তমে স্থির কৈলা অনেক প্রকারে ॥
সবা লৈয়া শ্রীজীব গোস্বামী বাসা গেলা।
প্রিয় শ্রীনিবাসে নরোত্তমে সমর্পিলা ॥
মহা সুখে শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া।
চলিলেন বাসা গোস্বামীরে প্রণমিয়া ॥
রাত্রি পোহাইলা দোঁহে কৃষ্ণ কথা রসে।
প্রভাতে যমুনা স্নান কৈলা প্রেমাবেশে ॥
দোঁহে নিজ নিজাভীষ্ট চরণ বন্দিয়া।
শ্রীজীব গোস্বামি-পাশে গেলা হৃষ্ট হৈয়া।
তেঁহ রাধা কুণ্ডে পাঠাইলা শীঘ্র করি।
দেখিলেন গিয়া দুই কুণ্ডের মাধুরী ॥
শ্রীনিবাস গিয়া দাসগোস্বামীর স্থানে ॥
নরোত্তম প্রসঙ্গ কহিলা সাবধানে ॥
যদ্যপি গোস্বামী মহা ব্যাকুল হৃদয়।
তথাপিহ শুনি চিত্তে হৈল হর্ষোদয় ॥

কোথা নরোত্তম বলি নেত্রে প্রকাশিলা।
নরোত্তম গিয়া পাদপদ্মে প্রণমিলা॥
বাৎসল্যে বিহ্বল হৈয়া শ্রীদাসগোসাঞী।
যে কৃপা করিলা তা বর্ণিতে সাধ্য নাই॥
তথাতে যে ছিলেন পরম বিজ্ঞ গণ।
সবা সহ হৈল নরোত্তমের মিলন॥
শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোসাঞী গোবর্দ্ধনে।
পাইলা পরমানন্দ দেখি নরোত্তমে॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম সর্ব্বত্রে ভ্রমিয়া।
শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে নিবেদিলা গিয়া॥
শ্রীজীব গোস্বামী সব শুনি হৃষ্ট হৈলা।
নরোত্তমে শীঘ্র পাঠারাম্ভ করাইলা॥
নরোত্তম করে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন।
অর্থের কৌশলে হরে সবাকার মন॥
কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের অন্তর।
লোকনাথ গোস্বামীর সেবায় তৎপর॥
যৈছে সেবা করে তাহা কহনে না যায়।
গোসাঞী প্রসন্ন নরোত্তমের সেবায়॥
এক দিন নরোত্তমে ব্যাকুল দেখিয়া।
মনোরথ পূর্ণ কৈলা দীক্ষা মন্ত্র দিয়া॥

কিবা সে অপূর্ব্ব মন্ত্র দীক্ষার বিধান।
বিস্তারিতে নারি ভক্তিশাস্ত্র সে প্রমাণ ॥
বৃন্দাবনে আনন্দ হইল সবাকার।
দেখি নরোত্তমের অদ্ভুত অধিকার ॥
শ্রীজীবগোস্বামী বুঝি সবার আশয়।
দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় খ্যাতি মনোহর।
শুনি সর্ব্ব মহান্তের উল্লাস অন্তর ॥
যৈছে নরোত্তম তৈছে পদবী ইঁহার।
এই কথা সর্ব্বত্রেই হইল প্রচার।
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণে কেনা ঝুরে।
সবার পরম স্নেহপাত্র ব্রজ পুরে ॥
বৃন্দাবনে মানসি সেবায় যৈছে রীত।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে সে সব বিদিত ॥
বাহুল্যের ভয়ে এথা নারি বর্ণিবারে।
এবে কহি গৌড়ে পুন আইলা যে প্রকারে
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে দ্বিতীয়ো বিলাসঃ ॥ *

অথ তৃতীয় বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণ সহ।
এ দীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্ব মহান্ত সহিতে।
শুভদিন কৈলা গৌড়ে গ্রন্থ পাঠাইতে ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যে সমর্পিলা গ্রন্থ গণ।
যাঁর দ্বারে প্রভু করাবেন বিতরণ ॥
শ্রী ঠাকুর মহাশয় নিজ কৃত শ্লোকে।
বর্ণিলেন এ কথা বিদিত সর্ব্বলোকে ॥

তথাহিত শ্রীরূপ প্রমুখৈক শক্তিকতয়েনাবিষ্করোতি প্রভুঃ,
গ্রন্থোহয়ং বিতনোতি শক্তি পরয়া শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া।
দ্বে শক্তী প্রকটী কৃতে করুণয়া ক্ষৌণিতলে যেন সঃ
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধি র্মম কদা দৃগ্গোচরং যাস্যতি ॥

শ্রীজীব গোস্বামী কোটি সমুদ্র গম্ভীর।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল চিত্ত বাহ্যে মহাধীর ॥
সর্ব্বত্র বিদায় করাইয়া শ্রীনিবাসে।
শুভক্ষণে যাত্রা করাইলা গৌড় দেশে ॥
লোকনাথ গোস্বামী সে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া।

নরোত্তমে দিলা শ্রীনিবাসে সমর্পিয়া ॥
নরোত্তমে করিতে কহিলা বার বাব।
শ্রীবিগ্রহ সেবা সংকীর্ত্তন সদাচার ॥
ঐছে বহু শুনি নরোত্তমের উল্লাস।
কে বর্ণিবে যে সুখ পাইলা শ্রীনিবাস ॥
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস নরোত্তমে।
শ্যামানন্দে সমর্পি বিহ্বল মহা প্রেমে ॥
শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ দুই তোমার ॥
সর্ব্বমতে তোমারে সে এ দোঁহার ভার ॥
শ্যামানন্দে আজ্ঞা দিলা গৌড়দেশে গিয়া।
যাইবে উৎকলে শ্রীঅম্বিকাপুরী হৈয়া ॥
এ সব প্রসঙ্গ এথা নারি বর্ণিবার।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে জানিবে বিস্তার ॥
সর্ব্ব মহান্তের করি চরণ বন্দন।
ভক্তিগ্রন্থ লৈয়া তিনে করয়ে গমন ॥
শ্রীজীবগোস্বামী আদি ব্যাকুল অন্তর।
মথুরা পর্য্যন্ত সবে চলিলা সত্বর ॥
আগে চালাইলা গ্রন্থরত্ন গাড়ি ভরি।
সঙ্গে একাদশ ব্রজবাসী অস্ত্রধারী ॥
মথুরায় গিয়া সবে কৈলা রাত্রি বাস।

মথুরা বাসীর হৈল পরম উল্লাস ॥
প্রাতঃকালে বিদায় সময়ে হৈল যাত্রা ।
কোটি কোটি মুখেও বর্ণিতে নারি তাহা ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল প্রাপ্ত হৈলা কত দিনে ॥
বন পথে বনবিষ্ণু পুর সন্নিধানে ।
বন মধ্যে এক গ্রাম আইলা সেইখানে ॥
তথা সাবধানে বহু রাত্রি গোঙাইলা ।
প্রভু ইচ্ছামতে সবে নিদ্রাগত হইলা ॥
রাজ বীরহাম্বিরে কহিল কোনজন ।
গাড়ি পূরি রত্ন লৈয়া আইলা মহাজন ॥
শুনি রাজা দস্যু শীঘ্র প্রেরিয়া উল্লাসে ।
গ্রন্থ রত্নগণ আনাইলা অনায়াসে ॥
সম্পুটের মধ্যে গ্রন্থ না করি বাহির ।
সম্পুট দর্শনে রাজা হইলা অস্থির ॥
বার বার প্রণময়ে ভূমেতে পড়িয়া ।
রাজা এ বুঝিতে নারে যে করয়ে হিয়া ॥
রাজা কহে একি হৈল আমার অন্তরে ।
না জানি কি রত্ন আছে সম্পুট ভিতরে ॥
ঐছে কত কহে রাজা নেত্রে বহে জল ।

ভক্তিদেবী দেখাইলা নানা সুমঙ্গল ॥
রাজা বহু বিচার করিয়া মনে মনে ।
গ্রন্থের সম্পুট শীঘ্র খুলিলা নির্জ্জনে ॥
সম্পুটের মধ্যে দেখে গ্রন্থ রত্ন গণ ।
রাজা মহা খেদে কহে করিয়া ক্রন্দন ॥
হায় হায় কি হইল দুর্দ্দৈব আমার ।
কোন মহাশয়ে দুঃখ দিলুঁ মুঞি ছার ॥
যদি মোর ভাগ্যে হয় তাঁর দরশন ।
তবে গ্রন্থ রত্ন দিয়া লইমু শরণ ॥
ঐছে কত কহে রাজা বসিয়া বিরলে ।
এথা গ্রন্থ চুরি হৈলে জাগিলা সকলে ॥
গ্রন্থ অদর্শনে হৈল যে দশা সবার ।
তাহা এক মুখে কি বর্ণিব মুঞি ছার ॥
ভূমে আছাড়িয়া অঙ্গ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
কেহ কোন রূপে স্থির হইতে না পারে ॥
আচার্য্য ঠাকুর কিছু ধৈর্য্যাবলম্বিয়া ।
কহয়ে মধুর বাক্য সবা সম্বোধিয়া ॥
সতর্কে দুর্গম পথ নির্ব্বিঘ্নে আইলুঁ ।
এথা অকস্মাৎ সবে নিদ্রাগত হৈলুঁ ॥
না জানিলুঁ গ্রন্থ কেবা হরিল কখন ।

ইথে বুঝি আছে কিছু গূঢ় প্রয়োজন ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহয়ে নিভৃতে।
বুঝি এই ছলে কৃপা হৈবে এ দেশেতে ॥
হেন কালে দৈববাণী হইল আকাশে।
চিন্তানাহি গ্রন্থ প্রাপ্তি হৈবে অনায়াসে।
এথা কেহ আচার্য্যে কহয়ে ধিরে ধিরে।
রাজার এ কার্য্য যাহ বনবিষ্ণু পুরে ॥
শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য সবা প্রবোধিয়া।
বৃন্দাবনে লোক পাঠাইলা পত্রী দিয়া ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে মহা যত্ন করি।
পুনঃ পুনঃ কহে শীঘ্র যাইতে খেতরি ॥
শ্যামানন্দ প্রতি কহে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
যাইবে উৎকলে শীঘ্র খেতরি যাইয়া ॥
বনবিষ্ণু পুরে আমি গ্রন্থ অন্বেষিব।
গ্রন্থ প্রাপ্তি সমাচার শীঘ্র পাঠাইব ॥
এবে আর চিন্তা কিছু না করিহ মনে।
এত কহি বিদায় করিলা দুইজনে ॥
আচার্য্যের বাক্য দোঁহে না করে লঙ্ঘন।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল হৈয়া করিলা গমন ॥
শ্রীখেতরি গিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।

শ্যামানন্দে তিলার্দ্ধেক ছাড়িতে নারয ॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য বনবিষ্ণু পুরে।
করিলেন অনুগ্রহ শ্রীবীরহাম্বিরে ॥
গ্রন্থ রত্ন দিয়া রাজা লইলা শরণ।
গোষ্ঠী সহ হৈলা মহা ভক্তি পরায়ণ ॥
এ সব প্রসঙ্গ এথা সংক্ষেপে কহিল।
ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে বিস্তারি বর্ণিল ॥
বনবিষ্ণু পুরের এ সব সমাচার।
সর্ব্বত্র বিদিত সবে শুনি চমৎকার ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর পরমানন্দ মনে।
গ্রন্থ প্রাপ্তি পত্রী পাঠাইলা বৃন্দাবনে ॥
শ্রী ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ যথা।
শীঘ্র এ সম্বাদ পত্রী পাঠাইলা তথা ॥
পত্রী পাঠ মাত্রে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
যে আনন্দে মগ্ন তাহা কহি সাধ্য নয ॥
শ্যামানন্দ আনন্দ আবেশে কতক্ষণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি কৈলা কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥
মহাভক্ত পুরুষোত্তম দত্তের তনয।
শ্রীসন্তোষদত্ত নাম গুণের আলয় ॥
শ্রীনরোত্তমের তেঁহ পিতৃব্য কুমার।

কৃষ্ণানন্দদত্ত যাঁরে দিলা রাজ্য ভাব ॥
ঐছে শ্রীসন্তোষ রাজা মঙ্গল বিধানে।
করেন অনেক দান ব্রাহ্মণ সজ্জনে ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
বনবিষ্ণু পুরে শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা ॥
শ্যামানন্দ বিদায় হইলা তার পরে।
বিচ্ছেদে যে দুঃখ তাহা কে বর্ণিতে পারে ॥
বিদাযের কালে যৈছে কথোপকথন।
তাহা শুনি পশু পক্ষী করয়ে ক্রন্দন ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মহা ব্যগ্রচিত্তে।
দিলেন মনুষ্য সঙ্গে উৎকল যাইতে ॥
চলিলেন শ্যামানন্দ কাতর অন্তরে।
নবদ্বীপ হৈয়া গেলা অম্বিকা নগরে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মন্দির দর্শনে।
হৈলা প্রেমাবিষ্ট ধারা বহে দু নয়নে ॥
শ্যামানন্দ চেষ্টা দেখি কোন মহাশয়।
শ্রীহৃদয় চৈতন্যের আগে নিবেদয় ॥
আইলেন তোমার দুখিনী কৃষ্ণদাস।
দেখিলুঁ অদ্ভুত প্রেম ভক্তির প্রকাশ ॥
শ্রীমন্দির দূরে দেখি ভূমেতে পড়িয়া।

করেন্ প্রণতি কত অতি দীন হৈয়া ॥
কিবা দুই নয়নের জলে ভাসি যায় ।
তেঁহ দূরে আইসে মুঞি আইলুঁ ত্বরায় ॥
শুনিয়া ঠাকুর অতি আনন্দ অন্তরে ।
কহে বার বার শীঘ্র আনহ তাহারে ॥
তার লাগি সদা মোর উদ্বিগ্ন হৃদয় ।
যৈছে ভক্তি চেষ্টা তাহা কহিলে না হয় ॥
দীক্ষা মন্ত্র লৈয়া এথা রহি কত দিন ।
নিতাই চৈতন্য চান্দে কৈল প্রেমাধীন ॥
কত যত্ন করি পঠাইলুঁ বৃন্দাবন ।
তথা গিয়া ভক্তি শাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন ॥
নিজ মনোবৃত্তি মোরে লিখি পাঠাইল ।
তার আর্ত্তি দেখি তারে তৈছে আজ্ঞাদিল ॥
নিকুঞ্জ সেবায় রত হৈল অনিবার ।
পাইল সুখ শ্যামানন্দ নাম হৈল তার ॥
বৃন্দাবনে সকলেই অতি কৃপা কৈলা ।
এথাতে আসিব পূর্ব্বে পত্রী পাঠাইলা ॥
নিতাই চৈতন্য কৃপা করি তার দ্বারে ।
যে কার্য্য সাধিবে তাহা ব্যাপিবে সংসারে ॥
মোর প্রিয় শিষ্য সেই কহিলুঁ তোমায় ।

অনেক দিনের পরে দেখিব তাহায় ॥
এত কহিতেই শ্যামানন্দ উপনীত ।
পড়িলা চরণ তলে হৈয়া সাবহিত ॥
শ্রীহৃদয় চৈতন্য ঠাকুর বাৎসল্যেতে ।
ধরিলেন শ্রীচরণ শ্যামানন্দ মাথে ॥
আলিঙ্গন করিতেই দূরে গিয়া রয় ।
ভাসে নেত্রজলে মহা উল্লাস হৃদয় ॥
থাপি ঠাকুর আলিঙ্গিয়া সেইক্ষণে ।
প্রেমাবেশে লৈলা প্রভু মন্দির প্রাঙ্গণে ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য চরণে সমর্পিলা ।
প্রভু দেখি শ্যামানন্দ অধৈর্য্য হইলা ॥
যে ভাব বিকার তাহা কহিতে না পারি ।
নিজস্থানে ঠাকুর আনিলা সঙ্গে করি ॥
নিজভুক্ত শেষ সুখে দিলা শ্যামানন্দ ।
ভুঞ্জিলেন শ্যামানন্দ পরম আনন্দে ॥
তবে শ্রীঠাকুর সমাচার জিজ্ঞাসিলা ।
আদ্যোপান্ত শ্যামানন্দ সকলি কহিলা ॥
অতি প্রিয় শিষ্য শ্যামানন্দের কথায় ।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহা নাহি যায় ॥
কতদিন শ্যামানন্দ রহি গুরু পাশে ।

গুরু সেবা করি মহা মনের উল্লাসে ॥
একদিন শ্রীচৈতন্য দয়াময় ।
শ্যামানন্দে অতি স্নেহে বলয়ে বচনে ॥
না কর বিলম্ব এবে উৎকল যাইতে ।
বহু কার্য্য সিদ্ধ হৈবে তোমার দ্বারাতে ॥
এত কহি নিতাই চৈতন্য আগে গেলা ।
মালা প্রসাদ শ্যামানন্দে আনি দিলা ॥
মহাশক্তি সঞ্চারিয়া করিলা বিদায় ।
শ্যামানন্দ ব্যাকুল কান্দয়ে উভরায় ॥
যৈছে শ্যামানন্দ কৈলা উৎকল গমন ।
এথা বিস্তারিয়া তাহা না হয় বর্ণন ॥
উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার ।
শ্যামানন্দ তা সবার করিলা নিস্তার ॥
শ্রীরসিকানন্দ আদি বহু শিষ্য কৈলা ।
তাঁ সবার কৃপা লেশে দেশ ধন্য হৈলা ॥
এথা এ সকল কথা সংক্ষেপে কহিলুঁ ।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ইহা বিস্তারিলুঁ ॥
এবে কহি শ্যামানন্দ মনের উল্লাসে ।
শ্রীখেতরি হৈতে আইলা শ্রীউৎকল দেশে ॥
শ্রীখেতরি হৈতে যে মনুষ্য সঙ্গে আইলা ।

সমাচার পত্রী দিয়া তারে পাঠাইলা ॥
এথা খেতরিতে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ বিনা অতি উদ্বিগ্ন হৃদয় ॥
তার মহামঙ্গল সংবাদ পত্রী পাঞা।
বনবিষ্ণুপুরে শীঘ্র দিলা পাঠাইয়া ॥
পত্রী পাঠে ঠাকুর পরমানন্দ মনে।
নিজ পত্রী পাঠাইলা শ্যামানন্দ স্থানে ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে পত্রী পাঠাইলা।
পত্রী পাঠে মহাশয় মহাহর্ষ হৈলা ॥
পুনঃ মহাশয় পত্রী পাঠাই ত্বরিতে।
নবদ্বীপ যাত্রা কৈলা খেতরি হইতে ॥
কোন বেশে পথে চলে মত্তহস্তী প্রায়।
মুখ বক্ষ ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥
যে দেখে দাবেক শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
সে নিমগ্ন প্রেমভক্তি-সমুদ্রে ভাসয়ে ॥
ছাড়িতে নারয়ে সঙ্গ শোভা নিরখিয়া।
গ্রামে গেলে লোক সব আইসে ধাইয়া ॥
নানা কথা কহি সবে করে নিরীক্ষণ।
গ্রাম হৈতে গেলে মহা দুঃখী সর্ব্বজন ॥
ঐছে কিছুদিনে নবদ্বীপ পাশে গিয়া।

করে মহা খেদ অতি ব্যগ্র হইয়া ॥
ওহে দয়াময় প্রভু দুঃখ রহিল চিতে ।
এ হেন সময়ে জন্মাইলে পৃথিবীতে ॥
দেখিতে না পাইনু এই নদীয়া বিহার ।
এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
ধীরে ধীরে চলে দুঃখে ক্রন্দন করিয়া ।
দেখয়ে আশ্চর্য্য নবদ্বীপে প্রবেশিয়া ।
প্রতি ঘরে ঘরে কিবা আনন্দ মঙ্গল ।
নিরন্তর হরি হরি ধ্বনি কোলাহল ॥
কি নারী পুরুষ মহা মনের উল্লাসে ।
চতুর্দ্দিগ হৈতে চলে প্রভুর আবাসে ॥
পরিকর সহ বিহরয়ে গৌররায় ।
সংকীর্ত্তন সুখের পাথার নদীয়ায় ॥
ঐছে কতক্ষণ দেখি দেখে তারপর ।
দুঃখের সমুদ্রে ভাসে নদীয়া নগর ॥
কি দেখিলুঁ কি দেখিলুঁ বলে বার বার ।
চলিতে না পারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
কতক্ষণে মনে বিচারিয়া মহাশয় ।
কত দূরে গিয়া পুছে প্রভুর আলয় ॥
কেহ কেহ কান্দিয়া কহয়ে হেটমাথে ।

ঐই দেখ প্রভু যাঁটা যাহ এই পথে ॥
প্রভুর ভবন দেখি কান্দে নরোত্তম।
দুই নেত্রে ধারাবহে নদী ধারা সম ॥
ঐ ই পথে আইসে ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
নরোত্তমে দেখি হৈলা ব্যাকুল অন্তর ॥
নরোত্তম প্রণমিলা পড়ি ভূমিতলে।
দেহ পরিচয় বলি তেহ কৈলা কোলে ॥
নরোত্তম নিজ পরিচয় নিবেদিতে।
পরম বাৎসল্যে কহে কান্দিতে কান্দিতে।
যবে গৌরচন্দ্র রামকেলি গ্রামে গেলা।
প্রেমে মহামত্ত হৈয়া তোমা আকর্ষিলা ॥
কে বুঝিতে পারে সেই প্রভুর চরিত।
পূর্ব্বেই তোমার নাম করিলা বিদিত ॥
ওহে বাপু নরোত্তম তোমারে দেখিতে।
বড় সাধ ছিল সর্ব্ব মহান্তের চিতে ॥
প্রভুর বিরহে স্থির নহে কার মন।
কেহ কেহ অল্পদিনে হৈলা অদর্শন ॥
এত কহি নিজ পরিচয় জানাইলা।
প্রভু ভক্তগণে নরোত্তমে মিলাইলা ॥
নরোত্তম বন্দিলেন সবার চরণ।

নরোত্তমে কৈলা সবে প্রেম আলিঙ্গন ॥
যদ্যপি ব্যাকুল মহা বিরহ ব্যথায় ।
তথাপিহ নরোত্তমে দেখি সুখ পায় ॥
শচী কত স্নেহ সমাচার জিজ্ঞাসিলা ।
নরোত্তম আদ্যোপান্ত সব নিবেদিলা ॥
দামোদর পণ্ডিতাদ প্রভু প্রিয়গণ ।
নরোত্তমে ছাড়িতে নারয়ে একক্ষণ ॥
কতদিন নরোত্তম নদীয়া নগরে ।
রহিলেন প্রভু প্রিয় পার্ষদের ঘরে ॥
নিরন্তর যত খেদ করে মহাশয় ।
তাহা এক মুখে বর্ণিবার সাধ্য নয় ॥
যে যে ভক্তে না দেখিয়া করয়ে ক্রন্দন ।
স্বপ্ন চ্ছলে সে সকলে দিলা দরশন ॥
যত অনুগ্রহ কৈলা নরোত্তম প্রতি ।
তাহা বিস্তারিতে মোর নাহিক শকতি ॥
যে সকল মহান্ত প্রকট নবদ্বীপে ।
মহা অনুগ্রহ কৈলা রাখিয়া সমীপে ॥
কিছুদিন পরে অতি ব্যাকুল হইয়া ।
করয়ে বিদায় সুমধুর বাক্য কৈয়া ॥
তোমাসহ সাক্ষাৎ হইব একারণ ।

শ্রীচৈতন্য বিশে প্রভু দেহে রাখিলা জীবন ॥
শ্রীনিবাস সহ দেখা না হইল আর।
এছে কহি কণ্ঠরুদ্ধ নেত্রে অশ্রুধার ॥
অতি স্নেহাবেশে নরোত্তম মুখ চাঞা।
কৈলা সবে বিদায় বিদীর্ণ হৈল হিয়া ॥
নরোত্তম শিরে লৈলা সবার চরণ।
চলিতে যে দশা তাহা না হয় বর্ণন ॥
প্রভুর ভবনে গিয়া ব্যাকুল হিয়ায়।
দেখয়ে যে দাস দাসী সেহ মৃত্যুপ্রায় ॥
নরোত্তমে দেখি সবে ব্যাকুল অন্তরে।
কহিলেন বহুকার্য্য হৈবে তোমা দ্বারে ॥
এত কহি কণ্ঠরুদ্ধ ধারা সে নয়নে।
নরোত্তমে বিদায় করিলা হাস্যমুখে ॥
নরোত্তম ব্যগ্র হৈয়া কান্দে উচ্চরায়।
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি ধূলায় লোটায় ॥
কতক্ষণে ক্রন্দন করিয়া সম্বরণ।
শান্তিপুর পথ পানে করিলা গমন ॥
গ্রামে প্রবেশিতে যে দেখিলা চমৎকার।
তাহা বর্ণিবারে শক্তি নাহিক আমার ॥
প্রভু অদ্বৈতের গৃহে করিয়া গমন।

বন্দিলেন শ্রীঅচ্যুতানন্দের চরণ ॥
নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া বহু কৃপা কৈলা।
জিজ্ঞাসি সংবাদ প্রিয়গণে মিলাইলা ॥
আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইয়া শীঘ্র আসি।
প্রচারিবে সুচারু কীর্ত্তন রস রাশি ॥
এত কহি নেত্রে ধারা বহে নিরন্তর।
বাতাসে হেলয়ে অতি শুষ্ক কলেবর ॥
নরোত্তম সবার চরণ বন্দি শিরে।
বিদায় হইয়া চলিলেন ধিরে ধিরে ॥
হরিনদী গ্রামে আসি গঙ্গা পার হৈলা।
জিজ্ঞাসে পণ্ডিত গৃহ অম্বিকায় গিয়া ॥
কেহ কহে আইলে এই অতি অল্প দূর।
নরোত্তমে দেখি সুখ বাড়য় প্রচুর ॥
কোন মহাশয় অগ্রে অতি শীঘ্র গিয়া।
শ্রীহৃদয়চৈতন্যে কহয়ে প্রণমিয়া ॥
দেখিলুঁ আশ্চর্য্য এক পুরুষ সুন্দর।
গৌর নিত্যানন্দ প্রেমে পূর্ণ কলেবর ॥
আসিবেন এথা পথ জিজ্ঞাসা করিতে।
কত ধারা বহে নেত্রে না পারে চলিতে ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্য শুনিয়া এই কথা।

জানিলেন নরোত্তম আইসেন এথা ॥
প্রেমের আবেশে শীঘ্র বহির্দ্বারে গিয়া।
আইসে নরোত্তম দেখি জুড়াইল হিয়া।
নরোত্তম শ্রীহৃদয়চৈতন্য দর্শনে।
ধরিতে না পারে অঙ্গ পড়িলা চরণে ॥
শ্রীহৃদয় চৈতন্য ধরিয়া বাহু মূলে।
নরোত্তমে কোলে করি সিঞ্চে নেত্র জলে ॥
প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র লইয়া চলিলা।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দর্শন করাইলা ॥
নরোত্তম দুই প্রভু দর্শন করিয়া।
করয়ে ক্রন্দন ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ॥
হৃদয়চৈতন্য স্তব করিয়া যতনে।
নানা প্রসাদ আনি দিলেন নরোত্তমে ॥
পরস্পর যে প্রসঙ্গ হইল দোঁহার।
তাহা বিস্তারিতে শক্তি নাহিক আমার ॥
হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর কৃপাকরি।
নরোত্তমে রাখিলেন দিন দুই চারি ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য চরণে সমর্পিয়া।
নীলাচল যাইতে আজ্ঞা দিলা ব্যগ্র হৈয়া ॥
বিদায়ের কালে শ্রীঠাকুর মহাশয়।

হইলেন সে রূপ ক'হতে সাধ্য নয় ॥
যে .ে মহাভাগবত ছিলেন সেখানে।
নরোত্তম দশা দেখি ব্যাকুল পরাণে ॥
প্রভু ভক্তগণ গুণে উথলয়ে হিয়া।
চলিতে অবশ অঙ্গ পড়ে আলাইয়া ॥
প্রেমের আবেশে কিবা অপূর্ব্ব গমন।
যে দেখে ব্যাবেক তার স্থির নহে মন ॥
নরোত্তম চেষ্টা অন্যে বুঝিতে না পাবে।
অতি উৎকণ্ঠিত খড়দহ যাইবারে।
খড়দহ যাইতে যে পথে ভক্তালয়।
তথা বহি তাঁরে মিলি চলে মহাশয় ॥
খড়দহে প্রবেশিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য।
মহাধীর নরোত্তম হইলা অধৈর্য্য ॥
হেন কালে মহেশপণ্ডিত আদি দূরে।
নরোত্তম দেখিয়া কহয়ে ধিরে ধিরে ॥
প্রভুর বিয়োগে হইয়াছি মৃত্যু প্রায়।
ইহারে দেখিতে সুখ উপজে হিয়ায় ॥
প্রভু শক্তি বিনা ইহা সম্ভব না হয়।
ঐছে কহি জিজ্ঞাসিতে পাইলা পরিচয় ॥
নরোত্তম প্রতি সবে কহে বারে বারে।

পূর্ব্বেই তোমার নাম বিদিত সংসারে ॥
গৃহে হৈতে যৈছে তুমি গেলা বৃন্দাবন।
লোক মুখে তাহা সব করিলুঁ শ্রবণ।
বন পথে আইলা সবে বৃন্দাবন হৈতে।
গ্রন্থ চুরি প্রাপ্ত মাত্র পাইলুঁ শুনিতে ॥
নবদ্বীপে আইলে তুমি তাহাও শুনিলুঁ।
আছয়ে জীবন তেঞি নয়নে দেখিলুঁ ॥
ঐছে কহি সবে নিজ পরিচয় দিয়া।
প্রকাশে বাৎসল্য মহা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
লোটাইয়া পড়ে ভক্ত বর্গ পদতলে ॥
প্রভু প্রিয়গণ নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া।
সিঞ্চে নেত্রজলে অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥
নরোত্তমে লৈয়া স্থির হৈয়া কতক্ষণে।
সবে প্রবেশিলা শীঘ্র প্রভুর ভবনে ॥
শ্রীবসু জাহ্নবা নরোত্তম বিবরণ।
শুনি অন্তঃপুরে বোলাইলা সেই ক্ষণ ॥
নরোত্তম আপনাকে ধন্য করি মানে।
প্রণমিলা গিয়া দুই ঈশ্বরী চরণে ॥
শ্রীবীর ভদ্রের পাদ পদ্মে প্রণমিলা।

দর্শন করিতে প্রেমে বিহ্বল হইলা ॥
শ্রীবসু জাহ্নবা দেবী দেখি নরোত্তমে।
হইলা অধৈর্য্য হিয়া উথলয়ে প্রেমে ॥
মহাশয় নাম যে ইঁহার যোগ্য হয়।
ঐছে পরস্পর কত স্নেহে প্রশংসয় ॥
নরোত্তম প্রতি অনুগ্রহ অতিশয়।
রাখিলেন দিন চারি ছাড়িতে নারয় ॥
জিজ্ঞাসিলা ক্রমে ক্রমে সব সমাচার।
নরোত্তম নিবেদিলা করিয়া বিস্তার ॥
শুনিতে সে সব যৈছে হইল অন্তরে।
তাহা এক মুখে কে কহিতে শক্তি ধরে ॥
শ্রীবসু জাহ্নবা বীরচন্দ্রের সহিতে।
নরোত্তমে তিলার্দ্ধেক না পারে ছাড়িতে ॥
খড়দহ প্রদেশেতে যে যে ভক্ত ছিলা।
খড়দহ আসি নরোত্তমে দেখা দিলা ॥
যদ্যপি দুঃখিত তবু হৈল হর্ষোদয়।
যে স্নেহ করিলা তা কহিতে সাধ্য নয় ॥
সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাতা শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনী।
নরোত্তমে নিভৃতে কহিলা কি না জানি ॥
নীলাচল যাইতে শীঘ্র অনুমতি দিলা।

সাক্ষাতে সকল ভক্তে পুন মিলাইলা ॥
মহেশপণ্ডিত আদি প্রভু প্রিয় গণ।
নরোত্তমে পুনঃ পুনঃ কৈলা আলিঙ্গন ॥
নীলাচল যাইতে কহিলা সর্ব্ব জনে।
নরোত্তম প্রণমিলা সবার চরণে ॥
বিদায় হইয়া চলে কান্দিতে কান্দিতে।
কান্দে সর্ব্ব ভক্ত অতি ব্যাকুল স্নেহেতে ॥
কথো দূর গিয়া স্থির হৈলা সর্ব্ব জনে।
নরোত্তমে স্থির করি আইলা নিজ স্থানে ॥
শ্রীনরোত্তমের এই শ্রীগৌড় ভ্রমণ।
যে শুনে তাহার হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের গৌড়মণ্ডল ভ্রমণ নামক তৃতীয় বিলাস ॥ * ॥ ৩ ॥

চতুর্থ বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণ সহ।
এ দীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥

নীলাচলে চলে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
চিন্তিতে চৈতন্য লীলা ব্যাকুল হৃদয় ॥
যে পথে চৈতন্যচন্দ্র গেলা নীলাচলে।
প্রশংসি পথের ভাগ্য সেই পথে চলে ॥
যথা প্রভু বিশ্রাম করিলা ভক্ত সনে।
তথা রাত্রি রহে সেই কথা আলাপনে ॥
পথস্থিত যে দেখিলা শ্রীচৈতন্যচান্দে।
তাঁরে দেখিতেই চিত্তে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে
তা সভার ভাগ্য প্রশংসিয়া বারে বার।
চলয়ে সে সকলে করিয়া নমস্কার ॥
নরোত্তমে দেখি সবে হয় অনুরক্ত।
সবে কহে ইঁহো সেই চৈতন্যের ভক্ত।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবন পাবন।
তাঁর ভক্ত বিনা কেবা হইব এমন ॥
আহা মরি কি সৌন্দর্য্য কি মধুর গতি।
দেখিতে জুড়ায় নেত্র দিব্য প্রেম রীতি ॥
এত কহি লোক সব পাছে পাছে যায়।
নরোত্তম প্রিয় বাক্যে করেন বিদায় ॥
যে যে স্থানে কৈলা প্রভু যে রঙ্গ প্রকাশ।
তাহা লোকমুখে শুনি করি তথা বাস ॥

প্রাতঃকালে চলে ভৈছে লোক চলে সাথে।
নিবারিতে নারে অতি ভীড় হয় পথে॥
নিত্যানন্দ প্রভু যথা শ্রীদণ্ড ভাঙ্গিলা।
তথা গিয়া প্রেমে মহা বিহ্বল হইলা॥
যে প্রকারে হইল প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ।
লোক মুখে শুনিলেন সে সর্ব্ব প্রসঙ্গ॥
সে সকল লোকে করি অতি পুরস্কার।
চলয়ে অদ্ভুত গতি নেত্রে অশ্রুধার॥
সেই পথে আইসে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
পরম বৈষ্ণব সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
দেখি নরোত্তমের আশ্চর্য্য প্রেমরীত।
অকস্মাৎ মনে উপজিল মহা প্রীত॥
ধিরে ধিরে নরোত্তম নিকটে আসিয়া।
কহে মৃদুবাক্য নরোত্তম মুখ চাঞা॥
কি নাম তোমার বাপু আইলা কোথা হৈতে।
শুনি নিবেদিলা প্রণমিয়া সাবহিতে॥
নরোত্তম বাক্যে মহা বিহ্বল ব্রাহ্মণ।
নেত্র জলে সিক্ত করি কৈলা আলিঙ্গন॥
নরোত্তমে কোলে করি ছাড়িতে না পারে।
সুমধুর বাক্যে পুন কহে ধিরে ধিরে॥

তোমার প্রসঙ্গ শুনি বহু দিন হৈতে।
বড় সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে ॥
আজু সুপ্রসন্ন বিধি হইলা আমায়।
ক্ষেত্র হৈতে আইলুঁ পথে দেখিলুঁ তোমায়॥
প্রভু-ভক্ত গণ যে প্রকট নীলাচলে।
অতি অনুগ্রহ মোরে করেন সকলে ॥
অনুক্ষণ তোমা সবা প্রসঙ্গ তথায়।
শুনিয়া শ্রবণ ভরি পরাণ জুড়ায় ॥
বৃন্দাবন হৈতে তোমা সবা আগমন।
পথে গ্রন্থ চুরি প্রাপ্ত করিলুঁ শ্রবণ ॥
ক্ষেত্রেতে আসিবে তুমি তৎকাল শুনিলুঁ।
তোমা লাগি উৎকণ্ঠিত সকলে দেখিলুঁ ॥
গোপীনাথাচার্য্য আদি কাশিমিশ্র গৃহে।
কত দিন তোমার প্রসঙ্গ সবে কহে ॥
রামকেলি গ্রামে প্রভু তোমা আকর্ষিলা।
নিত্যানন্দ প্রভুচিত্তে আনন্দ বাড়িলা ॥
প্রভু ভক্ত গণের হইল চমৎকার।
সেই হৈতে তোমা দেখে এ সাধ সবার ॥
সে সবে তোমার পথ করে নিরীক্ষণ।
অদ্য মুঞি তথা হৈতে করিলুঁ গমন ॥

বিলম্বে নাহিক কাজ যাহ শীঘ্র তুমি।
বিলম্বেতে তথাই মিলিব গিয়া আমি ॥
এত কহিতেই তাঁর পুত্র তথা আইলা।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে তাঁরে মিলাইলা ॥
স্নেহাতুর বিপ্র পুত্রে সর্ব্ব কথা কৈয়া।
নরোত্তম সঙ্গে দিলা মহা হর্ষ হৈয়া ॥
বিদায় হইয়া বিপ্র চলে ধিরে ধিরে।
নরোত্তম বিপ্র পদ ধূলি লৈলা শিরে ॥
বিপ্র-পুত্র সঙ্গে নরোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া।
নরেন্দ্র শোচের শোভা দেখে দাণ্ডাইয়া ॥
প্রভু-জলকেলি রঙ্গ করিয়া স্মরণ।
হইলা অধৈর্য্য নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥
শ্রীশিখিমাহাতি মঙ্গরাজ প্রতি কয়।
অকস্মাৎ চিত্তে কেন হৈল হর্ষোদয় ॥
কানাঞিখুঁটিয়া কহে না বুঝি কারণ।
যে মঙ্গল দেখি তাহে মিলে মহা ধন ॥
বাণীনাথ প্রতি গোপীনাথাচার্য্য কয়।
নরোত্তম এথা আজি আসিব নিশ্চয় ॥
হেন কালে মহা যোগ্য সে বিপ্র কুমার।
আগে আসি দিলা নরোত্তম সমাচার ॥

নরোত্তম সংবাদ শুনিয়া সর্ব্বজন
যে রূপ হইলা তাহা না হয বর্ণন ॥
পুন বিপ্র-পুত্র নরোত্তম পাশে গেলা।
দূরে হৈতে এ সবার পরিচয় দিলা ॥
নরোত্তম তা সবারে করিয়া দর্শন।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ ঝরে দু নয়ন ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বার বার।
সে দশা দেখিয়া প্রাণ কান্দয়ে সবার ॥
গোপীনাথ আচার্য্যাদি অধৈর্য্য হইয়া।
ভাসে নেত্র জলে নরোত্তমে কোলে লৈয়া
নরোত্তম মিলনেতে হৈল যে প্রকার।
লক্ষ লক্ষ মুখে তাহা নারি বর্ণিবার ॥
নরোত্তমে স্থির করি অনেক প্রকারে।
লইয়া চলিলা জগন্নাথ দেখিবারে ॥
নরোত্তম সিংহদ্বারে প্রবেশ করিতে।
পতিত পাবনে দেখি প্রণমে ভূমেতে ॥
শ্রীনৃসিংহ দেবে দেখি নেত্রে ধারা বয়।
মনে যে উপজে সে কহিতে সাধ্য নয় ॥
জগন্নাথ দর্শনেতে হইলা অধৈর্য্য ॥
নেত্রে ধারা বহে ভাব উপজে আশ্চর্য্য ॥

সুভদ্রা সহিত জগন্নাথ বলরাম।
বিলসয়ে সিংহাসনে আনন্দের ধাম ॥
শ্রীপদ্মলোচন মহা করুণার নিধি।
নরোত্তম প্রতি কৈলা কৃপার অবধি ॥
জগন্নাথ সেবক প্রভুর ভঙ্গী জানি ॥
শ্রীমালা প্রসাদ দিলা নরোত্তমে আনি ॥
শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবক সকলে।
নরোত্তম চেষ্টা দেখি ভাসে নেত্র জলে ॥
তিলে তিলে অধৈর্য্য হইলা নরোত্তম।
নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা নদী সম ॥
শ্রীমন্দির হৈতে নরোত্তমে প্রবোধিযা।
গোপীনাথাচার্য্য গেলা নিজালয়ে লৈয়া ॥
প্রবীণ মনুষ সঙ্গে দিয়া সেই ক্ষণে।
পাঠাইলা গোপীনাথ সমাধি দর্শনে ॥
নরোত্তম গমন সর্ব্বত্র জানাইলা।
নানাবিধ শ্রীমহাপ্রসাদ আনাইলা ॥
এথা নরোত্তম কৈলা ত্বরিতে গমন।
পথে যাইতেই দেখে আইসে কতজন ॥
তারা পরস্পর অতি কাতর হিয়ায়।
কেহ কার প্রতি কহে কি হইল হায়।

দেখিলাম এথা কিবা সুখের অবধি।
এবে লীলা চলে বিপরীত কৈলা বিধি ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্ত ভুবন পাবন।
ক্রমে ক্রমে সবে হৈতেছেন অদর্শন ॥
গোপীনাথাচার্য্য আদি পরম বৈষ্ণব।
দেখিলাম অতি জীর্ণ হৈয়াছেন সব ॥
কেহ কহে আইলুঁ মুঞি গোপীনাথ হৈতে
তথা যে দেখিলুঁ তাহা না পারি কহিতে ॥
সহিতে নারয়ে দুঃখ শ্যামানন্দ গোসাঞী।
মৃতপ্রায় পড়িয়া আছেন এক ঠাঞি ॥
সুখাইল সে, হেন সুন্দর কলেবর।
বুঝি অল্পদিনে হৈব নেত্র অগোচর ॥
নরোত্তম শুনি এ প্রসঙ্গ ব্যগ্র চিতে।
করয়ে যতেক খেদ না পারি বর্ণিতে ॥
হইলা অধৈর্য্য অঙ্গ না যায় ধরণ।
টোটা গিয়া গোপীনাথে করিলা দর্শন ॥
বসিয়া আছেন কিবা মধুর ভঙ্গীতে।
কে ধরে ধৈরজ তাঁরে বারেক চাহিতে ॥
নবঘন জিনি শ্যাম অঙ্গ সুচিক্কণ।
বদন মাধুরী কোটি কন্দর্প মোহন ॥

পশিল সৌন্দর্য্য নরোত্তমের হিয়ায়।
হইলা অধৈর্য্য নেত্র জলে ভাসি যায়॥
করিলা প্রণাম বহু ভূমেতে পড়িয়া।
শ্রীমালা প্রসাদ দিলা পূজারী আনিযা॥
শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর আসন যে স্থানে।
সঙ্গের মনুষ্য লৈয়া গেলা সেই থানে॥
আসন সমীপ ভূমিতলে লোটাইয়া।
করিলা প্রণাম বহু ব্যাকুল হইয়া॥
নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার।
উর্দ্ধবাহু করিয়া কহয়ে বার বার॥
হাহা প্রভু পণ্ডিত গোসাঞী গদাধর।
না হইলে মো পাপীর নয়ন গোচর॥
ঐছে কত কহিযা কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
সে ক্রন্দন শুনি দারু পাষাণ বিদরে॥
শ্রীমাম গোসাঁই ছিলা মর্চ্ছাপন্ন হৈয়া।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি উঠে ক্রন্দন করিযা॥
জিজ্ঞাসে সবারে কহ কে করে ক্রন্দন।
সবে কহে গৌড় হৈতে আইলা নরোত্তম॥
নরোত্তম নাম শুনি কান্দিতে কান্দিতে।
নরোত্তমে কোলে করি নারে স্থির হৈতে॥

অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে ধরণী উপরে।
উঠিল ক্রন্দন রোল গোপীনাথ ঘরে॥
প্রভু ইচ্ছামতে কতক্ষণে স্থির হৈয়া।
জিজ্ঞাসে কুশল নরোত্তম মুখ চাঞা॥
যদ্যপি দারুণ দুঃখে জীবন সংশয়।
তথাপিহ নরোত্তমে দেখি হর্ষোদয়॥
নরোত্তম বাক্য শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গোপীনাথ পদে নরোত্তমে সমর্পিলা॥
আজ্ঞা দিলা যাহ শীঘ্র সমাধি দর্শনে।
আচার্য্য আছেন তথা চাহি পথ পানে।
শুনি নরোত্তম ভূমে প্রণমি কাতরে।
চলিলেন সে মনুষ্য সঙ্গে সিন্ধু তীরে॥
হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিয়া।
করিলা ক্রন্দন বহু ভূমেতে পড়িয়া॥
অতি খেদ যুক্ত হৈয়া কহে বার বার।
সে সুখে বঞ্চিত হৈলুঁ দুর্দ্দৈব আমার॥
ঐছে কত কহে নেত্রে ধারা নিরন্তর।
দেখি সে দশা বা কার না দ্রবে অন্তর॥
তথা যে বৈষ্ণব ছিলা সমাধি সেবনে।
নরোত্তমে স্থির কৈলা সে কত যতনে।

গোপীনাথাচার্য্য গৃহে দিলা পাঠাইয়া।
নরোত্তম বিহ্বল চলিলা প্রণমিয়া॥
ক্ষেত্রবাসী লোক নরোত্তমে দেখি পথে।
ছাড়িয়া সকল কার্য্য চলে সাথে সাথে॥
নরোত্তম তা সবারে করি সমাদর।
শীঘ্র গেলা গোপীনাথ আচার্য্যের ঘর॥
গোপীনাথ আচার্য্য পরম স্নেহময়।
নিজপাশে বসাই মধুর বাক্যে কয়॥
তোমারে দেখিতে সাধ সবার অন্তরে।
ক্ষণেক বিরমি যাহ তাঁ সবার ঘরে॥
এথা নরোত্তম গতি শুনি সর্ব্ব জন।
দেখিতে সবার অতি উৎকণ্ঠিত মন॥
কি কব তাঁ সবার যে দশা নীলাচলে।
প্রভু অদর্শনে স্পৃহা নাহি অন্ন জলে॥
অতি কষ্টে মতে দেহ করয়ে ধারণ।
ভূমাতে লোটায় সদা ঝরয়ে নয়ন॥
সঘনে নিশ্বাস দীর্ঘ অতি সে দুর্ব্বল।
চলিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল॥
ীনাথ গৃহে নরোত্তমে দেখি বারে।
.সন স্নেহে বল ব্যাপিল শরীরে॥

হেনকালে নরোত্তম সে মনুষ্য সাথে।
যাইতে দেখিলা সবে … পথে॥
সঙ্গের মনুষ্য … মিলিলা।
কি নাম কাহার … নারিলা।
নরোত্তম … বন্দিলা চরণ।
… করিলা আলিঙ্গন॥
… ভিতরে প্রবেশিলা।
… নেত্র জলে সিক্ত কৈলা॥
নরোত্তম তা সবার দর্শন স্পর্শনে।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ ধারা ঝরনে॥
গোপীনাথ আচার্য্য সে পরম যত্নেতে।
সবে বসাইলা স্থির করি ভাল মতে॥
নরোত্তম প্রতি সবে জিজ্ঞাসে কুশল।
আদ্যোপান্ত নরোত্তম কহিলা সকল॥
শুনি তা সবার চেষ্টা যে রূপ হইলা।
কহিতে কি তাহা ভাগ্যবন্ত সে দেখিলা॥
গোপীনাথাচার্য্য সবে কহে ব্যগ্র হৈয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জ নরোত্তমে লৈয়া॥
শুনি নরোত্তমে লৈয়া মহা স্নেহ মনে।
বসিলেন সবে মহাপ্রসাদ সেবনে॥

প্র ইচ্ছামতে কিছু প্রসাদ ভুঞ্জিলা।
অতি স্নেহ বাক্যে নরোত্তমে ভুঞ্জাইলা॥
আচমন করি সবে গেলেন বাসাতে।
নরোত্তম আজ্ঞা কৈলা বিশ্রাম করিতে॥
বিশ্রাম করিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
স্নানাদি করিলা জানি দর্শন সময়॥
কানাঞিখুটিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
লইয়া গেলেন জগন্নাথের আলয়ে॥
সন্ধ্যা-আরাত্রিক আর শয়ন পর্য্যন্ত।
দেখিলেন নরোত্তম রহিয়া একান্ত॥
কানাঞিখুটিয়া আদি বহু জন সনে।
আইলেন গোপীনাথ আচার্য্য ভবনে॥
নরোত্তমে ছাড়িয়া যাইতে কেহ নারে।
আচার্য্য আদেশে গেলা নিজ নিজ ঘরে।
আচার্য্য কহেন নরোত্তমে এ নির্জ্জন।
এখন এখানে তুমি করহ শয়ন॥
আচার্য্যের বাৎসল্য কহিতে সাধ্য নহে
নরোত্তম শুইলে চলিলা নিজ গৃহে॥
নরোত্তমে নিদ্রা না করয়ে আকর্ষণ।
অতি সে উদ্বেগ খেদ নহে সম্বরণ॥

প্রভুর ইচ্ছায় কিছু নিদ্রা আকর্ষিতে।
স্বপ্নচ্ছলে দেখে নিজাভীষ্ট রথাগ্রেতে ॥
ভুবন মোহন কৃষ্ণচৈতন্য নিতাই।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর পণ্ডিত গোসাঁই ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত গুপ্তমুরারি গোবিন্দ।
হরিদাস কাশীমিশ্র রায় রামানন্দ ॥
বাসুদেবসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য আর।
কাশীশ্বর জগদীশ পণ্ডিত উদার ॥
বাসুঘোষ মুকুন্দ মাধব বক্রেশ্বর।
গৌরিদাস মহেশপণ্ডিত দামোদর ॥
স্বরূপগোসাঞী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
দাস গদাধর যদু শ্রীধর কংসারি ॥
সূর্য্যদাস রামাই সুন্দর ধনঞ্জয়।
রামানন্দবসু ঘোষ শঙ্কর সঞ্জয় ॥
লোকনাথ ভূগর্ভ শ্রীরূপ সনাতন।
শ্রীজীব গোপালভট্ট আচার্য্য নন্দন ॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পণ্ডিত রাঘব।
পরমানন্দভট্টাচার্য্য আচার্য্য মাধব ॥
রঘুনাথ রঘুনাথভট্ট শ্রীতপন।
শ্রীপ্রতাপরুদ্ররাজাচার্য্য গোপীনাথ।

শ্রীশিখি মাহাতি আদি ভুবনে বিখ্যাত ॥
গৌড় ব্রজ উৎকল দক্ষিণ আদি স্থানে।
যে যে ভক্ত সবে বিলসয়ে প্রভু সনে ॥
কি আশ্চর্য্য জগন্নাথ রথাগ্রে নর্ত্তন।
মধ্যে গৌরচন্দ্র চারি পাশে প্রিয়গণ ॥
কি অদ্ভুত শোভা গৌরগণের সহিতে।
উপমা দিবার ঠাঞি নাই ত্রিজগতে ॥
প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে প্রিয় পরিকর।
করিলেন নামের আরম্ভ মনোহর ॥
বাজয়ে মর্দ্দল আদি অতি রসায়ন।
চতুর্দ্দিগে জয় জয় ধ্বনি অনুক্ষণ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত মনুষ্যের বেশে।
নাচে গায় নানা যন্ত্র বায়েন উল্লাসে ॥
সংকীর্ত্তন সুখের সমুদ্র উথলিল।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এ সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নৃত্য করে সংকীর্ত্তনে।
দেখিতে কাহার সাধ নাহি ত্রিভুবনে ॥
ধায় নারী পুরুষ অসংখ্য চারিভিতে।
পুষ্প বৃষ্টি করে দেব পত্নীর সহিতে ॥
পঙ্গুগণ লম্ফ দিয়া ফিরে দর্পকরি।

জনমের অন্ধ দেখে গৌরাঙ্গ মাধুরী ॥
যাহার বদনে কিছু বাক্য নাহি সরে।
সেহ গৌরচন্দ্র বলি ডাকে বারে বারে ॥
কাটিলেও যার নেত্রে জল না আইসে।
সেহ গৌর গুণ শুনি নেত্র জলে ভাসে ॥
ভুবন পাবন চারু কীর্ত্তন শুনিতে।
কিবা পশু পক্ষ কেহ নারে স্থির হৈতে ॥
নরোত্তম একভিতে দেখে দাণ্ডাইয়া।
আনন্দে বিহ্বল ধারা বহে নেত্র বাঞা ॥
নরোত্তম চেষ্টা দেখি প্রভু প্রেমাবেশে।
দুটি হাত ধরি কিছু কহে মৃদু ভাষে ॥
অলৌকিক গীত বাদ্য করিবে প্রকাশ।
যাহার শ্রবণে হৈবে সবার উল্লাস ॥
দেখিতে পাইবে যবে করিবে কীর্ত্তন।
ঐছে সবা সহ মুঞি করিব নর্ত্তন ॥
মোর মনোবৃত্তি গীত বাদ্য ব্যক্ত হৈবে।
পরম রসিক সাধু সদা আস্বা দিবে ॥
কখন কোনহ চিন্তা না করিহ তুমি।
হৈব মনোরথ সিদ্ধ কহিলাম আমি ॥
না কর বিলম্ব শীঘ্র যাহ গৌড় দেশে।

করহ প্রকাশ ভক্তি অশেষ বিশেষে ॥
যে জন লইবে আসি তোমার শরণ।
অচিরে পাইব সে অমূল্য প্রেমধন ॥
রামচন্দ্র চিরঞ্জীব সেনের তনয়।
তাঁ সহ তোমার হৈবে অদ্ভুত প্রণয় ॥
আর কি কহিব নরোত্তম তোর আগে।
তোর ভাল মন্দ সে আমারে সব লাগে ॥
নরোত্তমে দেখি অনুগ্রহের অবধি।
উথলিল সবাকার আনন্দ জলধি ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর হরিদাস।
সার্ব্বভৌম রায় রামানন্দ শ্রীনিবাস ॥
বক্রেশ্বর আদি সব প্রভু প্রিয়গণ।
নরোত্তমে কৈলা সবে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
আপনা মানয়ে ধন্য পড়ি পদতলে ॥
প্রভু পরিকর নরোত্তমে স্থির করি।
কত কথা বাৎসল্যেতে কহে কর ধরি ॥
গৌড়ে পাঠাইতে সবে হৈলা অনুকূল।
হেন কালে নিদ্রা ভঙ্গ বিচ্ছেদে ব্যাকুল ॥
কতক্ষণে নরোত্তম সুস্থির হইয়া।

অতি শীঘ্রকরি সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া ॥
গোপীনাথাচার্য্য শিখি মাহাতির সনে।
শীঘ্র পাঠাইলা জগন্নাথ দরশনে ॥
শ্রীমঙ্গল আরাত্রিক দর্শন করিয়া।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ উমড়য়ে হিয়া ॥
কিরূপে যাইব গৌড় করিতেই মনে।
জগন্নাথ আজ্ঞা মালা দিলা সেইক্ষণে ॥
শ্রীমালা প্রসাদ পাঞা মনে বিচারয়।
করিলা বিদায় প্রভু ইথে না সংশয় ॥
বহি কতক্ষণ প্রণমিঞা জগন্নাথে।
চলিলেন গোপীনাথ আচার্য্য গৃহেতে ॥
প্রভু পরিকর যে যে রহেন যথায়।
সবার চরণ বন্দি আইলা বাসায় ॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গোপীনাথে যে কহিলা।
তাহা নরোত্তমে জানাইতে ব্যগ্র হৈলা ॥
স্থির হৈয়া নরোত্তমে কহে ধিরে ধিরে।
প্রভু নিদেশিলা শীঘ্র গৌড়ে যাইবারে ॥
ঐছে বহু কহি এক দিন স্থির কৈলা।
ক্ষেত্রস্থ মহান্তগণ একত্র হইলা ॥
নরোত্তমে সবে পাঠাইতে গৌড়দেশে।

কহয়ে যতেক তাহা কহিতে না আইসে ॥
বিদায়ের কালে নরোত্তম করে ধরি।
কহয়ে মধুর বাক্য অতি স্নেহ করি ॥
পূরিল মনের সাধ দেখিলুঁ তোমারে।
শ্রীনিবাসে পুন না দেখিব নেত্রদ্বারে ॥
শুনিলুঁ দেখিলুঁ কৃষ্ণদাস যোগ্য অতি।
শ্যামানন্দ নাম তাঁর হইল সম্প্রতি ॥
তাঁহারে দেখিতে বড় মনে সাধ ছিল।
এত কহি সবে নেত্রজলে সিক্ত হৈল ॥
নরোত্তম তাঁ সবার চেষ্টা নিরখিয়া।
ভূমেপড়ি প্রণময়ে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
সবে স্থির হৈয়া নরোত্তমে স্থির করি।
যাত্রা করাইলা কৃষ্ণচৈতন্য সঙরি ॥
সঙ্গের যে লোক সে পরম অনুরাগে।
শ্রীমহাপ্রসাদ লৈয়া চলিলেন আগে ॥
নরোত্তমে বিদায় করিয়া সর্ব্বজন।
হইলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥
নরোত্তম চলিলেন মৃত প্রায় হৈয়া।
করিলা ক্রন্দন বহু নরেন্দ্রেতে গিয়া ॥
ক্ষেত্রে আসিবার কালে দেখে যে ব্রাহ্মণে।

সেই পথে দেখে তাঁরে তাঁর পুত্রসনে ॥
ব্রাহ্মণের পদধূলি লইতেই শিরে।
বিপ্র আলিঙ্গন করি কহে ধিরে ধিরে ॥
ওহে নরোত্তম মোর প্রাণাধিক তুমি।
অদ্য গৌড় দেশে যাবে শুনিয়াছি আমি ॥
সাধিয়া বিশেষ কার্য্য আইলুঁ তুরিতে।
জগন্নাথ ইচ্ছায় সে দেখা হৈল পথে ॥
নহিলে মনের দুঃখে মরির্তু পুড়িয়া।
এত কহি কোলে হৈতে না দেয় ছাড়িয়া ॥
কতক্ষণে বৃদ্ধবিপ্র ব্যাকুল হিযায়।
করি বহু আশীর্ব্বাদ দিলেন বিদায় ॥
নরোত্তম সঙ্গে বিপ্র চলে কত দূর।
ছাড়িতে না পারে দুঃখ বাড়য়ে প্রচুর ॥
নরোত্তম তাঁরে কত যত্নে ফিরাইয়া।
চলিলেন শীঘ্র অতি ব্যাকুল হইয়া ॥
দুই দিন জাজপুরে করিয়া বিশ্রাম।
কতদিনে আইলা নৃসিংহ পুর গ্রাম ॥
দূরে হৈতে গিয়া কেহ শ্যামানন্দে কয়।
ক্ষেত্র হৈতে আইলা শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥
শুনিতেই শ্যামানন্দ বিহ্বল হইলা।

নিজগণ সহ শীঘ্র আগু সরি গেলা ॥
দোঁহে দোঁহা দেখি অতি অধৈর্য্য হইয়া
ভাসে নেত্রজলে দুঁহু দোহে প্রণমিয়া ॥
নরোত্তম শ্যামানন্দে ধরিলেন কোলে।
ছাড়িতে নারয়ে হিয়া আনন্দে উথলে ॥
দেখিয়া সকল লোক অদ্ভুত মিলন।
নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা অনুক্ষণ।
কেহ কহে ওহে ভাই কি অদ্ভুত রীত।
জনমিঞা কভু না দেখিলুঁ হেন প্রীত ॥
কেহ কহে যে শুনিলুঁ দেখিলুঁ তাহাই।
মনে অভিলাষ যত কব কার ঠাঁই ॥
কেহ বলে ওহে ভাই শুনিলুঁ যে হৈতে।
মনে বড় ছিল সাধ বারেক দেখিতে ॥
কেহ কহে মো সবার ভাগ্য অতিশয়।
তেঞি এথা প্রাপ্ত শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥
কেহ কহে হেন ভাগ্য হৈবে মো সবার
আচার্য্য ঠাকুরে কি দেখিব একবার ॥
কেহ কহে ওহে পূর্ণ হৈবে অভিলাষ।
দিবেন দর্শন শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস ॥
ঐছে কত কহে কার স্থির নহে মন।

ধাওয়াধাই করে গ্রামবাসী লোক গণ ॥
শ্যামানন্দ আনন্দে ঠাকুর মহাশয়ে।
দিলেন নির্জ্জনে বাসা লোক ভীড় ভয়ে ॥
তথাপিহ নরোত্তমে করিতে দর্শন।
আইসে অনেক লোক নহে নিবারণ ॥
লোকের সুকৃতি কিছু কহা নাহি যায়।
হেন রত্ন পাইল শ্যামানন্দের কৃপায ॥
শ্যামানন্দ কৃপায এদেশ ধন্য দেখি।
শ্রীঠাকুর মহাশয হৈলা মহাসুখী ॥
স্নানাদিক ক্রিযা করি সুস্থির হইযা।
বসিলেন নরোত্তম শ্যামানন্দে লৈয়া ॥
সময় পাইয়া শ্যামানন্দ যত্নকরি।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে কহে ধিরি ধিরি ॥
আচার্য্য ঠাকুর বনবিষ্ণু পুর হৈতে।
জাজিগ্রাম গেলা এই কথোক দিনেতে ॥
গতদিন প্রহরেক দিবস সময় ॥
আইল তাঁর কৃপাপত্রী দেখি মহাশয় ॥
পত্রিকা দর্শনে অতি আনন্দ উথলে।
পড়িতেই পত্রী নেত্র ভাসে অশ্রুজলে ॥
অতিযত্নে পত্রী পাঠ কৈলা মহাশয়।

পুনঃ শ্যামানন্দ প্রেমাবেশে নিবেদয় ॥
শ্রীঅম্বিকা হৈতে প্রভু করি অনুগ্রহ।
পাঠাইলা শ্রীমহাপ্রসাদ পত্রী সহ ॥
নরোত্তম পত্রী পড়ি নেত্রজলে ভাসে।
শ্যামানন্দ ভাগ্য প্রশংসযে প্রেমাবেশে
শ্রীমহাপ্রসাদে প্রণমিয়া বার বার।
ভক্ষণ করিতে হৈল আনন্দ অপার ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজ সঙ্গী জনে।
কহিলেন আনহ প্রসাদ এই স্থানে ॥
শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ লইয়া।
শ্যামানন্দ মুখে দিলা মহাহর্ষ হৈয়া ॥
শ্রীমহাপ্রসাদ মহা যত্নে সেবাকরি।
শ্যামানন্দে নরোত্তম কহে ধিরি ধিরি ॥
নীলাচলে যে আছেন প্রভু পরিকর।
তাঁ সবার যে দশা তা না হয় বর্ণন।
প্রভু ইচ্ছামতে মাত্র আছয়ে জীবন ॥
তোমারে দেখিতে সাধ করেন সকলে।
বিলম্ব না কর শীঘ্র যাহ নীলাচলে ॥
তথা তাঁ সবার করি চরণ দর্শন।
বিতরহ উৎকলে অমূল্য প্রেমধন ॥

কিছুদিন পরে পত্রী দিব পাঠাইয়া।
যাইবে খেতরি গ্রামে নিজগণ লৈয়া॥
ঐছে কত কহি দিনদুই স্থিতি কৈলা।
এসকল কথা সর্ব্বত্রেই ব্যক্ত হৈলা॥
বিদায়ের কালে যৈছে হৈলা দুই জন।
তাহা একমুখে কিছু না হয় বর্ণন॥
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিক মুরারি।
একভিতে রহি কান্দে নেত্রে বহে বারি॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় অতি স্নেহভরে।
আলিঙ্গন করি বহু কৃপা কৈলা তাঁরে॥
শ্রীশ্যামানন্দের পদে যে লৈলা শরণ।
তাঁ সবারে যৈছে স্নেহ নাহয় বর্ণন॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় পানে চাঞা চাঞা।
সকলে ব্যাকুল ভূমে পরে লোটাইয়া॥
লইয়া মস্তকে দুই চরণের ধূলি।
মাথে হাত দিয়া সবে কান্দে ফুলি ফুলি॥
গৌড়দেশে চলিলা ঠাকুর মহাশয়।
স্থির হৈতে নারে দুই নেত্রে ধারা বয়॥
এথা শ্যামানন্দ কান্দে পড়িয়া ভূমিতে।
করয়ে যতন কত নারে স্থির হৈতে॥

কি অদ্ভুত চেষ্টা কিছু বুঝনে না যায়।
নীলাচলে যাত্রা কৈলা ব্যকুল হিয়ায়॥
নীলাচলে চলে শ্যামানন্দ প্রেমাবেশে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা গৌড়দেশে॥
নীলাচল যাইতে শ্যামানন্দের যে রীত।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দেখ বিস্তারিত॥
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে চতুর্থো বিলাসঃ। ৪।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতা গণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
গৌড়দেশে প্রসিদ্ধ শ্রীখণ্ড নামে গ্রাম।
তথা আইলেন নরোত্তম গুণধাম॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের আলয় যাইতে।
নরোত্তমে দেখিয়া গেলেন কেহ পথে॥
ঠাকুরের আগে গিয়া কহে ধিরি ধিরি।
আইসে পুরুষ এক অপূর্ব্ব মাধুরী॥
কিবা সে প্রেমের গতি চলে বা না চলে

চাহিয়া শ্রীখণ্ডপানে ভাসে নেত্রজলে ॥
বুঝি নীলাচল হৈতে কৈলা আগমন।
সঙ্গেতে আছয়ে তাঁর লোক চারিজন ॥
শুনিয়া ঠাকুর কহে কি আর কহিতে।
নরোত্তম আইলেন নীলাচল হৈতে ॥
শ্রীরঘুনন্দন শুনি আগুসারি গেলা।
দূরে হৈতে নরোত্তমে দেখি হর্ষ হৈলা ॥
নরোত্তম লোক মুখে পাঞা পরিচয়।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহনে না যায় ॥
ভূমে পড়ি শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিতে।
ধাইয়া করিলা কোলে না পারে ছাড়িতে ॥
হইল গদগদ কণ্ঠ ধারা দু নয়নে।
কহিতে নারয়ে কিছু যত উঠে মনে ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্রীরঘুনন্দন।
নরোত্তমে লৈয়া শীঘ্র করিলা গমন ॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের সমীপেতে গিয়া।
প্রণময়ে নরোত্তম ভূমে লোটাইয়া ॥
যদ্যপি ঠাকুর দগ্ধ বিচ্ছেদ অগ্নিতে।
তথাপিহ নরোত্তমে দেখি হর্ষ চিতে ॥
আইস আইস বলি দুই বাহু পসারিয়া।

নেত্রজলে ভাসে নরোত্তমে কোলে লৈয়া ॥
কি অদ্ভুত স্নেহে বসাইয়া নিজ পাশে।
নরোত্তম মুখ চাঞা কহে মৃদুভাষে ॥
তোমারে দেখিতে বড় সাধ ছিল মনে।
ভাল কেলে আইল শীঘ্র দেখিলুঁ নয়নে ॥
তোমা দ্বারে প্রভু বিলাইব ভক্তিধন।
লইব অনেক লোক তোমার শরণ ॥
প্রভু ভাবাবেশ প্রকাশিবে উচ্চ গানে।
কেবা না হইব মত্ত তোমার কীর্ত্তনে ॥
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি করিবেন প্রভু।
কোনই বিষয়ে চিন্তা না করিবা কভু ॥
খেতরি যাইবা শীঘ্র জাজি গ্রাম দিয়া।
শ্রীনিবাস আচার্য্য আছেন পথ চাঞা ॥
এই কথো দিনে আইলা বিষ্ণুপুর হৈতে।
সদাই করেন চিন্তা তোমার নিমিত্তে ॥
তোমারে দেখিলে তাঁর চিত্ত স্থির হয়।
কালি এথা আসিয়া গেলেন নিজালয় ॥
ঐছে কহি পুছে শ্রীক্ষেত্রের সমাচার।
নরোত্তম নিবেদিলা যে দশা সবার ॥
শুনি শ্রীসরকার ঠাকুরের হৈল যাহা।

সহস্রেক মুখে না কহিতে পারি তাহা ॥
স্থির হৈয়া আজ্ঞা দিলা শ্রীরঘুনন্দনে।
নরোত্তমে লৈয়া যাহ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে ॥
শ্রীরঘুনন্দন নরোত্তম করে ধরি।
লৈয়া গেলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে স্থির করি ॥
নরোত্তম গৌরকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শনে।
ধরিতে নারয়ে হিয়া ধারা দু নয়নে ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বার বার।
কে ধরে ধৈরজ দেখি সে প্রেম বিকার ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া দেখে নেত্র ভরি।
শ্রীমালা প্রসাদ আনি দিলেন পূজারী ॥
নরোত্তম আইলা শুনি শ্রীখণ্ড নিবাসী।
গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে মিলিলা সবে আসি ॥
পরস্পর মিলনেতে হৈল যে প্রকার।
শত শত মুখেও তা নারি বর্ণিবার ॥
নরোত্তম প্রতি সবে মধুর ভাষায়।
কহি কত স্থির করি লইলা বাসায় ॥
নরোত্তম বাসাতে বসিয়া সেই ক্ষণে।
শ্রীমহাপ্রসাদ দিলা শ্রীরঘুনন্দনে ॥
শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ লইয়া।

শ্রীসরকার ঠাকুরে দিলেন শীঘ্র গিয়া ॥
শ্রীমহাপ্রসাদ যত্নে ভুঞ্জিলা ঠাকুর।
পূর্ব্ব সঙরিতে খেদ উপজে প্রচুর ॥
দুই নেত্রে ধারা না ধরিতে পারে হিয়
ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস গৌরচন্দ্র গুণ কৈয়া ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
করিলেন শ্রীপ্রসাদ দেহ সর্ব্বজনে ॥
সবে শ্রীপ্রসাদ দিলা শ্রীরঘুনন্দন।
প্রসাদ সেবনে স্থির নহে কার মন ॥
নীলাচলে প্রভুর যে অদ্ভুত বিহার।
সঙরি সবার নেত্রে ধারা অনিবার ॥
অনেক যত্নেতে স্থির হৈলা সর্ব্বজন।
নরোত্তমে ছাড়িতে নারয়ে একক্ষণ ॥
কৃষ্ণকথা রসে দিবানিশি গোঙাইয়া।
নরোত্তম প্রাতঃকালে কৈলা প্রাতঃক্রিয়া
স্নানাদি করিয়া করি গৌরাঙ্গ দর্শন।
ঠাকুর সমীপে শীঘ্র করিলা গমন ॥
সরকার ঠাকুর নরোত্তম মুখ দেখি।
অতি স্নেহ করি কাছে জুড়াইল আঁখি ॥
পুন আর না দেখিব কহিলা বচন।

হইলা ব্যাকুল যৈছে না হয় বর্ণন ॥
নরোত্তম ভূমেতে পড়িয়া বার বার।
লইতে চরণ ধূলি নেত্রে অশ্রুধার ॥
নরোত্তমে ঠাকুর করিয়া আলিঙ্গন।
দিলেন বিদায় করি গৌরাঙ্গ স্মরণ ॥
চলিলেন নরোত্তম বিদায় হইয়া।
খণ্ডবাসি পরিকর গণে প্রণমিঞা ॥
শ্রীরঘুনন্দন সঙ্গে গেলা কত দূর।
ছাড়িতে নারয় দুঃখ বাড়য়ে প্রচুর ॥
যাজি গ্রাম যাইতে এক লোক সঙ্গে দিলা।
নরোত্তমে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিলা ॥
বিদায় করিতে হিয়া বিদরিয়া যায়।
ঘন ঘন নরোত্তম মুখ পানে চায় ॥
আলিঙ্গন করি রহিলেন স্থির হৈয়া।
নরোত্তম নেত্রজলে ভাসে প্রণমিঞা ॥
ব্যাকুল হইয়া যাজিগ্রাম পথে চলে।
যে দেখে সে দশা সে ভাসয়ে প্রেম জলে ॥
খণ্ড হৈতে আইলা যে মনুষ্য বিজ্ঞবর।
দূরে হৈতে দেখাইলা আচার্য্যের ঘর ॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য আপন ভবনে।

শাস্ত্র অধ্যয়ন করায়েন শিষ্য গণে ॥
হেন কালে কহ গিয়া কহয়ে ত্বরিতে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা ক্ষেত্র হৈতে ॥
কেহ কহে কি আশ্চর্য্য দেখিলুঁ নয়নে।
চয়েন অধৈর্য্য চাহি জাজিগ্রাম পানে ॥
শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য আগুসরি যাইতে।
নরোত্তম আসি প্রবেশিলা ভবনেতে ॥
দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহে ভাসে নেত্রজলে।
দোঁহার হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র উথলে ॥
শ্রীনিবাস বাহু পসারিয়া কোলে লৈতে।
নরোত্তম প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে ॥
কে বুঝিবে এ দোঁহার অদ্ভুত চরিত।
দেহ মাত্র ভিন্ন ইহা সর্ব্বত্র বিদিত ॥
কতক্ষণে দোঁহে স্থির হইয়া বসিলা।
পরস্পর সকল বৃত্তান্ত জানাইলা ॥
ক্ষেত্র স্থিত ভক্ত চেষ্টা শুনিলেন যাহা।
নরোত্তমে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন তাহা ॥
হেন কালে এক বিপ্র আইলা ক্ষেত্র হেতে।
পরম বৈষ্ণব বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে ॥
গোস্বামির গ্রন্থ পড়িবেন এই আশে।

আত্ম নিবেদন কৈলা আচার্য্যের পাশে ॥
আচার্য্য ঠাকুর তাঁরে করি শিষ্টাচার।
জিজ্ঞাসিলা শ্রীনীলাচলের সমাচার ॥
ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস বিপ্র ভাসি নেত্রজলে।
কহেন হইল রত্ন শূন্য নীলাচলে ॥
যে দিন আইলা শ্রীঠাকুর নরোত্তম।
তার পর দিন হৈতে হইল বিষম ॥
ক্রমে ক্রমে প্রায় সবে সংগোপন হৈলা।
শ্যামানন্দ গিয়া দুঃখ সমুদ্রে পড়িলা ॥
যে দশা হইল তাঁর না হয় বর্ণন।
প্রভু ইচ্ছামতে মাত্র রহিল জীবন ॥
যে কেহ ছিলেন শ্যামানন্দে প্রবোধিয়া।
করিলা বিদায় দেশে আইলুঁ দেখিয়া ॥
রহিতে নারিলুঁ ক্ষেত্রে কি কব বিশেষ।
দিবা রাত্রি চলিলুঁ আসিতে গৌড়দেশ ॥
কহিতে কহিতে বিপ্র অধৈর্য্য হইয়া।
কান্দয়ে ক্ষেত্রস্থ ভক্ত গণ নাম লইয়া ॥
আচার্য্য ঠাকুর সেই বিপ্রে করি কোলে।
কান্দিয়া বিহ্বল ভাসে নয়নের জলে ॥
কান্দেন নরোত্তম অতি ব্যাকুল হিয়ায়।

হৃদয়ে যতেক খেদ কহা নাহি যায় ॥
ব্যাস চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণবল্লভাদি যত।
যে দশা সবার তাহা কহিব বা কত ॥
কতক্ষণে আচার্য্য ঠাকুর স্থির হৈয়া।
বিপ্রে বাসা দিলা স্থির করি প্রবোধিয়া ॥
আচার্য্য ঠাকুর ভার হৈয়া প্রেমাধীন।
পাঠের আরম্ভ করাইলা সেই দিন ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে লইয়া নিভৃতে।
কহিলা যতেক তাহা কে পারে বুঝিতে ॥
রজনী প্রভাত কৈলা প্রভুর কথায়।
প্রাতঃকালে নরোত্তমে করয়ে বিদায় ॥
বিদায়ের কালে হৈল যে দশা দোঁহার।
তাহা দেখি নারে কেহ ধৈর্য্য ধরিবার ॥
আচার্য্য চাহিয়া নরোত্তম পথ পানে।
হইলেন জড় প্রায় ধারা দু নয়নে ॥
ব্যাস চক্রবর্ত্তী আদি কথো দূর গেলা।
নরোত্তম তাঁ সবারে যত্নে ফিরাইলা ॥
নরোত্তম চলে নেত্র জলে করি স্নান।
কণ্টক নগরে গেলা ভারতীর স্থান ॥
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ দরশনে।

যে হইলা তাহা বা বর্ণিবে কোন জনে ॥
শ্রীগদাধরের শিষ্য শ্রীযদুনন্দন।
চক্রবর্ত্তী খ্যাতি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
নরোত্তম চেষ্টা দেখি অত্যন্ত অস্থির।
প্রভুর মন্দির হৈতে হইলা বাহির ॥
প্রভুর গলার মালা নরোত্তমে দিয়া।
নেত্র জলে ভাসে নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া ॥
হইল গদ্গদ কণ্ঠ কহে ধিরে ধিরে।
ভাল হৈল আইলে শীঘ্র কণ্টক নগরে ॥
তোমার লাগিযা মোর প্রভু গদাধর।
হইলা ব্যাকুল যৈছে কে বুঝে অন্তর ॥
ক্ষণে আত্ম বিস্মৃত কহেন বারে বারে।
দেখ দেখ নরোত্তম আইলা কত দূরে ॥
ওহে ভাই যে হইল কহিতে কি আর।
দিনে দিনে বাড়ে দুঃখ সমুদ্র পাথার ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ঈশ্বরী জিউর অদর্শনে।
নবদ্বীপ হৈতে আসি আছেন নির্জ্জনে ॥
না ভায় ভোজন পান খেদ নিরন্তর।
হইল মলিন ক্ষীণ হেম কলেবর ॥
নরোত্তম প্রতি ঐছে কহি কত কথা

লইয়া গেলেন দাস গদাধর যথা ॥
বসি আছে তেঁহো ধূলি ধূসরিত হৈয়া ।
মুদিত নয়নে ধারা বহে বুক বাঞা ॥
শ্রীগৌরচান্দ্রের চারু চরিত্র সঙরি ।
ছাড়ি দির্ঘ নিশ্বাস বলয়ে হরি হরি ॥
সময় পাইয়া যত্নন্দন কহয় ।
ক্ষেত্র হৈতে নরোত্তম আইলা এথায় ॥
শুনি নরোত্তম নাম নেত্র প্রকাশিয়া ।
দেখে নরোত্তম কান্দে অধৈর্য্য হইয়া ॥
বাহু পসারিয়া নরোত্তমে করি কোলে ।
নরোত্তম অঙ্গ ধৌত কৈলা নেত্র জলে ॥
বিচ্ছেদাগ্নি দগ্ধ তথাপিহ হর্ষ হৈলা ।
ছাড়িতে না পারে নরোত্তমে কোলে লৈয়া ।
নরোত্তম পড়ি গদাধর পদতলে ।
ধুইলা দু খানি পদ নয়নের জলে ।
নরোত্তমে স্থির করি যাহা জিজ্ঞাসিলা ।
নরোত্তম ক্রমে সে সকল নিবেদিলা ॥
শুনিতে সে সব যৈছে হইল অন্তরে ।
তাহা এক মুখে কে বর্ণিতে শক্তি ধরে ॥
নরোত্তমে কৃপা করি কহে বার বার ।

সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হইবে তোমার॥
অবশ্য নাচিব প্রভু তোমার কীর্ত্তনে।
করিবেন প্রেম বৃষ্টি দেখিবে নয়নে॥
খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন।
বিতরহ শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেমধন॥
ঐছে কত কহি মহা বাৎসল্যে বিভোর।
নিবারিতে নারে নেত্রে বহে প্রেম লোর॥
শ্রীযদুনন্দন আদি যত্ন জানাইয়া।
ভারতীর স্থানে গেলা নরোত্তমে লৈয়া॥
নরোত্তম প্রতি কহে মধুর বচনে।
শ্রীকেশব ভারতী ছিলেন এই স্থানে॥
এই ঠাঞি কৈলা প্রভু মস্তক মুণ্ডন।
ভারতীর স্থানে কৈলা সন্ন্যাস গ্রহণ॥
এত কহিতেই কণ্ঠ রুদ্ধ তাঁ সবার।
নদীর প্রবাহ প্রায় নেত্রে অশ্রুধার॥
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
মূর্চ্ছা প্রায় পড়ি গড়ি যায় ভূমিতলে॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ সে দশা দেখিয়া।
কে আছে এমন যে ধরিতে পারে হিয়া॥
কতক্ষণে বাহ্য জ্ঞান হইল সবার।

দেখয়ে মন্দিরে গৌরচন্দ্র চমৎকার ॥
প্রভু নিজ প্রিয় দুঃখ না পারে সহিতে।
করিলা সবারে স্থির নিজাঙ্গ ভঙ্গীতে ॥
নরোত্তম সে দিবস রহিলা তথাই।
হৈলা যে প্রকার তা কহিতে সাধ্য নাই ॥
প্রভাতে বিদায় হইলেন যে প্রকারে।
কে ধরি ধৈরয তাহ বর্ণিবারে পারে ॥
সঘনে সঙরি নিত্যানন্দ বলরাম।
চলিলেন রাঢ় দেশে এক চক্রা গ্রাম ॥
গ্রামে প্রবেশিতে নিত্যানন্দ দয়াময়।
বৃদ্ধ বিপ্র রূপে নরোত্তমে জিজ্ঞাসয় ॥
কি নাম তোমার বল আইলে কোথা হৈতে।
কি কার্য্যে যাইবে কোথা স্থিতি বা কোথাতে
নরোত্তম কহে মোর নরোত্তম নাম।
ক্ষেত্র হৈতে আইলুঁ এই গ্রামে আছে কাম ॥
এথা নিত্যানন্দ অবতীর্ণ সে বিদিত।
যাঁর মাতা পিতা পদ্মা হাড়াই পণ্ডিত ॥
তাঁর জন্ম স্থান যথা লীলা যে যে স্থানে।
সে সব দেখিতে সাধ করিয়াছি মনে ॥
পদ্মাবতী পার গ্রাম খেতরি নামেতে।

তৎপাই নিবাস তথা যাব এথা হৈতে ॥
শুনি নরোত্তমের মধুর মৃদু ভাষ।
মনে মনে হাসে কিছু না করে প্রকাশ ॥
নরোত্তম প্রতি কহে সব জানি আমি।
করাব দর্শন মোর সঙ্গে আইস তুমি ॥
এই দেখ এথা নিত্যানন্দ সখা সঙ্গে।
ধরি গোপ বেশ গোচারণ কৈলা রঙ্গে ॥
এথা নিত্যানন্দ হল মুষল লইয়া।
ভ্রমিলেন সবারে অভয় বর দিয়া ॥
এই খানে নিত্যানন্দ কৈলা রামলীলা।
সেতুবন্ধ করি এথা লঙ্কা প্রবেশিলা ॥
বধিয়া রাবণ সীতা করিলা উদ্ধার।
এই দেখ অযোধ্যায় অশেষ বিহার ॥
যৈছে শ্বেতদ্বীপে বলরাম বিলসয়।
তৈছে নিত্যানন্দ এই স্থানে বিহরয় ॥
হাড়ো পণ্ডিতের ঘর দেখহ এথায়।
এই খানে জন্মিলেন নিত্যানন্দ রায় ॥
হামাগুড়ি বেড়াইয়া বাহিব প্রাঙ্গণে।
ধরিয়া সর্পের ফণা খেলে এই খানে ॥
দেখ এই খানে তাঁর শ্রীচূড়াকরণ।

ধরিলেন যজ্ঞসূত্র ভুবন মোহন ॥
এথা বিষ্ণু আরাধিলা করিয়া যতন ।
বিষ্ণুর মন্দির এই করহ দর্শন ॥
এথাই পরমানন্দে সন্ন্যাসী ভুঞ্জিলা ।
হাড়োওঝা স্থানে নিত্যানন্দে মাগি লৈলা ॥
নিত্যানন্দে লৈয়া ন্যাসী গেলা এই পথে ।
ধাইলা গ্রামের লোক নিতাই দেখিতে ॥
এথা উচ্চস্বরে সবে করয়ে ক্রন্দন ।
নিত্যানন্দে লৈয়া শীঘ্র ন্যাসির গমন ॥
এই খানে নিত্যানন্দ চন্দ্রের জননী ।
হা পুত্র হা পুত্র বলি লোটায় ধরণী ॥
পুত্রগত প্রাণ হাড়ো পণ্ডিত এথায় ।
কান্দিয়া বিহ্বল ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥
এথা পদ্মাবতী দেবী মূর্চ্ছাপন্না ছিলা ।
হাড়াই পণ্ডিত স্থির হৈয়া প্রবোধিলা ॥
ওহে নরোত্তম দেখাইলুঁ যে যে স্থান ।
দেবের দুর্ল্লভ ইহা জানিবে কে আন ॥
এই একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দ রায় ।
অদ্যাপি বিহরে ভাগ্যবান দেখে তাঁয় ॥
ঐছে কহি বিপ্র তথা হৈলা অদর্শন ।

না দেখি ব্যাকুল চিত্তে চিন্তে নরোত্তম ॥
নরোত্তম কহে মোরে হৈল বজ্রাঘাত।
এই খানে ছিলা কোথা গেলা অকস্মাৎ ॥
যদি পুনঃ সে বিপ্রের না পাই দর্শন।
তবে অগ্নি জালি তাহে তেজিব জীবন ॥
হা হা বিপ্র মোরে ছাড়ি কোথা গেলা বলি।
নরোত্তম ক্রন্দন করয়ে বাহু তুলি ॥
দয়ার সমুদ্র নিত্যানন্দ হলধর।
সেই বিপ্র রূপে হৈলা নয়ন গোচর ॥
বিপ্র হৈলা রামরূপ মাধুর্য্য অশেষ।
শিঙ্গা বেত্র হাতে মাথে চূড়া চারু বেশ ॥
বলরাম নিত্যানন্দ হৈলা সেই ক্ষণে।
রূপের উপমা নাই এ তিন ভুবনে ॥
হাসি নরোত্তম প্রতি কহে ধিরে ধিরে।
তুমি মোর প্রিয় তোমা নারি ছাঁড়িবারে ॥
হইব অচিরে পূর্ণ যত অভিলাষ।
মোরে যে দেখিলে এথা না কর প্রকাশ ॥
এত কহি প্রভু তথা হৈলা অদর্শন।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহে নরোত্তম ॥
যে প্রকার হইলা সে দর্শন আবেশে।

সে সব কহিতে মোর মুখে না আইসে ॥
সে দিবস একচক্রা গ্রামেতে রহিয়া।
প্রভাতে চলিলা কত কৌতুক দেখিয়া ॥
জয় একচক্রা নাথ রোহিণী নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ দীন দুঃখীর শরণ ॥
ঐছে প্রভু নাম লৈয়া পথে চলি যায়।
মুখ বক্ষ ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥
খেতরি যাইতে হৈলা পদ্মাবতী পার।
যে আনন্দ হৈল লোকে না হয় নিস্তার ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে পঞ্চমো বিলাসঃ ॥ ৫ ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
পদ্মাবতী নদী পার হৈয়া মহাশয়।
শুভ ক্ষণে শ্রীখেতরি গ্রামে প্রবেশয় ॥
চতুর্দ্দিগে আসি লোক দেখে নেত্রভরি।
আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হইলা খেতরি ॥

শ্রীসন্তোষ আদি শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
যত্নে লই গেলা অতি নির্জ্জন আলয়ে॥
তথাপিহ লোক গতাগতি নাহি অন্ত।
লোক ভাড় দিবারাত্রি প্রহর পর্য্যন্ত॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিশায় নির্জ্জনে।
কৈছে সেবা প্রকাশিব এই চিন্তে মনে॥
নিশাবসানেতে নিদ্রা কৈলা আকর্ষণ।
স্বপ্ন চ্ছলে কহে কিছু শচীর নন্দন॥
ওহে নরোত্তম তুয়া পথ নিরখিযা।
পূর্ব্বেই আছিয়ে ধাতু বিগ্রহ হইয়া॥
তোমার রাজ্যেতে এক গৃহস্থ প্রধান।
সকলেই জানে তারে অতি অর্থবান্॥
তার ঘরে ধান্যাদির গোলা বহু হয়।
তাহা কেহ যাইতে নারে মহা সর্প ভয়॥
তার মধ্যে বৃহৎ গোলায় অছি আমি।
মোচন করিয়া দ্বার শীঘ্র আন তুমি॥
পুনঃ আর বিগ্রহ নির্ম্মাণ কথা কৈয়া।
হৈলা অদর্শন নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া॥
স্বপ্নের বিচ্ছেদে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ব্যগ্র হৈয়া জাগি দেখে রাত্রি দণ্ড দ্বয়॥

শ্রীনাম কীর্ত্তনে রাত্রি প্রভাত করিয়া।
কৈলা শীঘ্র দন্তধাবনাদি স্নানক্রিয়া॥
অতি হর্ষ হইয়া কহেন সর্ব্বজনে।
বহু গোষ্ঠী গৃহস্থ কে আছে কোন খানে॥
ধান্যাদির গোলা বহু হয় তার ঘরে।
সর্প ভয়ে তথা কেহ যাইতে না পারে॥
সকলেই কহে তারে জানিয়ে আমরা।
ঠাকুর কহেন তবে চলহ তোমরা॥
তথা মোর আছে অতি গূঢ় প্রয়োজন॥
এত কহি মহাশয় করিলা গমন॥
অতি শীঘ্র সেই গৃহস্থের ঘর গেলা।
গোষ্ঠী সহ সে আপনা কৃতার্থ মানিলা॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় চলে গোলা পানে।
সে গৃহস্থ ব্যগ্র হৈয়া পড়িলা চরণে॥
দুই হাত যুড়ি কহে করিয়া ক্রন্দন।
মহা সর্প ভয় তথা জানে সর্ব্বজন॥
আইল অনেক ওঝা সর্প খেদাইতে।
সর্পের গর্জ্জনে কেহ নারে স্থির হৈতে॥
বহু দিন হৈল মোরা দিলুঁ পরিচ্ছেদ।
অনেক অর্থের দ্রব্য ইথে পাই খেদ॥

যে হউ সে হউ তথা যাইতে না দিব।
যে কার্য্য থাকয়ে মোরা এথাই সাধিব।
হাসিয়া কহয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
কিছু চিন্তা নাই দূরে যাবে সর্প ভয়॥
তোমার গোলাতে আছে অতি প্রয়োজন
দেখিবে সাক্ষাৎ হৈব সফল নয়ন॥
এত কহি চলিলা ঠাকুর মহাশয়।
এথা সর্ব্বলোক ভয়ে হৈলা কম্প্যময়॥
দেখি শ্রীঠাকুর মহাশয়ের গমন।
অন্তর্দ্ধান হইলেন মহাসর্প গণ॥
প্রেমাবেশে নরোত্তম দ্বার ঘুচাইতে।
দেখে নবদ্বীপচন্দ্র প্রিয়ার সহিতে॥
ঝাল মল করে অঙ্গ ভূষিত ভূষণে।
উপমার স্থান না দেখয়ে কোন খানে॥
হস্ত পসারিয়া কোলে লৈতে হেন কালে।
চমকি বিদ্যুত প্রায় সামাইলা কোলে॥
দেখি সর্ব্বলোকের হইল চমৎকার।
জয় জয় ধ্বনি করে নেত্রে অশ্রুধার॥
কেহ কার প্রতি কহে দেখিলুঁ আশ্চর্য্য।
মনুষ্যে সম্ভব কভু নহে হেন কার্য্য॥

কেহ কহে ঐহারে চিনিতে নারে অন্য।
ঐহার কৃপাতে দেশ হইবেক ধন্য॥
কেহ কহে মো সবার ভাগ্য যদি হয়।
অবশ্য হইব তবে এ পদ আশ্রয়॥
জয় জয় প্রভু নরোত্তম বলি বলি।
নাচিয়া বেড়ায় সে সকলে বাহু তুলি॥
প্রভু লৈয়া মহাশয় বাসায় যাইতে।
চতুর্দ্দিগে ধায় লোক মহা ভীড় পথে॥
বাসায় যাইয়া অতি অপূর্ব্ব আসনে।
যত্নে বসাইলা গৌরচন্দ্রে প্রিয়া সনে॥
অনিমিখ নেত্রে শোভা করি নিরীক্ষণ।
হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে সম্বরণ॥
অকস্মাৎ হৃদ[illegible]ত হইল উদয়।
নৃত্য গীত বাদ্য যে সঙ্গীত শাস্ত্রে কয়॥
সেইক্ষণে মহাশয় হস্তে তালি দিয়া।
গায় গৌরচন্দ্র গুণ নিজগণে লৈয়া॥
কি অদ্ভুত গান সৃষ্টি কৈলা মহাশয়।
দেখিতে সে নৃত্য গন্ধর্ব্বের গর্ব্বক্ষয়॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাং॥

গন্ধর্ব্ব গর্ব্বক্ষপণ স্বলাস্য,

বিস্মাপিতাশেষ কলিপ্রজায়।
স্ব সৃষ্টগানপ্রথিতায়তস্মৈ
নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥

যার পানে বারেক করয়ে কৃপাদৃষ্টি।
সে হয় গায়ক গানে করে প্রেম বৃষ্টি ॥
অতি নীচ যবন বর্ব্বর দুরাচার।
সেহ মত্ত হৈয়া গায় গৌরাঙ্গ বিহার ॥
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি ব্যাপিল ভুবন।
স্বর্গে রহি পুষ্পবৃষ্টি করে দেব গণ ॥
শুনিতে সে উচ্চগান কেবা ধৈর্য্য ধরে।
আনের কা কথা দারু পাষাণ বিদরে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কহে একি চমৎকার।
অকস্মাৎ ঐছে গীত কে কৈল প্রচার ॥
দেবলোকে দুর্ল্লভ এ গীতের বিধান।
নৃত্য গীত বাদ্য কি হইল মূর্ত্তিমান ? ॥
কেহ কহে চৈতন্য ভক্তের কি অসাধ্য।
চৈতন্যের ভক্ত সর্ব্ব দেবের আরাধ্য ॥
ঐছে কহি মনুষ্যের বেশেতে আসিয়া।
নরোত্তম চরণে পড়য়ে লোটাইয়া ॥
হৈল যে প্রকার তাহা কে পারে বর্ণিতে

কত ক্ষণে সবে স্থির হইলা যত্নেতে ॥
সেই দিন বলরাম আদি কত জন ।
ঠাকুরের স্থানে কৈলা শ্রীমন্ত্র গ্রহণ ॥
কীর্ত্তনের শুভাবম্ভ সেই দিন হৈতে ।
আর যে যে রঙ্গ তাহা না পারি বর্ণিতে ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের আনন্দে ।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখে গৌরচন্দ্রে ॥
বলরাম বিপ্র আদি শিষ্য কত জনে ।
নিযুক্ত করিলা গৌর বিগ্রহ সেবনে ॥
স্বপ্নাদেশে আর পঞ্চ সেবা প্রকাশিয়া ।
চিন্তাযুক্ত আচার্য্যের সংবাদ না পাঞা ॥
মহাশয় বিচার করয়ে মনে মনে ।
তাঁর আজ্ঞা নাই লোক পাঠাব কেমনে ॥
এবে কি উপায় করি বহু দিন হৈল ।
জাজিগ্রাম হৈতে এথা কেহ না আইল ॥
এই রূপ বিচারিতে উদ্বিগ্ন হইলা ।
হেন কালে জাজিগ্রাম হৈতে লোক আইলা ।
তাঁরে দেখি হর্ষ শ্রীঠাকুর মহাশয় ।
বসাইয়া আসনে কুশল জিজ্ঞাসয় ॥
তেঁহো কহে সকল মঙ্গল কহি ক্রমে ।

তাঁ'মা লাগি সতত ব্যাকুল জাজিগ্রামে ॥
শ্রীখণ্ড কণ্টক নগরেতে প্রায় স্থিতি।
মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপাঞ্চলে গতা গতি ॥
একদিন আচার্য্য ঠাকুর খণ্ডে গেলা।
শ্রীসরকার ঠাকুর অনেক প্রবোধিলা ॥
পুন করে ধরি আজ্ঞা দেই বারে বারে।
বিবাহ করিতে বাপু হইবে তোমারে ॥
পুনঃ পুনর্ব্বার আজ্ঞা লঙ্ঘন না হয়।
করিলা বিবাহ শুনি হৈল হর্ষোদয় ॥
করিয়া বিবাহ র'হ শ্রীজাজিগ্রামেতে।
তথা আইসে বহু বিদ্যাবন্ত শিষ্য হৈতে ॥
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবসেনের নন্দন।
রামচন্দ্র নাম সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
তাঁরে শিষ্য করিলেন এ কথা শুনিতে।
স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে ॥
পুন কহে ঐছে বহু জনে শিষ্য কৈলা।
গোস্বামির গ্রন্থ সর্ব্বত্রেই প্রচারিলা ॥
শ্রীবৃন্দাবনেতে পাঠাইলা সমাচার।
পত্রী লৈয়া মনুষ্য আইলা তথাকার ॥
শ্রীজীব গোস্বামী পুনঃ যে গ্রন্থ পাঠাইলা।

তাহা শীঘ্র সর্ব্বত্রেই প্রচার করিলা ॥
আইল সংবাদ পত্রী নবদ্বীপ হৈতে।
অদর্শন হৈলা বহু ভক্ত নদীয়াতে ॥
শান্তিপুর আদি যে যে স্থানে প্রভুগণ।
বিচ্ছেদাগ্নি দাহে প্রায় হৈলা অদর্শন ॥
শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীদাসগদাধর।
অদর্শন হৈতে দগ্ধ আচার্য্য অন্তর ॥
আচার্য্যের যে দশা তা কহনে না যায়।
হইলা আচার্য্য দেহ ধারণ সংশয় ॥
পশুপক্ষী কান্দয়ে সে ক্রন্দন শুনিতে।
তিলার্দ্ধেক আচার্য্য না পারে সম্বরিতে ॥
কারে কিছু না কহিয়া প্রভাতে চলিলা।
অতি অল্প দিনে বৃন্দাবনে প্রবেশিলা ॥
আচার্য্যে দেখিয়া হর্ষ গোস্বামী সকল।
নির্জ্জনে বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল ॥
গ্রন্থ লৈয়া গেলা যৈছে যৈছে প্রচারিলা।
আদ্যোপান্ত আচার্য্য সকল নিবেদিলা।
প্রভু পরিকরের কহিতে অদর্শন।
ব্যাকুল হইয়া সবে করিলা ক্রন্দন ॥
সবে স্থির হৈয়া বুঝি আচার্য্য অন্তর।

আচার্য্যে প্রবোধ বাক্য কহিলা বিস্তর ॥
এই রূপ দিনচারি পাঁচ গোঙাইতে।
রামচন্দ্র সেন গিয়া মিলিলা তথাতে ॥
পাইলেন সভে রামচন্দ্র পরিচয়।
যাঁহার দৌহিত্র হন যাঁহার তনয় ॥
মহা নৈয়ায়িক কবি ব্রজে ব্যক্ত হৈলা।
কবিরাজ খ্যাতি শ্রীগোস্বামী সভে দিলা ॥
আচার্য্যের বিবাহ হইল যে প্রকারে।
তাহা শুনিলেন সভে কবিরাজ দ্বারে ॥
শ্রীজীব গোস্বামী আদি অতি যত্ন পাঞা।
করিলা বিদায় কিছু গ্রন্থ সমর্পিয়া ॥
দিলেন সঙ্গেতে ব্রজবাসী চারিজন।
আচার্য্য চলিলা করি অনেক ক্রন্দন ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট লোকনাথ আদি করি।
হইলা ব্যাকুল আচার্য্যের পথ হেরি ॥
অতি শীঘ্র গৌড় দেশে আইলা ঠাকুর।
রাজারে সুস্থির কৈলা গিয়া বিষ্ণুপুর ॥
জাজিগ্রাম আসিবেন এ সব শুনিঞা।
আইলুঁ একাকী সর্ব্ব সংবাদ লইয়া ॥
এক কহিতেই আসি আর এক জন।

দিলেন শ্রীআচার্য্যের স্বহস্ত লিখন ॥
পত্রী পাঠ করিতে ঠাকুর মহাশয়।
হইলা অস্থির তবু পত্রিকার্থ কয় ॥
শ্রীআচার্য্য গৃহ হইতে নিজগণ লৈয়া।
দুই শিষ্য কৈলা আসি কাঞ্চন গড়িয়া।
দ্বিজ হরিদাস প্রভু পার্ষদ প্রধান।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ দুই পুত্র তান ॥
দুই ভাই শিষ্য হৈলা পিতার নিদেশে।
পরম পণ্ডিত মত্ত সংকীর্ত্তন রসে ॥
তথা হৈতে দোঁহে আইলা আনন্দ অন্তরে।
আচার্য্য ঠাকুর কালি আইলা বুধরে ॥
আজু মোর সুপ্রভাত এতেক কহিয়া।
শ্রীগৌর মন্দিরে গেলা দুই জনে লৈয়া ॥
বলরাম পূজারী প্রভৃতি যে যে তথা।
সভারে কহিলা সংক্ষেপেতে সব কথা ॥
বলরাম পূজারী পরমানন্দ মনে।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইলা দুই জনে ॥
এথা মহাশয় চলিলেন দেখিবার।
মহা মহোৎসব আয়োজনের ভাণ্ডার ॥
দেখিয়া প্রস্তুত অতি উল্লাস হিয়ায়।

যার যেই কার্য্য তাঁরে নিয়োজিলা তায় ॥
দেবীদাস গোকুল গৌরাঙ্গে লৈয়া সাথে।
চলিলা বুধরি গ্রামে রজনী প্রভাতে ॥
গ্রামে প্রবেশিতে লোক দেখি হৃষ্ট হৈয়া।
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরে কহিলা শীঘ্র গিয়া ॥
আচার্য্য ঠাকুর মহা আনন্দ হৃদয়।
বাটীর বাহিরে দেখে আইলা মহাশয় ॥
মহাশয় ভূমে পড়ি প্রণাম করিতে।
কোলে লৈয়া আচার্য্য নারয়ে স্থির হৈতে ॥
উথলিল প্রেমের সমুদ্র অতিশয়।
দেখিতেই হৈল সর্ব্ব লোকের বিস্ময় ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে আচার্য্য আপনে।
মিলাইলা রামচন্দ্রাদিক সর্ব্বজনে ॥
হইল মিলন যৈছে প্রেমানন্দ ভরে।
কিছু বিস্তারিলুঁ গ্রন্থ ভক্তি রত্নাকরে ॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
কহেন বৃত্তান্ত সব নির্জ্জন আলয়ে ॥
রামচন্দ্রাদিকে শিষ্য কৈলা যে প্রকারে।
বিবাহ করিয়া যৈছে গেলা ব্রজপুরে ॥
রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।

কবিরাজ খ্যাতি তাঁর হইল যেমনে ॥
যে রূপে আইলা গৌড়দেশে বিষ্ণুপুরে।
জাজিগ্রাম হৈতে যৈছে আইলা বুধরে ॥
কবিরাজ খ্যাতি যৈছে দিলেন গোবিন্দে।
কহিলা এ সব কথা মনের আনন্দে ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে জিজ্ঞাসে মঙ্গল।
ক্রমে ক্রমে মহাশয় কহেন সকল ॥
শ্রীসন্তোষ রায় আদি শিষ্য যে প্রকারে।
ভক্তিদেবী কৃপা যৈছে করিলা সভারে ॥
শ্রীগৌর বিগ্রহ প্রাপ্তে যে রঙ্গ হইল।
আর পঞ্চ বিগ্রহ নির্ম্মাণ যেছে কৈল ॥
শ্রীমহোৎসবের যৈছে হৈল আয়োজন।
শ্রীমন্দির যৈছে সিংহাসনের গঠন ॥
এত কহি কহে পত্রী পাইলুঁ যেই ক্ষণে।
ফাল্গুন পূর্ণিমায় উৎসব কৈলুঁ মনে ॥
আচার্য্য কহেন সেই দিন স্থির হৈল।
এত কহি নিমন্ত্রণ পত্রী লেখাইল ॥
শ্রীগৌড় মণ্ডলে ভক্তালয় যথা যথা।
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা তথা তথা ॥
উৎকলে মনুষ্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিলা।

শ্যামানন্দে এ সকল বৃত্তান্ত লিখিলা ॥
সর্ব্বাত্রে লিখন পাঠাইয়া হর্ষ মনে।
না জানি কি মহাশয়ে কহিলা নির্জ্জনে ॥
কৃষ্ণ কথা রসে অতি বিহ্বল হইয়া।
নরোত্তমে দিলা রামচন্দ্রে সমর্পিয়া ॥
এ দুই জনের তনু প্রাণ মন এক।
দেখিতেই ভিন্ন প্রেমমূর্ত্তি পরতেক ॥
শ্রীআচার্য্য নরোত্তম রামচন্দ্র রীত।
দুই এক দিবসেই হইল বিদিত ॥
কেহ কহে এ তিন মনুষ্য কভু নয়।
জীবের নিস্তার হেতু তিনের উদয় ॥
কেহ কহে ওহে ভাই তিনের দর্শনে।
এক বস্তু তিন এই হয় মোর মনে ॥
কেহ কহে মোর মনে উপজয়ে যাহা।
ব্যক্ত করি কাহুকে কহিতে নারি তাহা ॥
ঐছে কত কথা লোক কহে পরস্পরে।
বিস্তারিতে নারি গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে ॥
আচার্য্য শ্রীমহাশয়ে রাখি দিন চারি।
বিদায় হইলা আগে যাইতে খেতরি ॥
রামচন্দ্র আদি প্রিয়গণ সঙ্গে দিলা।

খেতরি যাইয়া সভে গৌরাঙ্গে দেখিলা।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ গুণের নিধান।
ব্যাস আচার্য্যাদি সবে মহা বিদ্যাবান॥
সকলের হৈল মহা আনন্দ হৃদয়।
দেখি প্রভু সেবার সম্পত্তি অতিশয়॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রে লৈয়া।
দিলেন সবারে বাসা নির্জ্জন দেখিয়া॥
নরোত্তম রামচন্দ্র আদি সর্ব্বজন।
আচার্য্যের পথ পানে করে নিরীক্ষণ॥
এথা শ্রীআচার্য্য কত জনে শিষ্য করি।
গোবিন্দাদি সঙ্গে শীঘ্র গেলেন খেতরি॥
কি অদ্ভুত শোভা হৈল গ্রামে প্রবেশিতে।
আইল বৈষ্ণব সব আগুসরি লৈতে॥
উথলিল প্রেমানন্দ সভার হিয়ায়।
আচার্য্য লইয়া আইলা অপূর্ব্ব বাসায়॥
বাসা হৈতে আচার্য্য ঠাকুর গণ সনে।
অতি শীঘ্র গেলা শ্রীগৌরাঙ্গ দরশনে॥
লক্ষ্মী বিষ্ণু প্রিয়া সহ দেখি গৌররায়।
হইলা বিহ্বল নেত্র জলে ভাসি যায়॥
আর পঞ্চ বিগ্রহ করিয়া দরশন।

হৈলা প্রেমাবেশে যৈছে না হয় বর্ণন ॥
কত ক্ষণে স্থির হৈয়া প্রিয়গণ সনে।
দেখিলা সামগ্রী সব প্রস্তুত ভবনে ॥
গণ সহ বাসা আসি চিন্তে অনুক্ষণ।
শ্যামানন্দ গমনে বিলম্ব কি কারণ ॥
হেনকালে কেহ আসি কহে আচম্বিতে।
শ্যামানন্দ আইলেন উৎকল হইতে ॥
শুনি আচার্য্যের হৈল আনন্দ হৃদয়।
গণ সহ আগুসরি গেলা মহাশয় ॥
হেন কালে শ্যামানন্দ নিজ গণ সনে।
আসি প্রবেশিলা শীঘ্র আচার্য্য ভবনে ॥
শ্যামানন্দ আচার্য্যেরে করিয়া দর্শন।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ ঝরে দু নয়ন ॥
আচার্য্য ঠাকুর স্নেহে নারে স্থির হৈতে।
ধরি কৈলা কোলে শ্যামানন্দ প্রণমিতে ॥
নয়নের জলে শ্যামানন্দে সিক্ত কৈলা।
দেখি প্রেমাবেশে সভে অধৈর্য্য হইলা ॥
আচার্য্য চাহিয়া শ্যামানন্দ মুখ পানে।
জিজ্ঞাসি কুশল স্থির হৈলা কত ক্ষণে ॥
নরোত্তম শ্যামানন্দ দোঁহ প্রেমাবেশে।

হইলা যে রূপ তাহা কহিতে না আইসে ॥
শ্রীশ্যামানন্দেরে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
করাইলা সর্ব্ব বৈষ্ণবের পরিচয় ॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ ব্যাস চক্রবর্ত্তি।
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি কবিরাজ খ্যাতি ॥
চট্টরাজ রামকৃষ্ণ কুমুদাদি সনে।
মিলনে যে আনন্দ বর্ণিব কোন জনে ॥
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি।
সভে মিলাইলা নরোত্তম গুণনিধি ॥
পরস্পর মিলনে যে স্নেহ ভক্তি রীতি।
যে দেখিলা সে আপনা মানয়ে সুকৃতি ॥
রামচন্দ্র সহ নরোত্তম মহাশয়।
শ্যামানন্দে লৈয়া গেলা অপূর্ব্ব আলয় ॥
তথা বাসা দিয়া অতি মনের উল্লাসে।
রসিকানন্দের প্রতি কহে স্নেহাবেশে ॥
শুহে বাপু সকল করিবে সমাধান।
কোন মতে কার যেন নহে অসম্মান ॥
শুনিয়া রসিকানন্দ কর যোড় করি।
আপনা কৃতার্থ মানি রহে মৌন ধরি ॥
রসিকানন্দের চেষ্টা দেখি মহাশয়।

হইলেন হৃষ্ট যৈছে কহিলে না হয় ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র সনে।
গেলেন শ্রীআচার্য্য ঠাকুর যেই স্থানে ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজে দিলা পাঠাইয়া।
তেঁহো আইলা শ্যামানন্দ পাশে হৃষ্ট হৈয়া
শ্যামানন্দ মহান্ত পরমানন্দ মনে।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর দরশনে ॥
দেখিলা মধুর মূর্ত্তি নেত্রে ধারা বয়।
বার বার ভূমিতে পড়িয়া প্রণময় ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক শোভা অতি মনোহর।
প্রেমের আবেশেতে অবশ কলেবর ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্রীগোবিন্দে কন।
আর পঞ্চ বিগ্রহ করাহ দরশন ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তাহা দেখাইতে।
শ্যামানন্দ হৈলা যৈছে না পারি বর্ণিতে ॥
উৎসবের সামগ্রী আছয়ে যে যে স্থানে।
তাহা দেখাইলা দেখি মহা হৃষ্ট মনে ॥
এথা শ্রীরসিকানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম।
শ্রীকিশোর আদি সভে সর্ব্বাংশে উত্তম ॥
যে সব সামগ্রী আনিলেন দেশ হৈতে।

তাঁহা রাখাইলা গৌরাঙ্গের ভাণ্ডারেতে ॥
সঙ্গে বহু লোক তাঁ সভার যত্ন পাঞা।
দিলা যে উচিত দ্রব্য বাসা নিয়োজিয়া ॥
এই রূপে নানা স্থানে করে সমাধান।
শ্যামানন্দ শিষ্য সবে বৈষ্ণবের প্রাণ ॥
এথা শ্যামানন্দ গেলা আচার্য্য যথায়।
হইলেন মগ্ন গৌর কৃষ্ণের কথায় ॥
সে দিবস পরম আনন্দে গোঙাইয়া।
প্রাতঃকালে সবে সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া ॥
স্নানাদি করিয়া সবে চিন্তে মনে মনে।
শ্রীজাহ্নবা দেবীর বিলম্ব হৈল কেনে ॥
হেনকালে এক বিপ্র কহে যত্ন করি।
পদ্মাবতী পার হৈলা জাহ্নবা ঈশ্বরী ॥
শুনিতেই সভে প্রেমানন্দে পূর্ণ হৈলা।
পদ্মাবতী তীর-পথে আগুসরি গেলা ॥
চতুর্দ্দিগে লোক সব করে ধাওয়া ধাই।
সবে কহে আইলা শ্রীজাহ্নবা প্রেমময়ী ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সঙ্গের একজন।
তেঁহো আইসে জানাইতে ঈশ্বরী গমন ॥
দেখি আচার্য্যের গতি অতি হর্ষ চিতে।

ঈশ্বরী গমন কহে প্রণমি ভূমেতে ॥
তাঁরে প্রণমিয়া শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
জিজ্ঞাসে বিশেষ তেঁহো বিবরিয়া কয় ॥
এথাকার সমাচার পাঞা পত্রী দ্বারে।
হৈলা উৎকণ্ঠিত সভে এথা আসিবারে ॥
তথায় ছিলেন কৃষ্ণ দাস অত্যুদার।
সূর্য্য দাস সরখেল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাঁর ॥
শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর।
মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর ॥
কমলাকর পিপ্‌লাই শ্রীজীব পণ্ডিত।
মাধব আচার্য্য যাঁর চেষ্টা সুবিদিত ॥
নৃসিংহ চৈতন্য দাস কানাঞি শঙ্কর।
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৃন্দাবন বিজ্ঞবর ॥
শ্রীমীন কেতন রাম দাস মহাশয়।
নকড়ি শ্রীবলরাম আদি প্রেম ময় ॥
সভে নিবেদিলা দুই ঈশ্বরী চরণে।
খেতরি যাইতে কৈছে ইচ্ছা হয় মনে ॥
শুনি হর্ষ হৈয়া কহে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
বিলম্বে কি কার্য্য তথা চল শীঘ্র করি ॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস।

করিলা গমন সজ্জা হইয়া উল্লাস ॥
খড়দহ হৈতে ঈশ্বরীর যাত্রা দিনে।
দূরে হৈতে বৈষ্ণব আইলা দরশনে ॥
কহিলা ঈশ্বরী এথা যাত্রা সমাচার।
শুনিতেই উৎকণ্ঠা জন্মিল সভাকার ॥
সবে নিজ নিজ বাসা গিয়া শীঘ্র আইলা
এহেতু বিলম্ব হৈল পুনঃ যাত্রা কৈলা ॥
হইল আকাশ বাণী যাত্রার সময়।
সে অতি আশ্চর্য্য তাহা শুন মহাশয় ॥
পরম গভীর নাদে কহে বার বার।
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রিয় যে আমার ॥
নিজ গণ সহ ভক্তি দানেতে প্রবীণ।
নিরন্তর আমি সে দোঁহার প্রেমাধীন ॥
খেতরি গ্রামেতে গণ সহ সংকীর্ত্তনে।
করিব নর্ত্তন দেখিবেক সর্ব্ব জনে ॥
মোর প্রেম প্রভাবে মাতিব সর্ব্বলোক।
না রহিব কাহার কোনই দুঃখ শোক ॥
সর্ব্ব সিদ্ধি হৈব তথা তোমার গমনে।
সবে চাহি আছয়ে তোমার পথ পানে ॥
খেতরি হইতে তুমি যাবে বৃন্দাবন।

তথা হইতে আসি বিতরিবে ভক্তিধন ॥
শুনি ঈশ্বরীর চিত্তে হৈল চমৎকার।
স্থির হৈতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
খড়দহ গ্রামেতে যতেক বিজ্ঞগণ।
অন্যত্র হইতে যে যে কৈলা আগমন ॥
সবে শুনি মত্ত হইলা মনের উল্লাসে।
নিবারিতে নারে নেত্র অশ্রু জলে ভাসে ॥
শ্রীজাহ্নবা গৌর নিত্যানন্দে সঙরিয়া।
সেই ক্ষণে গমন করয়ে সভা লৈয়া ॥
শ্রীবসু দেবীরে কিবা কহিয়া নির্জ্জনে।
গঙ্গা বীরচন্দ্রে স্থির করিলা যতনে ॥
সভে সর্ব্ব প্রকারে করিয়া সাবধান।
কথো দূর নৌকা পথে করিলা পযান ॥
চলিতেই এই ধ্বনি হৈল দেশ ভরি।
খেতরি হইয়া ব্রজে যাবেন ঈশ্বরী ॥
কথো দূরে গিয়া নৌকা হইতে নাবিলা।
ভাগ্যবন্ত প্রিয় বণিকের ঘরে গেলা ॥
দিবানিশি মত্ত তাঁরা নিত্যানন্দ গুণে।
উথলিল প্রেমানন্দ ঈশ্বরী দর্শনে ॥
শ্রীঈশ্বরী করি সভা প্রতি অনুগ্রহ।

সে দিবস তথাই রহিলা গণ সহ ॥
রঘুনাথ খঞ্জ ভগবানের নন্দন।
জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম ॥
তেঁহো আসি ঈশ্বরীরে তথাই মিলিলা।
অতি প্রাতে উঠি সভে অম্বিকা আইলা।
শ্রীহৃদয় চৈতন্য যাইয়া কথো দূরে।
সভা সহ ঈশ্বরীরে আনিলেন্ ঘরে ॥
নিতাই চৈতন্য চান্দে করিয়া দর্শন।
হৈলা যে প্রকার তাহা না হয় বর্ণন ॥
ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন্ কতক্ষণে।
ভক্ষণাদি ক্রিয়া সারিলেন্ সেই স্থানে ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী হৃদয চৈতন্যেরে।
কহিলেন্ সকল প্রসঙ্গ ধিরে ধিরে ॥
শুনি শ্রীহৃদয়ানন্দ আনন্দিত হৈলা।
যাইতে খেতরি গ্রাম মনঃ স্থির কৈলা ॥
শ্রীবংশী বদন পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস।
হেনকালে গণ সহ আইলা প্রভু পাশ ॥
শ্রী জাহ্নবা ঈশ্বরীর চরণ দর্শনে।
আপনা মানয়ে ধন্য ধারা দু নয়নে ॥
বারে বারে ভূমিতে পড়িয়া প্রণমিলা।

ঈশ্বরী আজ্ঞায় স্থির হইয়া বসিলা ॥
মনের উল্লাসে তাঁরে কহিলা সকল।
শুনিতেই হৈলা অতি আনন্দ বিহ্বল ॥
শ্রীচৈতন্য দাস আদি স্থির কৈলা মনে
খেতরি যাইব শ্রীউৎসব দরশনে ॥
মনের উল্লাসে সভে প্রস্তুত হইলা।
শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরে জানাইলা ॥
শান্তিপুর হইতে আইলা এক জন।
তেঁহো নিবেদয়ে তথাকার বিবরণ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত তনয়।
বিচ্ছেদে জর্জ্জর দেহ ধারণ সংশয় ॥
শ্রীসীতা মাতার আজ্ঞা করিতে পালন।
খেতরি যাইতে হৈবে প্রভাতে গমন ॥
শুনি ঈশ্বরীর অতি আনন্দ বাঢ়িল।
তাঁর দ্বারে শীঘ্র সব কহি পাঠাইল ॥
সভা সহ শ্রীজাহ্নবা পণ্ডিত আবাসে।
গোঙাইলা রাত্রি অতি মনের উল্লাসে ॥
প্রভাতেই শ্রীমঙ্গল আরতি দেখিলা।
নিতাই চৈতন্য পদে আত্ম সমর্পিলা ॥
শ্রীসেবা নিযুক্ত সভে সাবধান করি।

সভা সহ নবদ্বীপে চলিলা ঈশ্বরী ॥
দূরে হৈতে শ্রীনবদ্বীপের পানে চাঞা।
দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে বুক বাঞা ॥
সংবরি সে সব নবদ্বীপের বিলাস।
অনলের শিখা প্রায় ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥
হইলা অবশ অঙ্গ ব্যাকুল হিয়ায়।
... ... হৈলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥
... ... যে যে ছিলা প্রভু প্রিয়গণ।
... ... শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আগমন ॥
... উল্লাসে সভে আইলা আগুসরি।
দূরে দেখি দোলা হৈতে নাবিলা ঈশ্বরী ॥
ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া সর্ব্ব জনে।
আপনার ভাগ্য শ্লাঘা করয়ে আপনে ॥
আজি সুপ্রভাত বিধি কৈলা মো সভার।
ঐছে কহি নিকটে প্রণমে বার বার ॥
শ্রীজাহ্নবা দেবী কৈলা যে হইল মনে।
আশ্চর্য্য প্রেমের গতি বুঝে কোন জনে ॥
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যে আইলা প্রিয়গণ।
যথা যোগ্য সভা সহ হইল মিলন ॥
মিলনের কালে ধৈর্য্য গেল সভাকার।

কেহ কার পদধূলী লয়ে বার বার ॥
প্রেমাবেশে কেহ কার ধরিয়া গলায়।
সঙরি প্রভুর লীলা কান্দে উচ্চরায় ॥
কিঅদ্ভূত প্রেমের মহিমা কেবা জানে।
প্রভু প্রিয়গণ স্থির হৈলা কত ক্ষণে ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত-ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীপতি।
যত্নে কহে শ্রীমাধব আচার্য্যাদি প্রতি ॥
এথা গঙ্গা স্নান হয় এই মোর মনে।
শুনি এই বাক্য হর্ষ হৈলা সর্ব্ব জনে ॥
সকলেই গঙ্গা স্নান করেন তথাই।
নবদ্বীপে শ্রীপতি গেলেন্ ধাওয়া ধাই ॥
বিবিধ সামগ্রী শীঘ্র লইয়া আইলা।
এথা সভে স্নানাদিক ক্রিয়া সমাধিলা ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
সভে ভুঞ্জাইলা কিছু ভুঞ্জিলা আপনে ॥
নবদ্বীপ মধ্যে প্রবেশিলা শীঘ্র করি।
শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে আইলা ঈশ্বরী ॥
তথাতে আইলা প্রভু অদ্বৈত-নন্দন।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাম ভুবন পাবন ॥
অচ্যুতের ভ্রাতা শ্রীগোপাল প্রেমময়।

শ্রীকানু পণ্ডিত বিষ্ণুদাস মহাশয় ॥
বনমালী দাস আদি অতি বিজ্ঞগণ ।
পরস্পর হৈল মহা আশ্চর্য্য মিলন ॥
উথলিল প্রেমের সমুদ্র অতিশয় ।
এক মুখে সে সব কহিতে সাধ্য নয় ॥
শ্রীমতী ঈশ্বরী অতি নির্জ্জনে আনন্দে
জানাইলা সব কথা শ্রীঅচ্যুতানন্দে ॥
শুনি প্রেমা বেশে প্রভু অদ্বৈত-কুমার ।
হই অতি অধৈর্য্য গর্জ্জয় অনিবার ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি সভে জানাইতে
হইল সভার মন উৎসব দেখিতে ॥
খেতরি গমন কথা সর্ব্বত্রে ব্যাপিলা ।
শ্রীবাস ভবনে সভে একত্র হইলা ॥
সে দিবস সেই খানে সভার ভোজন ।
যে আনন্দ হৈল তাহা না হয় বর্ণন ॥
নবদ্বীপ বাসী লোক ধায় চারি পাশে ।
হইল অত্যন্ত ভীড় শ্রীবাস আবাসে ॥
প্রভু-পার্ষদের শুভ দর্শন পাইয়া ।
জুড়াইল দারুণ দুঃখাগ্নি-দগ্ধ হিয়া ॥
কথো রাত্রি রহি সব লোক গৃহে গেল

এথা প্রভু গণ সভে শয়ন করিলা ॥
প্রভাতে উঠিয়া সভে চলিলা সত্বরে ।
আইলা আকাই হাটে কৃষ্ণ দাস ঘরে ।
পরম গায়ক কৃষ্ণদাস প্রেমাবেশে ।
আপনা মানয়ে ধন্য আনি নিজাবাসে
ভক্ষণ সামগ্রী অতি শীঘ্রতে করিয়া ।
খেতরি যাইতে রহে প্রস্তুত হইয়া ॥
প্রভাতে উঠিয়া সভে আনন্দ অন্তরে ।
অতি শীঘ্র আইলেন্ কণ্টক নগরে ॥
প্রথমেই কৃষ্ণ দাস ঠাকুর আসিয়া ।
শ্রীযত্নন্দনে সব কহে বিবরিয়া ॥
শ্রবণ মাত্রেতে মহা উল্লাস অন্তরে ।
আগুসরি গিয়া শীঘ্র আনিলেন্ ঘরে ॥
তথা আইলা শ্রীরঘুনন্দন গণ সাথ ।
শিবানন্দ সহ আইলা বিপ্র বাণীনাথ ॥
বল্লভ চৈতন্য দাস ভাগবতাচার্য্য ।
নর্ত্তক গোপাল জিতামিশ্র বিপ্রবর্য্য ॥
রঘুমিশ্র কাশীনাথ পণ্ডিতউদ্ধব ।
শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র মঙ্গল বৈষ্ণব ॥
আইলেন্ ঐছে বহু প্রভু প্রিয়গণ ।

পরস্পর হৈল অতি অদ্ভুত মিলন ॥
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ শোভা দেখি।
হইয়া বিহ্বল সবে জুড়াইতে আঁখি ॥
গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলা যথা।
কান্দিতে কান্দিতে সবে চলিলেন তথা ॥
স্থান দৃষ্টি মাত্রে হৈলা যে দশা সবার।
সে সব কহিতে মুখে না আইসে আমার ॥
কতক্ষণে স্থির হইলেন সর্ব্বজন।
করিলেন শীঘ্র সবে গঙ্গাবগাহন ॥
এথা যদুনন্দনাদি অতি যত্ন করি।
বিবিধ মিষ্টান্ন সাজাইলা পাত্র ভরি ॥
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে সমর্পিয়া থরে থরে।
পৃথক্ পৃথক্ থুইলেন বাসা ঘরে ॥
এথা স্নানাদিক ক্রিয়া সবে সমাধিলা।
শ্রীমহাপ্রসাদ অতি যত্নেতে ভুঞ্জিলা ॥
সে দিবস শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আপনে।
মনের আনন্দে শীঘ্র চলিলা রন্ধনে ॥
করিলা রন্ধন শীঘ্র বিবিধ প্রকার।
শুনিতে সবার মনে হৈল চমৎকার ॥
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে ভোগ কৈলা সমর্পণ।

পরম আনন্দে প্রভু করিলা ভোজন॥
কতক্ষণ পরে যত্নে ভোগ সরাইয়া।
ভুঞ্জাইলা সবারে পরম যত্ন পাঞা॥
অমৃত সমান সব দিতে কি তুলনা।
যে ভুঞ্জিল সে আনন্দে পাসরে আপনা॥
শ্রীঈশ্বরী করিলেন প্রসাদ সেবন।
সর্ব্ব মহান্তের হৈল আনন্দিত মন॥
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী আদি যত।
ভুঞ্জিলেন পশ্চাতে করিয়া যত্ন কত॥
অমহাপ্রসাদাস্বাদে যে হইল মনে।
কহিতে নারয়ে অশ্রুধারা দু নয়নে॥
নিজ ইষ্ট দাস গদাধরে সঙরিয়া।
কতক্ষণে স্থির হৈলা নিভৃতে বসিয়া॥
খেতরি যাইতে অতি উৎকণ্ঠিত মন।
করিলেন তথা যাইবার আয়োজন॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবা পরিচারকেরে।
করিলেন সাবধান সকল প্রকারে॥
হইল সন্ধ্যা সময় সকল সাধিতে।
আইলা সর্ব্ব মহান্ত গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণেতে॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের করি আরতি দর্শন।

করিলেন কতক্ষণ শ্রীনাম কীর্ত্তন ॥
গোঙাইলা রাত্রি সবে কৃষ্ণ কথা রসে।
হইল কিঞ্চিত নিদ্রা মনের উল্লাসে ॥
রজনী প্রভাতে গৌরচন্দ্রে প্রণমিঞা।
আইলেন ঐছে পথে সবা সম্বোধিয়া ॥
অদ্য শীঘ্র পদ্মাবতী হইলেন পার।
আমা পাঠাইলা শীঘ্র দিতে সমাচার ॥
শুনি এ প্রসঙ্গ সব আচার্য্য ঠাকুর।
হইলেন যৈছে তাহা বচনের দূর ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ আদি।
হইল সবার মনে আনন্দ অবধি ॥
যাইতে দেখয়ে নেত্রে আগে বিদ্যমান।
আইসেন সবে তেজ সূর্য্যের সমান ॥
নিরখিতে নেত্রের নিমিখ গেল দূরে।
হইল অবশ অঙ্গ চলিতে না পারে ॥
এ সবার দশা দেখি জাহ্নবা ঈশ্বরী।
নাবিলেন দোলা হৈতে প্রভুরে সঙরি ॥
শ্রীঅচ্যুত আদি কথো জন যানে ছিলা।
মনের উল্লাসে শীঘ্র ভূমেতে নাবিলা ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি ভাসি প্রেম জলে।

লোটাইয়া পড়ে ঈশ্বরীর পদতলে।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী নারে স্থির হৈতে।
যৈছে অনুগ্রহ কৈলা কে পারে কহিতে॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি প্রভু প্রিয়গণ।
ক্রমে ক্রমে তা সবার বন্দিলা চরণ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য আদি পানে নিরখিয়া।
শ্রীঅচ্যুতানন্দাদি ধরিতে নারে হিয়া॥
কেহ শ্রীনিবাসে কোলে করিয়া কান্দয়।
কেহ নরোত্তমে বার বার আলিঙ্গয়॥
কেহ না ছাড়য়ে রামচন্দ্রে করি কোলে।
কেহ শ্রীগোকুলানন্দে সিঞ্চে নেত্র জলে॥
কেহ বাহু পসারিয়া ধরয়ে শ্রীদাসে।
কেহ শ্যামানন্দে মহাবাৎসল্য প্রকাশে॥
কেহ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মুখ চাঞা।
আলিঙ্গিতে নেত্রধারা বহে বুক বাঞা
ঐছে প্রেমরীতি অতি অদ্ভুত মিলন।
দেখিয়া আপনা ধন্য মানে দেবগণ
গ্রামে প্রবেশিতে লোক চতুর্দ্দিগে ধায়।
ডুবিল খেতরী গ্রাম আনন্দ বন্যায়॥
আচার্য্য ঠাকুর যত্নে নিবেদি সবারে।

লৈয়া গেলা পৃথক পৃথক বাসা ঘরে ॥
গণ সহ শ্রীগ্রীব বাসা কৈল যথা ।
রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা তথা ॥
রঘুনাথ আচার্য্য আদির বাসা ঘরে ।
করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপূরে ॥
শ্রী হৃদয় চৈতন্যের বাসা যেই খানে ।
তথা শ্যামানন্দে সমর্পিলা সাবধানে ॥
শ্রীচৈতন্য দাস আদি যথা উত্তরিলা ।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসা ঘরে
করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস আচার্য্যেরে
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায় ।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লবী কান্ত তায় ॥
শ্রীরঘুনন্দন গণ সহ যে বাসাতে ।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত তাহাতে
বিপ্র বাণীনাথ জিতামিশ্রাদিক ঘরে ।
সমর্পিলা রাম কৃষ্ণ কুমুদ আদিরে ॥
শ্রীযদু নন্দন চক্রবর্ত্তি বাসা স্থানে ।
নিয়োজিলা যত্নে কবিরাজ ভগবানে ॥
আর যে যে বৈষ্ণব গণের বাসা যথা ।

সমর্পিলা শ্রীগোপীরমণ আদি তথা ॥
সর্ব্বত্র যাইযা সবে করি পবি হার।
পৃথক পৃথক করি দিলেন ভাণ্ডার ॥
তথা বহু দ্রব্য তাব লেখা নাই দিতে।
সদা পরিপূর্ণ কৃষ্ণচৈতন্য ইচ্ছাতে ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর ঠাকুর মহাশয়।
প্রেমাবেশে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বত্র ভ্রময় ॥
শ্রীখেতরি গ্রামে মহান্তের আগমন।
ইহার শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥
ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে ষষ্ঠোবিলাসঃ ॥ ৬ ॥
জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণসহ।
এ দীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
শ্রীখেতরি গ্রামে মহা মহোৎসব প্রথা।
সর্ব্বদেশ সর্ব্বত্র ব্যাপিল এই কথা ॥
কেহ কার প্রতি কহে মহানন্দ মনে।
ওহে ভাই কি আশ্চর্য্য দেখিলুঁ নয়নে ॥

ধরণী মণ্ডলে ধন্য শ্রীখেতরি গ্রাম।
কি অদ্ভুত শোভা যেন আনন্দের ধাম॥
কি নারী পুরুষ বাল বৃদ্ধ ভণাকার।
বৈষ্ণব দর্শনে নেত্রে ধারা অনিবার॥
অদ্য বহু বৈষ্ণব আইলা খেতরিতে।
আপনা পাসরি তারা ধায় চারি ভিতে॥
কেহ কহে সে মাধুর্য্য করয়া দর্শন।
বিধাতার প্রতি মাগে অসংখ্য নয়ন॥
কেহ কহে তাঁ সবার তেজ সূর্য্য সম।
বিনাশয়ে জীবের দারুণ তাপ-তম॥
কেহ কহে তা সবার দর্শন কৃপায়।
যে না কহে কৃষ্ণ সেহ কৃষ্ণ গুণ গায়॥
কেহ কহে তা সবার অদ্ভুত চরিত।
পতিত দুঃখির প্রতি অতিশয় প্রীত॥
কেহ কহে শ্রীসন্তোষ রাজা ভাগ্যবান।
কি অপূর্ব্ব তাঁ সবার কৈলা বাসা স্থান॥
কেহ কহে মহা মহোৎসব আয়োজনে।
সদাই উল্লাস রাজা নিজগণ সনে॥
কেহ কহে করিলেন যে সব সম্ভার।
তাহা কহিবারে সাধ্য না হয় আমার॥

কেহো কহে লোকরীত মঙ্গল বিধান ॥
সে সব করেন রাজা হৈয়া সাবধান ॥
কেহ কহে ফাল্গুনের শুক্লাপঞ্চমীতে ।
কহিলা বাদক গণে বাদ্য আরম্ভিতে ॥
কেহ কহে বাদ্য ধ্বনি ভেদিল গগন ।
গায়কেতে গান করে নর্ত্তকে নর্ত্তন ॥
কেহ কহে রাজা আজ্ঞা দিলা মালী গণে ।
নানা পুষ্প আদি হার করিতে যতনে ॥
কেহ কহে রাজা বহু লোকে সাবহিতে ।
আজ্ঞা করিলেন চারু চন্দন ঘষিতে ॥
কেহ কহে সে মহাশয়ের আজ্ঞা পাঞা ।
অভিষেক দ্রব্য সজ্জা কৈলা হর্ষ হৈয়া ॥
কালি শ্রীপূর্ণিমা-দিবা অপূর্ব্ব সময় ।
শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে করিব বিজয় ॥
কেহ কহে ওহে ভাই কহিতে না পারি ।
সকল ছাড়িয়া শীঘ্র যাইব খেতরি ॥
কেহ মৌন ধরিয়া কহয়ে এই হৈল ।
শ্রীঠাকুর মহাশয় দেশ ধন্য কৈল ॥
এদেশের লোক দস্যু কর্ম্মে বিচক্ষণ ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম বা কেমন ॥

এথা শ্রীসন্তোষ রায় মহা হর্ষ মনে।
দেখে চন্দ্রাতপ কৈছে শোভয়ে প্রাঙ্গণে ॥
শ্রীমন্দির অঙ্গন অত্যন্ত বিস্তারিত।
হইয়াছে সর্ব্ব প্রকারেতে সুশোভিত ॥
চন্দ্রাতপ তলে অতি অপূর্ব্ব আসন।
যাহাতে বসিলা আসি শ্রীমহান্তগণ ॥
বসিলেন শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী যেখানে।
সে অতি গোপন স্থান সভা সন্নিধানে ॥
স্থানে স্থানে কদলী বৃক্ষের নাহি লেখা।
নারিকেল ফলাদি বেষ্টিত আম্র শাখা ॥
জলে পূর্ণ কলস শোভয়ে স্থানে স্থানে।
এসব দেখিয়া গেলা আচার্য্য যেখানে ॥
নিবেদিলা সকল সুসজ্জা হৈল তথা।
শুনিয়া আচার্য্য গেলা শ্রীঈশ্বরী যথা ॥
তাঁরে নিবেদিতে তেঁহো করিলা গমন।
বসিলেন গিয়া যথা স্থান সঙ্গোপন ॥
শ্রীআচার্য্য সর্ব্ব মহান্তেরে নিবেদিতে।
সবে গিয়া বসিলা প্রাঙ্গণে আসনেতে ॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা জিনি চন্দ্র গণ।
পরস্পর বাক্য সুধা করে বরিষণ ॥

সবে অনুমতি দিলা আচার্য্য ঠাকুরে।
শ্রীবিগ্রহগণা ভিষেকাদি করি বারে ॥
শ্রীআচার্য্য ঈশ্বরী আদির আজ্ঞা পাঞা।
চলিলেন অতি দীন প্রায় প্রণমিয়া ॥
শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ গণ আনাইলা।
দেখিয়া আচার্য্য শোভা বিহ্বল হইলা ॥
লক্ষ্মী বিষ্ণু প্রিয়াসহ নবদ্বীপ চান্দে।
ধরিয়া হিয়ায় গুণ সঙরিয়া কান্দে ॥
কে বুঝিতে পারে এই আচার্য্য অন্তর।
কতক্ষণে স্থির হইলেন বিজ্ঞবর ॥
শ্রীরূপ গোস্বামি কৃত গ্রন্থাদি বিধানে।
করিলা সকল ক্রিয়া অতি সাবধানে ॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু যে যে নাম জানাইল।
অভিষেক কালে সব নাম স্পষ্ট হৈল ॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধা রমণ ॥
বসিলেন ঐছে শ্রীবিগ্রহ সিংহাসনে।
হইল আশ্চর্য্য শোভা প্রাণ প্রিয়াসনে ॥
বিবিধ ভূষণেতে ভূষিত কলেবর।
দেখিয়া আচার্য্য মহা আনন্দ অন্তর ॥

পূজা সমাধিয়া শীঘ্র আরতি করিলা।
পৃথক্ পৃথক্ করি ভোগ সমর্পিলা ॥
সে সকল সামগ্রী পরম চমৎকার।
চর্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার ॥
পরম আনন্দে ভুঞ্জিলেন প্রভুগণ।
ভোগ সরাইলা যত্নে রহি কতক্ষণ ॥
ভোগের প্রসাদি স্থান ধুই শীঘ্র করি।
শ্রীমালা চন্দন সমর্পয়ে পাত্রে ভরি ॥
চন্দন সহিত মালা প্রভু গলে দিলা।
করিয়া বিভাগ কথো পৃথক্ রাখিলা ॥
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীমালাচন্দন।
সর্ব্ব মহান্তের আগে কৈলা সমর্পণ ॥
সবে পরস্পর প্রেমাবেশে উল্লাসিত।
শ্রীমালা চন্দনে সবে হৈলা বিভূষিত ॥
শ্রীবিগ্রহ ছয় করি একত্রে দর্শন।
জয় জয় ধ্বনি করিলেন সর্ব্ব জন ॥
বাজয়ে বিবিধ বাদ্য হৈল কোলাহল।
যেন জগতের দূরে গেল অমঙ্গল ॥
এথা শ্রীঠাকুর মহাশয়ে সর্ব্ব জন।
অনুমতি দিলা আরম্ভিতে সংকীর্ত্তন ॥

শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলা দেবী দাসে॥
দেবী দাস গায়ক বাদক গণ লৈয়া।
আইসেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে হর্ষ হৈয়া॥
বল্লভ গৌরাঙ্গ গোকুলাদি প্রিয় গণ।
তাঁ সবার শোভায় সভার হরে মন॥
এ সবা লইয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
দাঁড়াইলা প্রাঙ্গণে পরম তেজোময়॥
পুলকে বেষ্টিত অঙ্গ বলনী সুন্দর।
কনক কেতকী জিনি কান্তি মনোহর॥
উন্নত নাসিকা দীর্ঘ কমল নয়ন।
কন্দর্পের দর্প দূরে দেখি সে বদন॥
জিনিয়া কুঞ্জর কর মঞ্জু ভুজদ্বয়।
দেখি সে বক্ষের শোভা কেনা হর্ষ হয়।
ঝালকে তিলক কিবা সুচারু কপালে।
ঝলমল করে কণ্ঠ তুলসীর মালে॥
রুচির চরণ জানু মধ্য কি মধুর।
নিরখিতে নয়নের তাপ যায় দূর॥
পরম আশ্চর্য্য শোভা কহনে না যায়।
সংকীর্ত্তন আরম্ভে কি উল্লাস হিয়ায়॥

গণ সহ নিতাই অদ্বৈত গোরাচান্দে।
সঙরি উথলে প্রেম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥
সর্ব্ব মহান্তেরে ভূমে পড়ি প্রণমিঞা।
করয়ে আলাপ করে করতাল লৈয়া॥
মন্দ মন্দ হাস্যে দন্ত দ্যুতি মনোহর।
স্বেদাশ্রুপূর্ণিত অতি আনন্দ অন্তর॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাং॥

সংকীর্ত্তনানন্দজমন্দহাস্য দন্তদ্যুতি দ্যোতিতদিঙ্‌মুখায়
স্বেদাশ্রুধারাস্নপিতায়তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায়

দেবী দাসাদিকে পূর্ব্বে শক্তি সঞ্চারিলা।
এবে নির্দেশিতে গীত বাদ্যে মত্ত হৈলা॥
করয়ে মর্দ্দল বাদ্য অতি রসায়ন।
করতালালাপ বাদ্যে হৈল সম্মিলন॥
শ্রীরঘুনন্দন ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
মত্ত সিংহ প্রায় গর্জ্জে গৌরাঙ্গ সঙরে॥
আচার্য্য আনিয়া দিতে শ্রীমালা চন্দন।
খোল করতালে স্পর্শাইলা সেইক্ষণ॥
শ্রীরঘুনন্দন আত্ম বিস্মরিত প্রেমে।
স্বহস্তে চন্দন মাখায়েন নরোত্তমে॥

মালা পরাইয়া কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গন ৷
ঐছে সবাকারে দিলা শ্রীমালা চন্দন ॥
প্রণমিঞা সবে রঘুনন্দনের পায় ।
আপনা মানয়ে ধন্য মনের ইচ্ছায় ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস তালপাট আরম্ভয়ে ।
প্রথমেই মন্দ মন্দ বাদ্য প্রকাশয়ে ॥
তদুপরি নব্য নব্য বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে ।
অমৃত অঙ্কুর যৈছে বাঢ়ে ঘনে ঘনে ॥
অশ্রুত অদ্ভুত বাদ্য শুনি দেবগণ ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সহ ব্যাপিলা গগন ॥
পুষ্প বৃষ্টি করে অতি অধৈর্য্য হইয়া ।
অভিলাষ সাধয়ে মনুষ্যে মিসাইয়া ॥
এথা সর্ব্ব মহান্ত কহয়ে পরস্পরে ।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম দ্বারে ॥
হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিলুঁ ।
এ হেন গানের প্রথা কভু না দেখিলুঁ ॥
নরোত্তম কণ্ঠ ধ্বনি অমৃতের ধার ।
যে পিয়ে তাহার তৃষ্ণা বাঢ়ে অনিবার
কি অদ্ভুত ভঙ্গী সব প্রকাশয়ে গানে ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কি ইহার ভেদ জানে ॥

নবদ্বীপ চন্দ্র প্রভু শ্রীশচী নন্দন।
এই হেতু পূর্ব্বে বুঝি কৈলা আকর্ষণ॥
হইযা অধীন প্রভু নরোত্তম প্রেমে।
গীত বাদ্য ভাণ্ডার সঁপিলা নরোত্তমে॥
এত কহি নরোত্তমে করি আলিঙ্গন।
উন্মত্ত হইযা সবে করেন নর্ত্তন॥
কি অদ্ভুত আনন্দাশ্রু সবার নযনে।
ঝলমল করে অঙ্গ শ্রীমালা চন্দনে॥
নরোত্তম মত্ত হৈয়া গৌর গুণ গায়॥
গণ সহ অধৈর্য্য হইলা গৌর রায়॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
মুরারি স্বরূপ হরিদাস বক্রেশ্বর॥
জগদীশ গৌরীদাস আদি সবা লৈয়া।
হৈলা সর্ব্ব নয়ন গোচর হর্ষ হৈয়া॥
সবে আত্ম বিস্মরিত হৈলা সেই কালে
যেন নবদ্বীপে বিলসয়ে কুতূহলে॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি করয়ে নর্ত্তন।
তাঁ সবা লইয়া নাচে শচীর নন্দন॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহা মনের উল্লাসে।
করেন নর্ত্তন প্রিয় নরোত্তম পাশে॥

প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নাচে মহামত্ত হৈয়া ॥
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি সবে লৈয়া ॥
নাচয়ে পণ্ডিত গদাধর প্রেমোল্লাসে।
শ্রীনিবাস আচার্য্যে লইয়া প্রভু পাশে ॥
ঐছে মহা রঙ্গে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস।
গুপ্ত মুরারি শ্রীরূপ হরিদাস ॥
শ্রীসার্ব্ব পণ্ডিত ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
বাসুদেব দত্ত শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥
গদাধর দাস শ্রীমুকুন্দ নরহরি।
গৌরীদাস পণ্ডিত নকুল ব্রহ্মচারী ॥
জগদীশ সূর্য্যদাস আচার্য্য নন্দন।
শ্রীনাথ মহেশ যদু শ্রীমধুসূদন ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু রায়রামানন্দ।
শ্রীবিজয় ধনঞ্জয় দত্ত শ্রীমুকুন্দ ॥
সনাতন রূপ রঘুনাথ কাশীশ্বর।
নাচয়ে অসংখ্য শ্রীপ্রভুর পরিকর ॥
নৃত্য ভঙ্গী ভুবনমাদক মোদভরে।
চরণ চালনে মহী টলমল করে ॥
প্রকটা প্রকট দুই হৈলা এক ঠাঞি।
কি অদ্ভুত নৃত্যাবেশে দেহস্মৃতি নাই ॥

পরম মাদক বাদ্যে উল্লাসয়ে হিয়া।
করয়ে হুঙ্কার সবে করতালী দিয়া॥
গীত সুধাপানে কে ধরিতে পারে অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে নানা ভাবের তরঙ্গ॥
নবদ্বীপ চন্দ্র চতুর্দ্দিগে করি দৃষ্টি।
দেবের দুর্ল্লভ প্রেমামৃত করে বৃষ্টি॥
মাতিল অসংখ্য লোক ধৈর্য্য নাহি বান্ধে
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি চতুর্দ্দিগে কান্দে॥
প্রভু যে কহিলা নরোত্তমে স্বপ্নচ্ছলে।
তাহা প্রকাশিলা সবে হৈয়া কুতূহলে॥
কে বুঝে প্রভুর এই অলৌকিক লীলা।
যৈছে প্রকটিলা তৈছে অন্তর্দ্ধান হৈলা॥
প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈতে হৈল চমৎকার।
সে আবেশে অন্তর্দ্ধান হৈল সবাকার॥
যদ্যপি এ সব বিজ্ঞ ভুলিলা সকল।
করয়ে বিলাপ হৈয়া বিচ্ছেদে বিহ্বল॥
হায় হায় কি আশ্চর্য্য দেখিলুঁ এখনি।
কোথা গেলা গৌর নিত্যানন্দ গুণমণি।
কোথা গেলা অদ্বৈত ॥বাস গদাধর।
কোথা শ্রীমুরারি হা৲ ।স বক্রেশ্বর॥

কোথা নরহরি গৌরীদাস প্রভুগণ।
ঐছে নাম লৈয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ধৈরয নাহি বান্ধে।
দেখা দিয়া কোথা গেলা ইহা বলি কান্দে॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি যত প্রিয় গণ।
কান্দিয়া কহয়ে একি দেখিলুঁ স্বপন॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু অদর্শনে।
অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে সেইক্ষণে॥
হায় হায় কি হইল বলিয়া কান্দয়।
সে ক্রন্দন শুনি দারু পাষাণ গলয়॥
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি চারি ভিতে।
কে ধরে ধৈরয এ সবার ক্রন্দনেতে॥
কান্দে লক্ষ লক্ষ লোক লোচনের জলে।
নদীর প্রবাহ প্রায় ধারা মহীতলে॥
পরিহাস হেতু যে পাষণ্ডী গণ আইলা।
ফিরিল সবার মন কান্দি ব্যগ্র হৈলা॥
ছাড়িতে না পারে কেহ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণ।
যে দশা সবার তাহা না হয় বর্ণন॥
বিপ্র বাণীনাথ আদি মূর্চ্ছাপন্ন ছিলা।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া স্থির হৈলা॥

ঐছে সবে স্থির হৈয়া প্রভু ইচ্ছামতে ;
দেখে শ্রীনিবাসাচার্য্য লোটায় ভূমেতে ॥
নরোত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোকুলানন্দ ।
শ্রীদাস শ্রীশ্যামানন্দ গোকুল গোবিন্দ ॥
শ্রীরসিকানন্দ দেবীদাসাদি সকলে ।
মূর্চ্ছাপন্ন হই পড়ি আছেন ভূতলে ॥
সর্ব্ব মহান্তের চেষ্টা মতে এসবার ।
হইল চেতন ধৈর্য্য নারে ধরিবার ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সম্বরি ক্রন্দন ।
তাবে কত খেদ শ্রীআচার্য্য নরোত্তম ॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী মধুর মৃদু ভাষে ।
কহয়ে নির্জ্জনে নরোত্তম শ্রীনিবাসে ॥
শুনিতে এ খেদ বিদরয়ে মোর হিয়া ।
সম্বরহ খেদ প্রভু আজ্ঞা সঙরিয়া ॥
ফাগু খেলা আরম্ভের এইত সময় ।
শুনি স্মৃতি হৈতে হৈলা আনন্দ হৃদয় ॥
প্রণমিএগ শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী চরণে ।
সভা সহ গেলা সর্ব্ব মহান্তের স্থানে ॥
গণ সহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ে ।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি সবে প্রবোধয়ে ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতগৌর গণের সহিতে।
তোমা সবাকার প্রেমাধীন সর্ব্ব মতে ॥
জন্মে জন্মে তোমরা সে প্রভুর কিঙ্কর।
সদা তোমাদের তেঁহো নয়ন গোচর ॥
যে আনন্দ পাইলুঁ তোমা সবার কীর্ত্তনে।
জন্মে জন্মে মো সবার রহে যেন মনে ॥
ইহা বলি আলিঙ্গন করয়ে সবারে।
ভাসে নেত্র জলে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম আদি যতজন।
প্রেমাবেশে বন্দিলেন সবার চরণ ॥
পরস্পর যে আনন্দ হৈল সে সময়।
তাহা এক মুখে কি কহিতে সাধ্য হয় ॥
শ্রীনিবাসআচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
সকল মহান্ত প্রতি যত্নে নিবেদয় ॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ফাগু করি সমর্পণ।
ফাগু ক্রীড়া করহ লইয়া সর্ব্বজন ॥
শুনিতেই সবার হইল হর্ষ হিয়া।
হেন কালে শ্রীসন্তোষ আইলা ফাগু লৈয়া ॥
বিবিধ প্রকার ফাগু সুগন্ধি সুন্দর।
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শোভা মনোহর ॥

আইল যতেক ফাগু লেখা নাই তার।
ফাগুময় সর্ব্বত্র দেখিতে চমৎকার॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রে লৈয়া।
শ্রীঈশ্বরী আগে ফাগু দিলা সাজাইয়া॥
ফাগু লৈয়া শ্রীমন্দিরে গেলেন ঈশ্বরী।
প্রভু অঙ্গে ফাগু দিয়া দেখে নেত্র ভরি॥
হইয়া অধৈর্য্য পুনঃ আসিয়া নির্জ্জনে।
নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দু নয়নে॥
এথা শ্রীঅচ্যুত রঘুনন্দন শ্রীনিধি।
বাণীনাথ হৃদয় চৈতন্য যদু আদি॥
সকল মহান্ত ফাগু লইয়া উল্লাসে।
গৌরাঙ্গ অঙ্গেতে দিয়া হাসে প্রেমাবেশে॥
কেহ রাধাকান্তে শ্রীবল্লবীকান্তে দিয়া।
ব্রজের বিলাস কহে মহা হর্ষ হৈয়া॥
কেহ রাধা সহ কৃষ্ণে ফাগু দেই রঙ্গে।
কেহ ফাগু দেন ব্রজ-মোহনের অঙ্গে॥
কেহ রাধা রমণের অঙ্গে ফাগু দিতে।
হইলা অধৈর্য্য চারু শোভা নিরখিতে॥
এই রূপে ফাগু প্রভু গণে সমর্পিয়া।
পরস্পর খেলে ফাগু বিহ্বল হইয়া॥

কেহ হোলি যাত্রা পদ্য পড়য়ে উচ্ছায়ং।
কেহ নবদ্বীপ বৃন্দাবন লীলা গায় ॥
কেহ ডম্ফ বাজাইয়া ফিরে কেহ নাচে।
কেহ হস্তে লৈয়া ফাগু ধায় কার পাছে ॥
আত্ম বিস্মরিত সবে হৈযা মত্ত প্রায়।
কেহ কারে ধরি ফাগু দেন সর্ব্ব গায় ॥
লক্ষ লক্ষ লোক ফাগু খেলে চারি পাশ।
উড়যে ঊর্দ্ধেতে ফাগু ঝাঁপযে আকাশ ॥
দেবতা মনুষ্য গণে হৈল এক মেলা।
জগতে উপমা নাই ঐছে ফাগু খেলা ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি মনের উল্লাসে।
ফাগুতে ভূষিত হৈযা ফিরে চারি পাশে ॥
হইল অদ্ভুত ফাগু খেলা কতক্ষণ।
কাহার শকতি ইহা করিতে বর্ণন ॥
সকল মহান্ত স্থির হৈতে সন্ধ্যা হৈল।
প্রভুব আরাত্তি দেখি নেত্র জুড়াইল ॥
কতক্ষণ মত্ত হৈয়া শ্রীনাম কীর্ত্তনে।
সবে পুন বসিলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥
প্রভু জন্ম তিথি অভিষেকাদি বিধান।
করিলেন আচার্য্য হইয়া সাবধান ॥

সকল মহান্ত অতি আনন্দ অন্তরে।
গৌরাঙ্গের গুণ গীত গায় মৃদু স্বরে॥
বাজে ঝাঁজ মৃদঙ্গ পরম রসায়ন।
কেহ কেহ করে নৃত্য ভুবন মোহন॥
গীত নৃত্য বাদ্যের উপমা নাহি দিতে।
সে আনন্দ হৈল তাহা কে পারে বর্ণিতে॥
ঐছে প্রেমাবেশে সবে রাত্রি গোঙাইলা।
রজনী প্রভাতে সবে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা॥
এথা শ্রীজাহ্নবা দেবী অতি উষঃকালে।
প্রাতঃক্রিয়া সারি স্নান কৈলা উষ্ণজলে॥
করিয়া আহ্নিক ক্রিয়া মনের উল্লাসে।
গেলেন রন্ধন ঘরে লৈয়া শ্রীনিবাসে॥
রন্ধন সামগ্রী সব প্রস্তুত দেখিয়া।
আচার্য্যের প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥
কহিব তোমারে নানা দ্রব্য আনাইতে।
এহেতু তোমারে লৈয়া আইলুঁ এথাতে॥
এত শীঘ্র এথা সব প্রস্তুত করিলা।
করিব রন্ধন ঐছে কিরূপে জানিলা॥
এত কহি পাদ পীঠে বসিয়া ঈশ্বরী।
করয়ে রন্ধন সর্ব্ব মতে যত্ন করি॥

পরিচারকের চারু চাতুর্য্য দেখিয়া।
প্রশংসয়ে সবারে পরম হৃষ্ট হৈয়া॥
ঈশ্বরীর পাক ক্রিয়া অলৌকিক হয়।
লখিতে নারয়ে কৈছে কৈছে সমাধয়॥
বিবিধ ব্যঞ্জন অন্ন শীঘ্র পাক কৈলা।
অপূর্ব্ব থালীতে অন্ন যত্নে সাজাইলা॥
নানা ব্যঞ্জনাদি বহু পাত্রে পূর্ণ করি।
ভোগ লাগাইতে ত্বরা হইল ঈশ্বরী॥
পৃথক্ পৃথক্ ভোগ শোভা নিরখিয়া।
প্রভুরে অর্পেন ভোগ মহা হর্ষ হৈয়া॥
গৌরাঙ্গ বল্লবী কান্ত শ্রীরাধামোহন।
রাধাকান্ত রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজ মোহন॥
বিবিধ কৌতুকে সবে ভুঞ্জে হর্ষ হৈয়া।
অপূর্ব্ব সুস্বাদু সব দ্রব্যে প্রশংসিয়া॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সে কৌতুক দেখিতে।
হইলা বিহ্বল প্রেমে নারে স্থির হৈতে॥
লোক রীত প্রায় শীঘ্র আবরণ করি।
মন্দির হৈতে বাহির হইলা ঈশ্বরী॥
ভোজন কৌতুক এথা সমাধান হৈতে।
লোকরীত প্রায় গেলা ভোগ সরাইতে॥

আচমন দিয়া কৈলা তাম্বুল অর্পণ।
হৈল যে কৌতুক তাহা না হয় বর্ণন॥
এথা সর্ব্ব মহান্ত স্নানাদি ক্রিয়া কৈলা।
প্রসাদি সামগ্রী লৈয়া আচার্য্য আইলা॥
মিষ্টান্ন পক্বান্ন আদি অতি রসায়ন।
পরম আনন্দে ভুঞ্জিলেন সর্ব্বজন॥
আচার্য্য ঠাকুর সর্ব্বত্রই নিবেদিল।
রাজভোগ আরতির সময় হইল॥
শুনি সবে চলিলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইল পরমানন্দ আরতি দর্শনে॥
পূজারী আরতি করি আনন্দ অন্তরে।
দিলেন প্রসাদি মালা তুলসী সভারে॥
অপূর্ব্ব পুষ্পের মালা সভার গলায়।
দেখিয়া সকল লোক নয়ন জুড়ায়॥
এথা চারু শয্যা সজ্জ করি স্থানে স্থানে।
পূজারী শয়ন করাইলা প্রভুগণে॥
অপূর্ব্ব বসন যত্নে ওঢাইয়া গায়।
চাপিয়া চরণ চারু চামর ঢুলায়॥
ঐছে সেবা করি শীঘ্র বাহির আসিয়া।
প্রণমিলা ভূমিতে কপাট দ্বারে দিয়া॥

করিয়া প্রার্থনা কত চলিলা পূজারী।
সেবা পরিপাটী যৈছে বর্ণিতে না পারি ॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য কহে সর্ব্ব জনে।
করিব ভোজন এই প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥
শ্রীনিবাস অঙ্গনের ধূলি নিবারিলা।
মণ্ডলী বন্ধানে সর্ব্ব মহান্ত বসিলা ॥
কদলীর পত্র সবে কহে আনাইতে।
আইল অপূর্ব্ব পত্র সবার ইচ্ছাতে ॥
কেহ পরিবেশে পত্র অতি যত্ন করি।
কেহ সুবাসিত জল দেন পাত্র ভরি ॥
কেহ ঘৃত দধি দুগ্ধ পাত্র লৈয়া আইসে।
কেহ পত্র খণ্ডেতে লবণ পরিবেশে ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সে মণ্ডলী দেখিতে।
যে হইল মনে তাহা কে পারে কহিতে ॥
শীঘ্র অন্ন ব্যঞ্জনাদি দেন থরে থরে।
অন্নব্যঞ্জনাদি-সৌগন্ধিতে চিত্ত হরে ॥
শাকাদি ব্যঞ্জন ভাজা লেখা নাই তার।
সূপ অম্বলাদি ক্ষীর অনেক প্রকার ॥
করয়ে ভোজন সবে উল্লাস হিয়ায়।
সে শোভা দেখিতে প্রাণ নয়ন জুড়ায় ॥

ভুঞ্জিল আনন্দে সবে করি আচমন।
পরস্পর কহে হৈল অত্যন্ত ভোজন॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি কহে ধিরি ধিরি।
কি রূপে ভুঞ্জিলুঁ এত বুঝিতে না পারি॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি বাণীনাথ আদি কয়।
ঈশ্বরী প্রভাবে এত ভুঞ্জিলুঁ নিশ্চয়॥
শ্রীরঘুনন্দন আদি কহে বার বার।
যে সুখে ভুঞ্জিলুঁ ঐছে না হইবে আর॥
এত কহিতেই সবে ভাসে নেত্রজলে॥
অনেক যত্নেতে ধৈর্য্য করিলা সকলে॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ঈশ্বরী নিকটে গিয়া যত্নে নিবেদয়॥
হৈল বহু শ্রম এবে বসিয়া নির্জ্জনে।
ভুঞ্জেন প্রসাদ এই মো সবার মনে॥
ঈশ্বরী কহেন মোর বড় সাধ আছে।
তোমা সবা ভুঞ্জাই ভুঞ্জিব আমি পাছে॥
সকলে লইয়া শীঘ্র প্রাঙ্গণে বৈসহ॥
আমার সপথ ইথে যদি কিছু কহ॥
শুনিয়া আচার্য্য শীঘ্র লৈয়া সর্ব্ব জনে।
মণ্ডলী বন্ধানে বৈসে প্রভুর প্রাঙ্গণে॥

পূর্ব্ব মত পত্রাদি দেখিয়া হর্ষ চিতে।
ঈশ্বরী করেন পরিবেশন ক্রমেতে॥
ভুঞ্জাযেন সবারে পরম স্নেহ করি।
ভুঞ্জেসবে সুখে প্রভু চরিত্র সঙরি॥
পাইয়া পরম স্বাদু মনের উল্লাসে।
কেহ কার প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
দেবের দুর্ল্লভ এই শ্রীহস্তের পাক।
জনমিয়া কভু না খাইনু ঐছে শাক॥
ঐছে নানা ব্যঞ্জন ভুঞ্জায় প্রশংসিয়া।
আপনা মানয়ে ধন্য মহাহর্ষ হৈয়া॥
এথা রঘুনন্দনাদি বিহ্বল স্নেহেতে।
দেখিয়া ভোজন শোভা গেলেন বাসাতে॥
ভোজন সমাধি উঠিলেন শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ শ্রীদাস॥
রাম কৃষ্ণ কুমুদ গোকুলানন্দ ব্যাস।
শ্যামানন্দ শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ দেবী দাস॥
ভগবান নৃসিংহ গোকুল কর্ণপূর।
কিশোর রসিকানন্দ গৌরাঙ্গ ঠাকুর॥
শ্রীগোপী রমণ আদি করি আচমন।
প্রসাদি তাম্বুল সবে করিলা ভক্ষণ॥

শ্রীঈশ্বরী সমীপে আচার্য্য শীঘ্র গিয়া।
নির্জ্জনে ভোজন স্থান কৈলা যত্ন পাঞা॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
লইয়া সকল দ্রব্য বসিলা ভোজনে॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দে লৈযা।
ভুঞ্জায়েন অনেক লোকেরে যত্ন পাঞা॥
পূজারী শ্রীবলরাম আদি কত জন।
সর্ব্বশেষে এ সবার হইল ভোজন॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ভোজন সমাধিয়া।
কৈলা উষ্ণ জলে স্নান নিভৃতে আসিয়া॥
ঈশ্বরীর পরিচারিকা যে বিপ্র নারী।
সূক্ষ্ম বসনেতে অঙ্গ পোছে ধিরি ধিরি॥
প্রভু বিচ্ছেদাগ্নিতেই দগ্ধ নিরন্তর।
তাহে অতি ক্ষীণ সে হেমাব্জ কলেবর॥
ঐছে অঙ্গ পোছাইলা অতি সাবধানে।
পরিধেয় বস্ত্র আনি দিলা অন্য জনে॥
শুষ্ক ধৌত বস্ত্র পরি আসনে বসিলা।
হরীতকি খণ্ড খাই মুখ প্রক্ষালিলা॥
নরোত্তম প্রতি কহে সস্নেহ বচন।
এত দিনে হৈল আজি সম্পূর্ণ ভোজন॥

নরোত্তম নিত্যানন্দ চৈতন্য সঙরি ।
দুই নেত্রে ধারা বহে রহে মৌনধরি ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সে প্রেমের আবেশে
নরোত্তমে স্থির কৈলা সুমধুর ভাষে ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দে লৈয়া ।
শ্রীঈশ্বরী পাশে আইলা উল্লাসিত হৈয়া ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে ।
আচার্য্যের প্রতি কহে মধুর বচনে ॥
বৃন্দাবন যাইতে বিলম্ব ভাল নয় ।
কালি প্রাতে যাত্রা করি এই মনে হয় ॥
আচার্য্য কহেন কিছু না পারি কহিতে ।
অন্তর বিদীর্ণ হয় এ কথা শুনিতে ॥
যে ইচ্ছা হইল তাহা অন্যথা না হয় ।
বৃন্দাবন যাইতেই হইবে নিশ্চয় ॥
গমনোপযুক্ত এথা সব সমাধিয়া ।
এত শুনি রহিলেন ঈষৎ হাসিয়া ॥
আচার্য্য কহেন পুন করিয়া বিনয় ।
কিছু কাল শয়ন করিলে ভাল হয় ॥
শুনি সেই আসনেতে অঙ্গ গড়াইলা ।
এথা তিন জনে শীঘ্র অন্যত্র আইলা ॥

কত ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিন জনে।
চলিলেন শ্রীঅচ্যুতানন্দের ভবনে॥
সকল মহান্ত বসি আছেন তথাতে।
হইয়া বিহ্বল কৃষ্ণ কথা আলাপেতে॥
এ তিনের গমনে অধিক সুখ হৈল।
সে সব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল॥
কত ক্ষণ পরে সবে কহে আচার্য্যেরে।
বিদায় মাগিতে প্রাণ না জানি কি করে।
সকল জানহ তুমি কহিব কি আর।
কালি প্রাতে গমনের ইচ্ছা সবাকার॥
আচার্য্য কহেন ইচ্ছা হইয়াছে যাহা।
কাহার শকতি অন্য মত করে তাহা॥
মো সবার মনে কালি অত্যন্ত সকাল।
নিজ নিজ বাসায রন্ধন হৈলে ভাল॥
স্নানাদিক্ ক্রিয়া শীঘ্র করি সমাধান।
ভুঞ্জিবেন আনন্দে দেখিবে ভাগ্যবান॥
আচার্য্যের কথা শুনি কৌতুক সবার।
হাঁসিয়া কহেন সবে যে ইচ্ছা তোমার॥
ঐছে কহি তথাই রহিয়া কতক্ষণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করিলা গমন॥

আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয় ।
শ্যামানন্দ সহ আইলা প্রভুর আলয় ॥
শ্রীসন্তোষ রায় আদি আইলেন তথা ।
তাঁ সবারে আচার্য্য কহিলা সব কথা ॥
এ সর্ব্ব প্রসঙ্গ শুনি যাহার উল্লাস ।
অবশ্য তাহার পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি ।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥
ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে সপ্তমো বিলাসঃ ॥ ॥ ৭ ॥
জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণ সহ ।
এদীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতা গণ ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের সন্ধ্যা আরতি সময়ে ।
সকল মহান্ত আইলা গৌরাঙ্গ আলয়ে ॥
আরতি দেখিয়া সবে মহাহৃষ্ট হৈলা ।
পূজারী তুলসী পুষ্প মালা সবে দিলা ॥
সবে আরম্ভিলা কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন ।
যাহার শ্রবণে তৃপ্ত হয় কর্ণ মন ॥
নাম সংকীর্ত্তন সমাধিয়া কতক্ষণে ।
পরম আনন্দে বাসা গেলা সর্ব্ব জনে ॥

এথা নানা সামগ্রী প্রভুরে ভোগ দিয়া।
ভোগ সরাইলেন পূজারী হর্ষ হৈয়া॥
সামগ্রী লইতে বহু জন সঙ্গে লৈয়া।
চলিলা আচার্য্য ঈশ্বরী বাসা হৈয়া॥
সর্ব্বত্রেই পৃথক পৃথক করি দিলা।
দেখি সে সামগ্রী সৌগন্ধিতে হর্ষ হৈলা॥
ক্ষুধা মাত্র নাহি তথাপিহ প্রশংসিয়া।
ভক্ষণ করিতে প্রেমে উমড়য়ে হিয়া॥
প্রসাদ পাইয়া সবে সুস্থির হইতে।
নিবেদয়ে আচার্য্য সর্ব্বত্র যত্ন মতে॥
এই যে সন্তোষ প্রায় ভৃত্য সবাকার
করিবেন পূর্ণ অভিলাষ যে ঐহার॥
শুনি সবে কহয়ে করিয়া কত স্নেহ।
অভিলাষ পূর্ণ হৈব ইথে কি সন্দেহ॥
মহাহৃষ্ট হৈয়া শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
গণ সহ আইলা শীঘ্র প্রভুর আলয়॥
পূজারী প্রভুর সব সেবা সমাধিয়া।
সবারে তুলসী মালা দিলা হর্ষ হৈয়া॥
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শ্যামানন্দ তিনে।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ কিছু লৈয়া সর্ব্ব জনে॥

শ্রীআচার্য্য পূর্ব্বে যাঁরে যথা নিয়োজিলা।
তাঁ সবারে সর্ব্ব মতে সাবধান কৈলা॥
সর্ব্ব সমাধিতে রাত্রি অনেক হইল।
সবে নিজ নিজ স্থানে শয়ন করিল॥
রজনী প্রভাত কালে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
করিলেন স্নানাদিক সবে শীঘ্র করি॥
এথা মহান্তের যত পাক কর্ত্তাদিক।
প্রথমেই স্নান করি করিলা আহ্নিক॥
শ্রীতুলসী পরিক্রমা প্রণামাদি কৈলা।
রন্ধন শালাতে সবে সুসজ্জ হইলা॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি গেলা তথা।
নিজ নিজ ভাণ্ডারে নিযুক্ত যথা যথা॥
সর্ব্বত্রেই ভাণ্ডারের পরিচারকেরে।
পাকের সামগ্রী সব দিলা তাঁ সবারে॥
যথা যে নিযুক্ত সে সকল দ্রব্য লৈয়া।
মহান্ত গণের বাসা গেলা হৃষ্ট হৈয়া॥
যে যে মহান্তের যে যে পাক কর্ত্তা গণ।
সবাকারে সকল করিলা সমর্পণ॥
দেখি নানা সামগ্রী সকলে হৃষ্ট হৈলা।
রন্ধনের পরিচারকেরে সমর্পিলা॥

সে সব করিলা সজ্জা শাকাদি ব্যঞ্জন।
পাক কর্ত্তা শীঘ্র গেলা করিতে রন্ধন॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি স্থানে স্থানে।
রহিলেন নিযুক্ত অত্যন্ত সাবধানে॥
এথা শ্রীসন্তোষ রায় কৈলা আয়োজন।
তাম্বুলাদি সহ বাটা অতি বিলক্ষণ॥
থাল বাটি ঝারী আদি অপূর্ব্ব গঠন।
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা পট্ট বস্ত্রাদি আসন॥
এ সকল প্রত্যেক দিবেন মহান্তেরে।
এই হেতু পৃথক পৃথক সজ্জ করে॥
শ্রীসন্তোষ রায় শ্রীঈশ্বরী পাশ গিয়া।
কহিয়া সংবাদ আইলা অনুমতি লৈয়া॥
সকল মহান্ত সুখে যথা স্নান কৈলা।
এ সব লইয়া শ্রীসন্তোষ তথা গেলা॥
সর্ব্ব মহান্তেরে করিতেই সমর্পণ।
স্নেহাবেশে পট্ট বস্ত্র পরে সেই ক্ষণ॥
শ্রীসন্তোষ তুষিলেন মধুর বচনে।
আহ্নিক করিতে বসিলেন সে আসনে॥
মহান্ত গণের সঙ্গে যত লোক ছিলা।
প্রত্যেক অপূর্ব্ব বস্ত্র মুদ্রাদিক দিলা॥

সন্তোষের হৈল মহা আনন্দ হৃদয়।
আইলেন যথা শ্রীআচার্য্য মহাশয়॥
নিবেদিলা যেই সবে অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শুনি হর্ষ হৈলা॥
প্রভুর পূজারী কহে ভোগ সরাইলুঁ।
পৃথক পৃথক করি সব সাজাইলুঁ॥
শুনি শ্রীআচার্য্য চলিলেন হর্ষ হৈয়া।
নবনীত ছেনা নানা মিষ্টান্নাদি লৈয়া॥
শ্রীঈশ্বরী পাশে গিয়া গেলা সর্ব্ব ঠাঞি।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ সবে মহা সুখ পাই॥
তথা সব মহান্তের পাক কর্ত্তা গণ।
দিলেন প্রভুরে ভোগ করিযা রন্ধন॥
কত ক্ষণ পরে সবে ভোগ সরাইলা।
ভোজন নিমিত্তে শ্রীমহান্তে নিবেদিলা॥
নিজ নিজ বাসায় সকল বিজ্ঞগণ।
মণ্ডলী বন্ধানে বৈসে করিতে ভোজন॥
কেহ নব্য ঝারী ভরি বারি সুবাসিত।
দিলেন আনিয়া শীঘ্র হৈয়া উল্লাসিত॥
করিলা রন্ধন যেঁহ তেঁহ হর্ষ হৈয়া।
নব্য থালে দিলা অন্নাদিক সাজাইয়া॥

নব্য বাটি ভরি দুগ্ধাদিক যত্নে দিলা।
মহা সুখে সকলে ভোজন আরম্ভিলা॥
ঐছে ভোজনের পরিপাটী সব স্থানে।
শ্রীআচার্য্য আদি মহা হর্ষ সে দর্শনে॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর ভবন অঙ্গনে।
নাম মাত্র কহি যে যে বসিলা ভোজনে॥
কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব-আচার্য্য।
রঘুপতি উপাধ্যায় কৃষ্ণ ভক্তবর্য্য॥
শ্রীমীনকেতন রাম দাস মহীধর।
মুরারি চৈতন্য জ্ঞান দাস মনোহর॥
কমলাকর পিপ্‌লাই নৃসিংহ চৈতন্য।
শ্রীজীব পণ্ডিত যে পতিতে কৈলা ধন্য॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৃন্দাবন শ্রীশঙ্কর।
কানাঞি নকড়ি কৃষ্ণ দাস দ্বিজবর॥
পরমেশ্বর দাস বলরাম দামোদর।
মুকুন্দাদি এ সবার শোভা মনোহর॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ যথা বসিলা ভোজনে।
নাম মাত্র কহি যে বসিলা তাঁরসনে॥
শ্রীঅচ্যুতা নন্দের অনুজ শ্রীগোপাল।
প্রেম ভক্তি ময় যেঁহ পরম দয়াল॥

শ্রীকানু পণ্ডিত বিষ্ণু দাস নারায়ণ।
বনমালী দাস শ্রীঅনন্ত জনার্দ্দন॥
শ্রীমাধব লোকনাথ ভাগবতাচার্য্য।
এ সবার শোভা দেখি কেবা ধরে ধৈর্য্য॥
রঘুনাথাচার্য্য নিজ সঙ্গি গণ সনে।
করয়ে ভোজন মহা আনন্দিত মনে॥
শ্রীবংশী বদন পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস॥
নিজ গণ লৈয়া ভুঞ্জে হইয়া উল্লাস॥
কিবা সে অপূর্ব্ব বাসা ঝল মল করে।
সে মণ্ডলী শোভা দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে॥
শ্রীহৃদয় চৈতন্য লইয়া সর্ব্ব জন।
আপন বাসায় রঙ্গে করেন ভোজন॥
কিবা সে মণ্ডলী চারু অঙ্গন ঘেরিয়া।
জুড়ায় নয়ন প্রাণ সে শোভা হেরিয়া॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি কৃষ্ণ দাস শ্রীসঞ্জয়।
কাশীনাথ মুকুন্দ পরমানন্দ ময়॥
শেখর পণ্ডিত কৃষ্ণ দাস বৈদ্য আর।
শুভানন্দ শ্রীগোপাল আচার্য্য উদার॥
কবিচন্দ্র কীর্ত্তনিয়া ষষ্ঠীবর আদি।
ভুঞ্জে এক বাসায় সে শোভার অবধি॥

আকাই হাটের কৃষ্ণ দাস সঙ্গী সহ।
ভুঞ্জে নিজ বাসায় সে আনন্দ বিগ্রহ ॥
বাণীনাথ শিবানন্দ বল্লভ চৈতন্য।
নর্ত্তক গোপাল যাঁর নৃত্যে মহীধন্য ॥
ভাগবতাচার্য্য জিতা মিশ্র রঘু আর।
শ্রীউদ্ধব কাশীনাথ পণ্ডিত উদার ॥
শ্রীনয়ন মিশ্র শ্রীমঙ্গল এক ঠাঞি।
এ সবে ভুঞ্জয়ে সে শোভার সীমা নাই।
শ্রীরঘুনন্দন স্বলোচন আদি সঙ্গে।
ভুঞ্জে নিজ বাসায় পরম প্রেমরঙ্গে ॥
সে মণ্ডলী দেখিতে দেবের সাধ হয়।
কি দিব উপমা অতি অদ্ভুত শোভয় ॥
গণ সহ শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তি।
ভুঞ্জে নিজ বাসায় সে আনন্দের মূর্ত্তি ॥
গণ সহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
দেখিতে ভোজন রঙ্গ সর্ব্বত্র ভ্রময় ॥
আপনা মানিয়া ধন্য কহে বার বার।
এ হেন দর্শন কি হইবে পুন আর ॥
এথা সর্ব্ব মহান্ত ভোজন সমাধিলা।
করি আচমন আদি আসনে বসিলা ॥

প্রসাদি তাম্বুল নব্য বাটাতে হইতে।
করিলা ভক্ষণ সবে উল্লাসিত চিতে॥
সর্ব্বত্র ভুঞ্জিতে পাছে ছিলা যত জন।
ক্রমে ক্রমে তা সবার হইল ভোজন॥
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি যে যথায়।
ভুঞ্জিলেন সবে সর্ব্ব মহান্ত আজ্ঞায়॥
আর যত বৈষ্ণব মণ্ডলী ঠাঞি ঠাঞি।
তথা যে ভুঞ্জিলা লোক তার অন্ত নাই॥
এথা প্রভু প্রসাদান্ন ভুবন পাবন।
পরিবেশে পূজারী ভুঞ্জয়ে সর্ব্বজন॥
উল্লাসে অসংখ্য লোক ভোজন করিয়া।
জয় জয় ধ্বনি করে মহামত্ত হৈয়া॥
চণ্ডালাদি পাইলেন পরম সম্মান।
সর্ব্বমতে সর্ব্বত্র হইল সমাধান॥
আচার্য্য ঠাকুর মহাশয় দুইজনে।
সর্ব্বশেষে ভুঞ্জিলা পরমানন্দ মনে॥
হৈল মহা মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
সহস্র বদন হৈলে নারি বর্ণিবারে॥
এহেন আনন্দ যে দেখিলা নেত্রভরি।
জন্মে জন্মে তাঁহার বালাই লৈয়া মরি॥

স্থানে স্থানে লোক সব মনের উল্লাসে।
কেহ কার প্রতি কহে প্রেমের আবেশে॥
ওহে ভাই যে দেখি এ মহামহোৎসব।
দেবের দুর্লভ একি মনুষ্যে সম্ভব॥
কেহ কহে মনুষ্য কহয়ে কোন জন।
দেবতার পূজ্য এই চৈতন্যেরগণ॥
কেহ কহে কি আর বলিব ওহে ভাই।
শ্রীচৈতন্যগণের অসাধ্য কিছু নাই॥
কেহ কহে ওহে ভাই দেখিলু সাক্ষাতে।
মাতাইলা পাষণ্ডীরে কৃষ্ণের কথাতে॥
কেহ কহে ওহে সেই পাষণ্ডী সকল।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খায় হইয়া বিহ্বল॥
কেহ কহে পাষণ্ডী কহয়ে ঠাঞি ঠাঞি।
অনুগ্রহ কর মোরে বৈষ্ণব গোসাঞী॥
কেহ কহে পাষণ্ডী সে ধূলায় লোটায়।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দি ফিরে গোরা গুণ গায়॥
কেহ কহে পাষণ্ডীর হৈল পরিত্রাণ।
এ সভার সম কেহ নাহি ভাগ্যবান॥
কেহ কহে যে পাষণ্ডী না আইল এথা।
তা সবার কি হইব ইথে পাই ব্যথা॥

কেহ কহে পাষণ্ডী না রহিবেক আর।
নরোত্তম কৃপালে সে হইবে উদ্ধার ॥
কেহ কহে ওহেভাই তখনি কহিল।
নরোত্তম হৈতে এই দেশ ধন্য হৈল ॥
জয় জয় নরোত্তম অদ্ভুত বৈভব।
যে কৃপায় দেখিলুঁ এ মহামোহোৎসব ॥
ঐছে কত কহে লোক উল্লাস হৃদয়ে।
তাহা না বর্ণিয়ে গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে ॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য নির্জ্জন আলয়ে।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি কহে মহাশয়ে ॥
চলিবেন কালি সবে রজনী বিহান।
পদ্মাবতী পারহৈয়া করিবেন স্নান ॥
প্রসাদ পক্কান্ন সঙ্গে গেলে ভাল হয়।
পদ্মাবতী তীরে যেন সকলে ভুঞ্জয় ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শুনিয়া ত্বরিতে।
করাইলা বিবিধ পক্কান্ন যত্ন মতে ॥
প্রভুকে সমর্পি তাহা পৃথক করিয়া।
সঙ্গে যে দিবেন তা রাখিলা সাজাইয়া ॥
শ্রীআচার্য্য পাশে আসি সব নিবেদিল।
এ কার্য্য সাধিতে সন্ধ্যা সময় হইল ॥

এথা সর্ব্ব মহান্তের মন নহে স্থির।
নিজ নিজ বাসা হৈতে হইলা বাহির॥
প্রভুর আরতি পূর্ব্বে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
দাঁড়াইলা সবে প্রভু প্রাঙ্গণে আসিয়া॥
পূজারী তুলসী পুষ্প মালা সবে দিয়া।
প্রভুর আরতি করে উল্লাসিত হৈয়া॥
আরতি দর্শন করি সকল মহান্ত।
করে নাম কীর্ত্তন সুখের নাহি অন্ত॥
শুনিতে দ্রবয়ে দারু পাষাণ হৃদয়।
অমৃতের নদী যেন চতুর্দ্দিগে বয়॥
সকল মহান্ত প্রেম সমদ্রে সাঁতারে।
ধূলায় লোটায ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥
একে সে সবার অঙ্গ অতি মনোহর।
তাহাতে হইল চারু ধূলায় ধূসর॥
যে দেখে সে শোভা তার তাপ যায দূরে
প্রেমভক্তি অনুগ্রহ করে তাঁ সবারে॥
ঐছে প্রহরেক করি নাম সংকীর্ত্তন।
শয়ন আরতি দেখিলেন সর্ব্বজন॥
পুনঃ মালা তুলসী পূজারী আনি দিলা।
বিদায় হইয়া সবে বাসায় চলিলা॥

আচার্য্য অধৈর্য্য বাহে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া।
নরোত্তমে কৈলা স্থির যত্নে প্রবোধিয়া॥
প্রসাদি পক্কান্ন সব লৈয়া ঘরে ঘরে।
অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাসাঘরে॥
সকল মহান্ত প্রতি কহে বার বার।
কালি এ খেতরি গ্রাম হৈব অন্ধকার॥
পদ্মাবতী পার হৈয়া পদ্মাবতী তীরে।
করিবেন স্নান সবে প্রসন্ন অন্তরে॥
তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদ পক্কান্ন।
বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইব মধ্যাহ্ন॥
আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন।
সেই সঙ্গে পাক কর্ত্তা করিব গমন॥
রামচন্দ্রাদি এ সঙ্গে যাইবেন তথা।
বুধরি হইতে তাঁরা আসিবেন এথা॥
তবে শ্রীঈশ্বরী যাইবেন বৃন্দাবন।
ঐছেকত কহি পুনঃ করে নিবেদন॥
এই মহাপ্রসাদ ভুঞ্জহ এইক্ষণে।
এ তোমা সবার ভৃত্য দেখুক নয়নে॥
শ্রীনিবাস আগে সবে প্রসাদ ভুঞ্জয়।
হইব বিচ্ছেদ ইথে ব্যাকুল হৃদয়॥

শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা কৈলা সর্ব্বজন।
এ সবে করিলা নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥
সকল মহান্ত অতি অধৈর্য্য হইয়া।
রহিলেন মৌন অবলম্বন করিয়া॥
আচার্য্য ঠাকুর গিয়া ঈশ্বরীর পাশে।
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন মৃদুভাষে॥
শ্রীঈশ্বরী আচার্য্যেরে ব্যাকুল দেখিয়া।
করিলেন স্থির অতি যত্নে প্রবোধিয়া॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরম বাৎসল্যেতে।
নিজভুক্ত শেষ দিলা আচার্য্যে ভুঞ্জিতে।
ভুঞ্জিয়া আনন্দে কিছু লইয়া চলিলা।
নরোত্তম আদি প্রিয়গণে ভুঞ্জাইলা॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর প্রসাদ ভক্ষণে।
নাজ'নয়ে কতবা আনন্দ হৈল মনে॥
আচার্য্যঠাকুর সন্তোষের প্রতি কয়।
[illegible]তি যেন অতি শীঘ্র হয়॥
স[illegible] কহয়ে পূর্ব্বে পাঠাইলুঁ দূত।
প[illegible]বতী তীরে নৌকা হইল প্রস্তুত॥
[illegible] আচার্য্য হর্ষ হৈয়া বাসা গেলা।
নিজ নিজ স্থানে সবে বিশ্রাম করিলা॥

হইতে কিঞ্চিৎ নিদ্রা রাত্রি শেষ হৈলা।
গাত্রোত্থান করি সবে প্রাতঃ ক্রিয়া কৈলা॥
শ্রীমঙ্গল আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
একত্র হইলা সর্ব্ব পাক কর্ত্তাগণ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথোজন।
তাঁ সবারে লৈয়া শীঘ্র করিলা গমন॥
পদ্মাবতী পার হইলেন শীঘ্র করি।
করিলা স্নানাদি ক্রিয়া যাইয়া বুধরি॥
এথাতে মহান্তগণ রজনী প্রভাতে।
ঈশ্বরীর বাসা গেলা বিদায় হইতে॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ কহে করিযা ক্রন্দন।
পুনঃ না দেখিব ঐছে লয় মোর মন॥
শ্রীগোপাল আদি অতি ব্যাকুল হইযা।
কহিলেন যত তা শুনিতে দ্রবে হিয়া॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি কিছু নিবেদিতে।
হইলা অধৈর্য্য ধারা বহয়ে নেত্রেতে॥
বিপ্র বাণীনাথ আদি যত্নে নিবেদয়।
শুনিতে তা দ্রবে দারু পাষাণ হৃদয়॥
রঘুনাথ আচার্য্যাদি কাতর অন্তরে।
যাহা নিবেদিলা তাহা বর্ণিতে কে পারে॥

শ্রীহৃদয় চৈতন্য করয়ে নিবেদন।
এই কর শীঘ্র যেন দেখি শ্রীচরণ॥
শ্রীচাঁদ হালদার মিত্হালদার সকলে।
নিবেদিতে নারে ওড়ে কান্দে ভূমিতলে
শ্রীচৈতন্য দাসাদি কহিতে কিছু চায়।
মুখেনা নিঃসরে বাক্য ব্যাকুল হিয়ায॥
অতি ব্যগ্রহৈয়া কহে শ্রীরঘুনন্দন।
অনুগ্রহ করি শীঘ্র দিবেন দর্শন॥
শ্রীযদুনন্দন কহে বৃন্দাবন হৈতে।
আসিবেন শীঘ্র এই পামরে শোধিতে॥
ঐছে মহাব্যাকুল মহান্ত জনে জনে।
বিদায হইয়া গেলা প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
শ্রীমীনকেতন রামদাস বৃন্দাবন।
কমলাকর পিপ্‌লাই আদি কথোজন॥
এ সবে ঈশ্বরী আজ্ঞা খড়দহ যাইতে।
হইয়া বিদায় কেহ নারে স্থির হৈতে॥
বিদায হইয়া সবে করিতে গমন।
ঈশ্বরী হইলা যৈছে না হয় বর্ণন॥
সকলে একত্র হৈয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইলেন প্রেমে মত্ত প্রভুর দর্শনে॥

ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বার বার।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ হইল সবার।
আচার্য্যাদি মঙ্গল চিন্তয়ে প্রভু আগে।
সবে শ্রীআচার্য্য নরোত্তম সঙ্গ মাগে ॥
সবে কহে ওহেভাই কমললোচন।
জন্মে জন্মে শুনি যেন ঐছে সংকীর্ত্তন ॥
এই রূপ সবে কত প্রার্থনা করিয়া।
চলয়ে প্রভুর স্থানে বিদায় হইয়া ॥
হৈয়া মহাব্যাকুল পূজারী সেই ক্ষণে।
প্রভুর প্রসাদি বস্ত্র দিলা সর্ব্বজনে ॥
লইয়া প্রসাদি বস্ত্র মস্তকে ধরিয়া।
চলিলেন সবে অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥
শ্রীহৃদয় চৈতন্য আচার্য্যে কোলে করি।
প্রেমের আবেশে কিছু কহে ধিরি ধিরি ॥
মধ্যে মধ্যে অম্বিকা যাইয়া দেখা দিবে।
শ্যামানন্দে আপনার করিয়া জানিবে ॥
আচার্য্য কহেন শ্যামানন্দ মোর প্রাণ।
শ্যামানন্দ প্রতি মোর নাহি অন্য জ্ঞান ॥
নরোত্তম রামচন্দ্র আদি যতজন।
গণসহ শ্যামানন্দ সবার জীবন ॥

হৃদয় চৈতন্য অতি স্নেহের আবেশে।
শ্যামানন্দে সমর্পিয়া দিলা শ্রীনিবাসে॥
শ্রীহৃদয় চৈতন্যের শ্যামানন্দ প্রতি।
হৈছে অনুগ্রহ তা বর্ণিতে কি শকতি॥
সকল মহান্ত নরোত্তম শ্রীনিবাসে।
ঐছে কত কহিলেন সুমধুর ভাষে॥
খেতরি ছাড়িয়া সবে কথোদূর যাইতে।
উঠিল ক্রন্দন রোল খেতরি গ্রামেতে॥
কিবা বাল বৃদ্ধসবে করে হায় হায়।
এমন করিয়া বল কেবা কোথা যায়॥
সকল মহান্ত সে সবার কথা শুনি।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে কি জানি॥
পদ্মাবতী তীরে সবে আসি কতক্ষণে।
আচার্য্যাদি সবারে প্রবোধে জনে জনে॥
সবে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া সবায়।
রামচন্দ্রাদিক সহ চড়িলা নৌকায়॥
কর্ণধার শীঘ্র নৌকা দিলেন বাহিয়া।
আচার্য্যাদি কান্দে সবে ভূমে লোটাইয়া॥
এ সবার দশাদেখি মহান্ত সকল।
নিবারিতে নারে কেহ নয়নের জল॥

প্রভু ইচ্ছা মতে স্থির হৈল সর্ব্বজনে।
পদ্মাবতী পার হইলেন কতক্ষণে॥
পদ্মাবতী তীরে সবে স্নানাদি করিয়া।
চলিলা বুধরি গ্রামে প্রসাদ ভুঞ্জিয়া॥
এথা প্রভু ইচ্ছাগতে সবে ধৈর্য্য ধরি।
পদ্মাবতী তীরহৈতে গেলেন খেতরি॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ আদি গেলা প্রভুর আলয়॥
আচার্য্য ঠাকুরে আসি কহেন পূজারি।
এই কতক্ষণে স্নান করিলা ঈশ্বরী॥
বিদায় হইয়া শ্রীমহান্তগণ গেলে।
নির্জ্জনে ছিলেন সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে
মাধব আচার্য্য আদি ধৈর্য্যাবলম্বিয়া।
এতক্ষণে কৈলা স্নান আইলুঁ দেখিয়া॥
শুনিয়া আচার্য্য ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
গেলেন ঈশ্বরী আগে ব্যাকুল অন্তরে॥
ঈশ্বরী হইয়া অতি অধৈর্য্য হৃদয়।
জিজ্ঞাসিতে আচার্য্য সংক্ষেপে নিবেদয়
পদ্মাপার হৈয়া সবে গেলেন বুধরি।
আইলুঁ আমরা পদ্মাবতী স্নান করি॥

শুনি সে ঈশ্বরী আচার্য্যের পানে চায়।
দেখিয়া আচার্য্য দেহ হৈল শুষ্কপ্রায়॥
একেত বিচ্ছেদ দুঃখ না যায় সহন।
তাহে কালি হৈতে প্রায় নাহিক ভোজন॥
অদ্য এ সবার ভক্ষণের চেষ্টা নাই।
না জানি কি হয় পাছে ইথে ভয় পাই॥
আমি না ভুঞ্জাই তবে না হৈব ভোজন।
ঐছে মনে করি কহে মধুর বচন॥
স্নান করি আইলা অপরাহ্ন হৈল আসি।
নাহিক ভোজন চেষ্টা ইথে দুঃখ বাসি॥
লইয়া সবারে করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
আমার অঙ্গণে আজি করহ ভোজন॥
ইহা শুনি আচার্য্য কৃতার্থ হেন মানে।
আনাইলা নরোত্তম আদি সর্ব্ব জনে॥
সবাকার চেষ্টা দেখি ব্যাকুল ঈশ্বরী।
কহিলা বাৎসল্যে যাহা কহিতে না পরি॥
নৃসিংহ চৈতন্য কহে মধুর বচনে।
এ সবারে লৈয়া শীঘ্র বৈসহ অঙ্গণে॥
বসিলেন সবে চারু মণ্ডলী বন্ধনে।
পত্র পরিবেশন করিলা কোনজনে॥

কেহ আনি দিলা জল জলপাত্র ভরি।
বিবিধ পক্কান্ন সবে দিলেন ঈশ্বরী॥
ঈশ্বরীর আজ্ঞাতে ভুঞ্জয়ে সর্ব্বজন।
ঈশ্বরীর হৈল মহা উল্লাসিত মন॥
ছেনা পানা নবনীত আদি সুমধুর।
বারে বারে দেন সবে করিয়া প্রচুর॥
ভুঞ্জয়ে সকলে প্রেম উথলে হিয়ায।
না জানে আনন্দে কিছু কেবা কত খায॥
ভোজন করিয়া সবে কৈলা আচমন।
পত্র উঠাইলা আচার্য্যের ভৃত্যগণ॥
পত্রাদি লইয়া সবে গেলা অন্য স্থানে।
পত্র শেষ ভুঞ্জি তৃপ্ত হৈলা সর্ব্বজনে॥
আচার্য্যাদি সবে ঈশ্বরীর আজ্ঞা লৈয়া।
প্রভুর প্রাঙ্গণে গেলা উল্লাসিত হৈয়া॥
প্রসাদি তাম্বুল কেহ যত্নে আনি দিলা।
করিয়া ভক্ষণ সবে অন্য গৃহে গেলা॥
তথাতে দেখিলা লোক অসংখ্য বসিয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জে উল্লাসিত হৈয়া॥
হইল সবার মহাপ্রসাদ সেবন।
হরিধ্বনি করি উঠিলেন সর্ব্বজন॥

ঐছে সবে প্রসাদ ভুঞ্জয়ে ঠাঞি ঠাঞি
বৈষ্ণব মণ্ডলী যত তার অন্ত নাই ॥
প্রভুগণ গমন বিচ্ছেদে ছিলা দুঃখী।
ঈশ্বরী ইচ্ছাতে সবে হৈলা মহা সুখী ॥
ঈশ্বরীর ইচ্ছা কেবা বুঝিবারে পারে।
সেই সে বুঝয়ে অনুগ্রহ হয় যারে ॥
ঐছে মহাসুখে হৈল দিবা অবসান।
শ্রীঈশ্বরী কৈলা প্রভু মন্দিরে পয়ান ॥
প্রভুরূপ মাধুর্য্য দেখিয়া নেত্র ভরি।
শ্রীমালা প্রসাদ আনি দিলেন পূজারি।
হৈল সন্ধ্যা সময় আরতি দরশনে।
আইলা অসংখ্য লোক প্রভুর প্রাঙ্গণে।
করিয়া প্রভুর চারু আরতি দর্শন।
সবে মেলি আরম্ভিলা নাম সংকীর্ত্তন ॥
শ্রীনাম কীর্ত্তন ধ্বনি ভুবন ব্যাপিল।
কিবা বাল বৃদ্ধ সবে উন্মত্ত হইল ॥
দেবতা মনুষ্যে মিসাইয়া নাম গায়।
সবেই মনের সাধে ধূলায় লোটায় ॥
কেহ উর্দ্ধ বাহু করি করয়ে নর্ত্তন।
কেহ বীর দর্পে করে হুঙ্কার গর্জ্জন ॥

লম্ফে লম্ফে ফিরে কেহ হাত তালী দিয়া।
নেত্র জলে ভাসে কেহ কারে আলিঙ্গিয়া॥
ঐছে নানা ভাবের বিকার ক্ষণে ক্ষণে।
কে বর্ণিব যৈছে সুখ শ্রীনাম কীর্ত্তনে॥
শ্রীনাম কীর্ত্তন সুধা যে করিলা পান।
তার সম জগতে কে আছে ভাগ্যবান॥ *
হইল সবার ঐছে শ্রীনামে আবেশ।
কেহ না জানিলা কৈছে রাত্রি হৈল শেষ॥
প্রভু ইচ্ছামতে সবে স্থকিত হইলা।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী উল্লাসে বাসা গেলা॥
রজনী প্রভাত কালে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
করিলেন স্নান উষ্ণজলে শীঘ্র করি॥
নিজ নিয়মিত কর্ম্ম করি হর্ষ চিতে।
রন্ধনের আয়োজন করিলা বাসাতে॥
এথা আচার্য্যাদি সবে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
নিয়মিত কর্ম্ম করিলেন স্নান করি॥
শ্রীমন্দিরে রাজভোগ আরতি দেখিয়া।
আইলা শ্রীঈশ্বরী সমীপে হর্ষ হৈয়া॥
ঈশ্বরী করিয়া পাক সমর্পি প্রভুরে।
ভোগ সরাইয়া আসি বসিলা বাহিরে॥

আচার্য্যাদি প্রতি কহে মধুর বচন।
রামচন্দ্রাদিক না আইলা এতক্ষণ॥
এতকহি উদ্বেগে চাহয়ে চারিভিতে।
হেনকালে আইলা সবে বুধরি হইতে॥
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি প্রভু প্রণমিঞা।
* জিজ্ঞাসিতে সংবাদ কহয়ে ব্যগ্র হৈয়া॥
পদ্মা পার হৈয়া সবে স্নানাহ্নিক করি।
ভুঞ্জিয়া প্রসাদ শীঘ্র গেলেন বুধরি॥
তথা পাক কর্ত্তা শীঘ্র করিয়া রন্ধন।
যত্ন করি করিলা প্রভুরে সমর্পণ॥
প্রভুর ভোজন হৈলে ভোগ সরাইলা।
হেন কালে সকল মহান্ত তথা গেলা॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সর্ব্বজন।
এথাকার কথা সুখে করিলা ভোজন॥
ভক্ষণাদি সমাধিতে সন্ধ্যাকাল হৈল।
কতক্ষণ সবে নাম সংকীর্ত্তন কৈল॥
কিঞ্চিৎ প্রসাদ রাত্রে করিয়া ভক্ষণ।
মনের উদ্বেগে সবে করিলা শয়ন॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাধিলা।
নিজ ভৃত্য জানি অতি অনুগ্রহ কৈলা॥

গমনের কালে যৈছে হৈল সবাকার।
তাহা নিবেদিতে মুখে না আইসে আমার॥
পাষাণ সমান এই মো সবার হিয়া।
স্বচ্ছন্দে আইলুঁ পদ্মাবতী পার হৈয়া॥
ঐছে কহি পুনঃ আর নারে কহিবারে।
ঈশ্বরী পরম স্নেহে প্রবোধে সবারে॥
সবে সিক্ত কৈলা ঈশ্বরীর বাক্যামৃতে।
অকস্মাৎ আনন্দ উদয় হৈল চিতে॥
সবার হৃদয়ে হর্ষ প্রকাশি ঈশ্বরী।
ভুঞ্জাইলা অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত্ন করি॥
শ্রীঈশ্বরী ভুঞ্জিলে সে পত্র শেষ লৈয়া।
সবা সহ আচার্য্য চলিলা হর্ষ হৈয়া॥
দেখয়ে অনেক লোক প্রভুর প্রাঙ্গণে।
করয়ে ভোজন ঐছে ভুঞ্জে স্থানে স্থানে॥
করি সবা সম্মান আচার্য্য মহাশয়।
সন্তোষাদি সবারে প্রবোধ বাক্য কয়॥
ঈশ্বরী কৃপায় সর্ব্ব হৈল সমাধান।
সর্ব্বত্র ব্যাপিল যৈছে অনুগ্রহ তান॥
হইলেন উদ্বিগ্ন শ্রীবৃন্দাবন যাইতে।
এবে প্রৌঢ় করি এথা না পারি রাখিতে॥

বৃন্দাবন হৈতে যবে হৈব আগমন।
স্বচ্ছন্দে করিবে তবে শ্রীপাদ দর্শন ॥
এখন এসব কিছু না করিহ চিতে।
ঈশ্বরীর যাত্রা কালি হইবে প্রভাতে ॥
শুনিয়া সন্তোষ রায় কতক্ষণ পরে।
গেলেন ঈশ্বরী পাশে ব্যাকুল অন্তরে ॥
সন্তোষের অন্তর জানিযা শ্রীঈশ্বরী।
কহিলা প্রবোধ বাক্য অতি স্নেহ করি ॥
শ্রীসন্তোষ কহে এই পতিত নিমিত্তে।
শীঘ্র আগমন করিবেন ব্রজ হৈতে ॥
মনে যে উপজে তাহা কহিতে না পারি
শুনি মৃদু বাক্যে সন্তোষিলেন ঈশ্বরী ॥
শ্রীসন্তোষ রায় মহা সন্তোষ হইলা।
সঙ্গে যে দিবেন তাহা শীঘ্র আনাইলা ॥
অতি সূক্ষ্ম পট্ট আদি বিচিত্র বসন।
নানা রত্ন জড়িত স্বর্ণাদি বিভূষণ ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহনে।
শ্রীরাধা বিনোদ আর শ্রীরাধারমণে ॥
রাধাদামোদরে দিতে সুসজ্জা করিয়া।
রাখিলেন ঈশ্বরী সম্মুখে যত্ন পাঞা ॥

স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু বস্ত্র পুনঃ দিলা।
গমনোপযুক্ত কার্য্য সব সমাধিলা॥
শ্রীসন্তোষ রায়ের ভাগ্যের নাই পার।
লক্ষ্মী হৈয়া যার অর্থ কৈলা অঙ্গীকার॥
সকল প্রস্তুত কিছু অপেক্ষা না দেখি।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী হইলা মহা সুখী॥
শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যা আরাত্রিক দরশনে।
চলিলেন ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে॥
করিযা প্রভুর আরাত্রিক দরশন।
মনে যে হইল তাহা কৈলা নিবেদন॥
প্রভুর গলার মালা উছলি পড়িতে।
পূজারী আনিয়া দিলা ঈশ্বরীর হাতে॥
ঈশ্বরী সে মালা কৈলা মস্তকে ধারণ।
ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি বুঝে কোন জন॥
প্রভু আগে নাম কীর্ত্তনাদি হৈল তৈছে।
কি বলিব শ্রীঈশ্বরী বাসা গেলা যৈছে॥
করিলা শয়ন হৈল প্রভাত সময়।
সবে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা ব্যাকুল হৃদয়॥
শ্রীঈশ্বরী প্রভু আগে বিদায় হইলা।
পূজারি প্রসাদি মালা বহু আনি দিলা॥

শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যে যে করয়ে গমন।
তাঁ সবার নাম কিছু করিয়ে গণন॥
সূর্য্যদাসানুজ শ্রীপণ্ডিত কৃষ্ণদাস।
মাধব আচার্য্য যাঁর অদ্ভুত বিলাস॥
মুরারি চৈতন্য কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
নৃসিংহ চৈতন্য বলরাম মহীধর॥
কানাঞি নকড়িদাস গৌরাঙ্গ শঙ্কর।
শ্রীপরমেশ্বর দাস দাস দামোদর॥
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর।
জ্ঞানদাস মুকুন্দাদি গুণের সাগর॥
এ সবার প্রভাব বর্ণিব কোন জনে।
পরম প্রবীণ দুষ্ট পাষণ্ডী দমনে॥
এই সব সঙ্গী আর ঈশ্বরী আজ্ঞাতে।
চলিলেন কথোজন খেতরি হইতে॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীরমণ ভগবান।
গোকুল নৃসিংহ বাসুদেবাদি প্রধান॥
এসবা সহিত শ্রীজাহ্নবা শুভক্ষণে।
খেতরি হইতে যাত্রা করিলা বিহানে॥
শ্রীখেতরি গ্রামের লোকের ধৈর্য্য নাই
ঈশ্বরী গমনে সবে কান্দে ঠাঞি ঠাঞি

শ্রীনরোত্তমাদি সহ আচার্য্য ঠাকুর।
কান্দিতে কান্দিতে সঙ্গে চলে কথোদূর
স্নেহমূর্ত্তিমতী শ্রীজাহ্নবা এ সবারে।
করয়ে প্রবোধ বাহ্যে অধৈর্য্য অন্তরে ॥
সুমধুর বাক্যে সবে করিয়া বিদায়।
চলিলেন অগ্রে শীঘ্র চঢ়িয়া দোলায় ॥
কৃষ্ণদাস মাধব আচার্য্য আদি যত।
নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা অবিরত ॥
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শ্যামানন্দ আদি।
এ সবাব হৈল মহা দুঃখের অবধি ॥
পরস্পর কহি কত হইলা বিদায়।
সে সব শুনিতে ধৈর্য্য কে ধরে হিয়ায় ॥
শ্রীগোবিন্দ আদি সবে বিদায় হইতে।
আচার্য্য শ্রীনরোত্তম নারে স্থির হৈতে ॥
করিলা বিদায় কত কহিয়া সকলে।
চলিলেন সবে সিক্ত হৈয়া নেত্র জলে ॥
আচার্য্যাদি সবে সে গমন পথ চাঞা।
আইলা খেতরি গ্রামে ব্যাকুল হইয়া ॥
খেতরি গ্রামের লোক হৈয়া মৃত্যু প্রায়
বিরলে বসিয়া শ্রীজাহ্নবা গুণ গায় ॥

কেহ কার প্রতি কহে যত্নে ধৈর্য্য ধরি।
বৃন্দাবন হৈতে শীঘ্র আসিব ঈশ্বরী ॥
কেহ কহে দেশে যাইবেন অন্য পথে।
কি কার্য্য আছয়ে পুনঃ আসিব এথাতে ॥
কেহ কহে এই শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
ভক্তি বলে তাঁরে বশ করিলা নিশ্চয় ॥
কেহ কহে তেঁহ এ সবার প্রেমাধীন।
দেখিবে সাক্ষাতে এই গেলে কথো দিন ॥
ঐছে পরস্পর কত কহি ধৈর্য্য ধরে।
অকস্মাৎ হৈল সুখ সবার অন্তরে ॥
এথা শ্রীআচার্য্য শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ আদি আইলা প্রভুর আলয় ॥
ধরিলেন ধৈর্য্য সবে ঈশ্বরী ইচ্ছায়।
আনন্দ উদয় হৈল সবার হিয়ায় ॥
স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সুখে সারি সর্ব্বজন।
রাজভোগ আরাত্রিক করিলা দর্শন ॥
স্থানে স্থানে বৈষ্ণবের বাসাঘর গিয়া।
আচার্য্য ঠাকুর সবে আইলা সম্বোধিয়া॥
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইয়া সর্ব্বজনে।
নিজ গোষ্ঠী লৈয়া বৈসে প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥

কিবা সে অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে সুন্দর
প্রেম ভক্তি ময় সে সবার কলেবর ॥
প্রভু পাককর্ত্তাগণ মনের উল্লাসে।
অন্ন ব্যঞ্জনাদি অতি যত্নে পরিবেশে ॥
আচার্য্য ঠাকুর রামচন্দ্র মহাশয়।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ গুণের আলয় ॥
শ্যামানন্দ ব্যাস রামকৃষ্ণাদি কৌতুকে।
ভুঞ্জে শাক সূপাদি প্রশংসি মহা সুখে ॥
করিয়া ভোজন সুখে করি আচমন।
প্রসাদি তাম্বুল যত্নে করিলা ভক্ষণ ॥
সবা লৈয়া বসিলা আচার্য্য মহাশয়।
কৃষ্ণ কথা রসে মগ্ন সবার হৃদয় ॥
ভাগ্যবন্ত জন তাহা করিলা শ্রবণ।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না হয় বর্ণন ॥
দিবা অবসানে সবে সারি নিজ ক্রিয়া।
প্রভুর প্রাঙ্গণে আইলা মহা হর্ষ হৈয়া ॥
যে সকল বৈষ্ণব ছিলেন স্থানে স্থানে।
সবে আগমন কৈলা প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥
তাঁ সবার মনোবৃত্তি বিদায় হইতে।
বুঝিয়া আচার্য্য সবে কহেন নিভৃতে ॥

তোমাদের স্থান এই কহিতে কি আর।
মধ্যে মধ্যে হয় যেন গমন সবার॥
অদ্য দেখ দিবস হইল অবসান।
কালি প্রাতে নিজ গৃহে করিবে পযান॥
সন্তোষ রায়ের মনে অভিলাষ যাহা।
আপনার জানিয়া করিবা পূর্ণ তাহা॥
আচার্য্যের বাক্যামৃতে সবে সিক্ত হৈলা
উত্থাপন আরতি দেখিয়া বাসা আইলা।
শ্রীসন্তোষ রায় গিয়া তাঁ সবার পাশে।
করিলা বিনয় বহু সুমধুর ভাষে॥
সন্তোষ রায়ের চেষ্টা দেখি সর্ব্বজন।
হইল সবার মহা আনন্দিত মন॥
শ্রীসন্তোষ তাঁ সবার অনুমতি মতে।
প্রত্যেকে দিলেন বস্ত্র মুদ্রাদি যত্নেতে॥
এথা সন্ধ্যা আরতির হইল সময়।
আইলেন সবে পুনঃ প্রভুর আলয়॥
করিলেন সন্ধ্যা আরাত্রিক দরশন।
হইল আরম্ভ চারু শ্রীনাম কীর্ত্তন॥
নামামৃত পানে অতি উল্লাসিত হৈলা।
শয়ন আরতি দেখি সবে বাসা গেলা॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি প্রভুর প্রাঙ্গণে।
রহিলেন কতক্ষণ নিজ গোষ্ঠী সনে ॥
প্রভুর প্রসঙ্গে কথো রাত্রি গোঙাইয়া।
শয়ন করিলা নিজ নিজ বাসা গিয়া ॥
রজনী প্রভাতে আচার্য্যাদি সর্ব্বজনে।
আইলেন শ্রীমঙ্গল আরতি দর্শনে ॥
যে সব বৈষ্ণব দেশে করিব গমন।
তাঁহারাও আসি কৈলা আরতি দর্শন ॥
সে সবে প্রভুর আগে হইলা বিদায়।
পূজারি দিলেন মালা প্রসাদ সবায় ॥
পরস্পর হৈল যৈছে বিদায় সময়।
তাহা দেখি দ্রবে কাষ্ঠ-সমান হৃদয় ॥
চলিলেন সবে মহা অধৈর্য্য হইয়া।
আচার্য্যাদি রহিলেন পথপানে চাঞা ॥
ঐছে নানা দেশী লোক ব্যাকুল অন্তরে।
চলয়ে খেতরি হৈতে চলিতে না পারে ॥
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ গেলা নিজ ঘরে।
মহোৎসব মহিমা কহিয়া পরস্পরে ॥
আনন্দে বিদায় হইলেন বন্দিগণ।
কেহো কত মহা মহোৎসবের বর্ণন ॥

নানা বাদ্য-বাদক গায়ক নর্ত্তকাদি।
হইলা বিদায় হৈল সুখের অবধি ॥
সহস্র সহস্র লোক যায় এক মেলে।
কহিতে কীর্ত্তনানন্দ ভাসে নেত্র জলে ॥
দরিদ্র দুঃখিত সুখী হৈলা সর্ব্বমতে।
মহা মহোৎসব কীর্ত্তি ব্যাপিল জগতে ॥
লোকযাত্রা দেখি কেহ কহে কার প্রতি।
লোক সংখ্যা করে ঐছে কাহার শকতি ॥
কেহ কহে দেখিনু লোকের অন্ত নাই।
খেতরি গ্রামেতে কৈছে হইল সামাই ॥
হাসিয়া কহয়ে কেহ অসম্ভব নয়।
নরোত্তম প্রভাবেতে কিবা নাহি হয় ॥
কেহ কহে নরোত্তম প্রভাব প্রমাণ।
নহিলে কি এ লোকের হয় সমাধান ॥
ঐছে কত কহে লোক সুমধুর ভাষে।
নরোত্তম গুণগায় মনের উল্লাসে ॥
এথা নরোত্তম শ্রীআচার্য্যে নিবেদিতে।
করিলেন স্নান নরোত্তমাদি সহিতে ॥
নিজ নিজ নিয়মিত কর্ম্ম সবে সারি।
ভুঞ্জিলেন কিছু মিষ্টান্নাদি যত্ন করি ॥

নরোত্তম শ্রীনিবাসাচার্য্য দুইজনে।
না জানি কি প্রসঙ্গেতে ছিলেন নির্জ্জনে॥
দোঁহে নিজ নিজ নেত্র জলে সিক্ত হৈয়া।
করিলেন প্রভুর দর্শন সবা লৈয়া॥
রাজভোগ আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
প্রভু-প্রসাদান্ন আদি করিলা ভোজন॥
আচমন করি সবে বসিলা আসনে।
প্রসাদি তাম্বুল ভুঞ্জিলেন সর্ব্বজনে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কবিরাজ প্রতি।
কহেন আচার্য্য অতি যত্নে ধরি ধৃতি॥
শ্যামানন্দ সহ যাত্রা করিব প্রভাতে।
পদ্মা পার হৈয়া যাব বুধরি গ্রামেতে॥
জাজিগ্রাম গিয়া অতি শীঘ্র তথা হৈতে।
বনবিষ্ণু পুর হৈয়া আসিব ত্বরিতে॥
শ্যামানন্দ নবদ্বীপ অম্বিকা হইয়া।
রহিব ধাবেন্দা বাহাদুর পুর গিয়া॥
সে সকল দেশে করি ভক্তির প্রচার।
পত্রী দ্বারে শীঘ্র পাঠাবেন সমাচার॥
জাজিগ্রাম হৈতে সর্ব্ব সংবাদ লিখিয়া।
লোক দ্বারা শীঘ্র করি দিব পাঠাইয়া॥

এথা আসিবেন যবে শ্রীমতী ঈশ্বরী।
জাজিগ্রামে পত্রী পাঠাইবা শীঘ্রকরি॥
ঈশ্বরীর সেই পথে হইবে গমন।
এথা হৈতে সেই সঙ্গে যাবে সর্ব্বজন॥
ঈশ্বরীর গমন হইলে তথা হৈতে।
সকলে আসিব শীঘ্র খেতরি গ্রামেতে॥
ঐছে কত কহিলেন আচার্য্য ঠাকুর।
শুনিতেই সবার ধৈরয গেল দূর॥
তথাপিহ ধৈর্য্য করিলেন সর্ব্বজন।
করিলেন সন্তোষ গমন আয়োজন॥
বুধরি গ্রামেতে শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা।
পদ্মাতীরে নৌকাদি প্রস্তুত করাইলা॥
শ্রীশ্যামানন্দের সঙ্গে যাইবেক যাহা।
শ্রীরসিকানন্দে সমর্পণ কৈলা তাহা॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সঙ্গে যাহা চাই।
তাহা দিলা কর্ণপূর কবিরাজ ঠাঞি॥
ঐছে শ্রীসন্তোষ সর্ব্ব কার্য্য সমাধিলা।
ঠাকুরের আগে আসি সব নিবেদিলা॥
শুনিয়া আচার্য্য অতি প্রসন্ন অন্তরে।
সবা লৈয়া চলিলেন প্রভুর ভাণ্ডারে॥

দেখিলেন সকল সামগ্রী পূর্ণ তথা।
ঐছে দৃষ্টি করিলা ভাণ্ডার যথা যথা॥
বার বার কহয়ে সন্তোষ ভাগ্যবান।
করিলা সামগ্রী ঐছে হৈল অফুরাণ॥
ঐছে কত কহি আইলা প্রভুর অঙ্গনে।
হইল আনন্দ সন্ধ্যা আরতি দর্শনে॥
পূজারী দিলেন মালা প্রসাদ সবায়।
হইল অপূর্ব্ব শোভা সবার গলায়॥
প্রভু রূপ মাধুর্য্য দেখিতে সর্ব্বজন।
হইল নিমিষ হীন সবার নয়ন॥
আচার্য্য ঠাকুর ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
শ্রীনরোত্তমের পানে চায় বারে বারে॥
আচার্য্যের মনোবৃত্তি জানি মহাশয়।
আরম্ভে শ্রীসংকীর্ত্তন সুখের আলয়॥
গায়ক বাদকগণ প্রভুর প্রাঙ্গণে।
খোল করতাল লৈয়া আইলা তৎক্ষণে॥
দেবীদাস গোকুল গৌরাঙ্গ আদি যত।
খোল করতাল বায় পরম অদ্ভুত॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
আলাপয়ে গীত যে রচিলা বাসুঘোষে॥

তথাহি গীতং।

সখিহে ওই দেখ গোরা কলেবর।
কত চন্দ্র জিনি মুখ সুন্দর অধর॥
করিবর কর জিনি বাহু সুবলনি।
খঞ্জন জিনিয়া গোরা নয়ন নাচনি॥
চন্দন তিলক শোভে সুচারু কপালে।
আজানু লম্বিত বাহু বনমালা গলে॥
কম্বু-কণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দন শোভিত কত রত্ন হার সাজে॥
রাম রম্ভা জিনি উরু অরুণ বসন।
নখ মণি জিনি পূর্ণ ইন্দুবর গণ॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল॥

গীতের আলাপ যৈছে কহিলে না হয়।
বাজে মর্দ্দলাদি সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষয়॥
মৃদঙ্গের শব্দ সুধা আলাপ মধুর।
শুনি প্রেম-মত্ত হৈলা আচার্য্য ঠাকুর॥
করিতে নর্ত্তনাদি দাঁড়াইলা ভঙ্গী করি
কে ধরে ধৈরয সে মধুর ভঙ্গী হেরি॥

কিবা সে পুলক অঙ্গে ঝলমল করে।
রূপে কত কনক দর্পণ দর্প হরে॥
কিবা চন্দ্র বদনে মিলিত মৃদু হাস।
অরুণ অধর কুন্দ দশন প্রকাশ॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত পদ্ম-নেত্রে মনোরম।
ভুরু ভৃঙ্গপাঁতি নাসা শুক-চঞ্চু সম॥
শ্রবণ যুগল গণ্ড ছটা মনোহর।
আজানু লম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর॥
সুমধুর নাভি মধ্যদেশ অনুপাম।
সুগঠন জানু চারু চরণ ললাম॥
কিবা সে অপূর্ব্ব শোভা ভাবের আবেশে।
করয়ে নর্ত্তন লোক দেখে চারি পাশে॥
যদ্যপি খেতরি হৈতে বহু লোক গেলা।
তথাপিহ অনেক বিশিষ্ট লোক ছিলা॥
খেতরি নিবাসী যত একত্র হইয়া।
প্রভুর প্রাঙ্গণে সবে আইলা ধাইয়া॥
কতশত দীপ জলে উজ্জ্বল অবনী।
মধ্যে মধ্যে লোক সব করে জয়ধ্বনি॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যের নৃত্য দরশনে।
আইলা দেবতাগণ চড়িয়া বিমানে॥

গন্ধর্ব্ব কিন্নর গণ পরস্পর কয়।
ঐছে নৃত্য মনুষ্যে সম্ভব কভু নয়॥
কেহ কহে ঐছে নৃত্য নাহি দেবপুরে।
এ নৃত্য সম্ভব মাত্র চৈতন্য কিঙ্করে॥
কেহ কহে নিরুপম গীত বাদ্য যৈছে।
ভুবন মঙ্গল নিরুপম নৃত্য তৈছে॥
এইরূপ কহে কত অধৈর্য্য হইয়া।
দেখয়ে অদ্ভুত নৃত্য মনুষ্যে মিশাঞা॥
বিবিধ প্রকার নৃত্য ভঙ্গী নিরখিয়া।
দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে হৃষ্ট হৈয়া॥
গীত নৃত্য বাদ্যের মহিমা সবে গায়।
ছাড়িয়া বিমান আসি মনুষ্যে মিশায়॥
দেবতা মনুষ্য কেহ নারে স্থির হৈতে।
সর্ব্ব চিত্ত হরে গীত বাদ্য নর্ত্তনেতে॥
নাচয়ে আচার্য্য আত্ম বিস্মরিত হৈয়া।
নেত্র জলে ভাসে দেবীদাসে আলিঙ্গিয়া
দেবীদাস খোল বায় বিবিধ প্রকারে।
করে তাল পাট শুনি কেবা ধৈর্য্য ধরে॥
শ্রীগোকুল গায় বর্ণ বিন্যাস মধুর।
হস্তাদি ভঙ্গিতে ভাব প্রকাশে প্রচুর॥

শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁরে করি কোলে।
বোল্ বোল বলিয়া ভাসয়ে নেত্র জলে ॥
শ্যামানন্দ ভাবাবেশে অধৈর্য্য হিয়ায়।
হইলেন সিক্ত দুই নেত্রের ধারায় ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি প্রেমাবেশে।
ধূলায় ধূসর হৈয়া ফিরি চারি পাশে ॥
সংকীর্ত্তনে সুখের সমুদ্র উথলিল।
বর্ণিতে নারিয়ে যে যে চমৎকার হৈল ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি কার কীর্ত্তন আবেশে।
প্রভু ইচ্ছামতে স্থির হৈলা রাত্রি শেষে।
সংকীর্ত্তন সমাধিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
ধূলায় লোটায় অশ্রু সবার নয়নে ॥
পরস্পর করি সবে দৃঢ় আলিঙ্গন।
যথাযোগ্য প্রণময়ে সবে সর্ব্বজন ॥
নিজ নিজ বাসায় সকলে শীঘ্র গিয়া।
করিয়া বিশ্রাম সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর লইয়া কথোজনে।
গমন সজ্জায় আইলা প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥
শ্যামানন্দ গণ সহ সুসজ্জ হইয়া।
আইলেন প্রভুর অঙ্গনে সবা লৈয়া ॥

নরোত্তম রামচন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়।
সন্তোষাদি সহ আইলা প্রভুর আলয় ॥
আচার্য্য গমন শুনি ব্যাকুল হইয়া।
খেতরি গ্রামের লোক আইলা ধাইয়া ॥
প্রভুর প্রাঙ্গণে ভীড় হৈল অতিশয়।
কি নারী পুরুষ সবে অধৈর্য্য হৃদয় ॥
আচার্য্য ঠাকুর প্রভু পানেতে চাহিয়া।
হইতে বিদায় বিদরিয়া যায় হিয়া ॥
শ্যামানন্দ ভূমে প্রণমিয়া প্রভু আগে।
হইলা বিদায় কত কহি অনুরাগে ॥
পূজারি আনিয়া মালা প্রসাদি বসন।
আচার্য্য ঠাকুর আগে কৈলা সমর্পণ ॥
আচার্য্য দিলেন মালা বসন সবারে।
আপনে লইলা যত্নে মস্তক উপরে ॥
বাহ্যে ধৈর্য্য প্রকাশি প্রবোধি সর্ব্বজনে
খেতরি হইতে যাত্রা কৈলা শুভক্ষণে ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় ব্যাকুল হইলা।
রামচন্দ্র কবিরাজ যত্নে প্রবোধিলা ॥
পদ্মাবতী তীরে গিয়া আচার্য্য ঠাকুর।
নৌকায় চড়িলা শীঘ্র ধৈর্য্য গেল দূর ॥

শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ প্রতি।
কহিলা যতেক তাহা কহি কি শকতি ॥
শ্যামানন্দ ভাসে দুটি নয়নের জলে।
নরোত্তম কান্দে শ্যামানন্দ করি কোলে।
পরস্পর ঐছে সবে করয়ে ক্রন্দন।
সে ক্রন্দন শুনি ধৈর্য্য ধরে কে এমন ॥
কতক্ষণে সবে প্রবোধিলা রামচন্দ্র।
গণ সহ নৌকায় চঢ়িলা শ্যামানন্দ ॥
কর্ণধার নৌকা চালাইলা শীঘ্র করি।
পদ্মা পার হৈয়া শীঘ্র গেলেন বুধরি ॥
এথা সবা সহ স্নান করি মহাশয়।
আইলা খেতরি অতি ব্যাকুল হৃদয় ॥
প্রভুর প্রাঙ্গণে সবে উপনীত হৈতে।
অকস্মাৎ আনন্দ উদয় হৈল চিতে ॥
জয় জয় প্রেমানন্দ ময় শ্রীঅঙ্গন।
যথা গণ সহ নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥
যে দেখিলা এ হেন অঙ্গন মনোহর।
যে হইলা অঙ্গনের ধূলায় ধূসর ॥
যে জন করয়ে এই অঙ্গন ধেয়ান।
তাঁর সম জগতে নাহিক ভাগ্যবান ॥

প্রভুর অঙ্গনে শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
পূজারি আসিয়া অতি যত্নে নিবেদয়ে॥
রাজভোগ আরাত্রিক হৈল অনেক ক্ষণ।
সবা লৈয়া করুন শ্রীপ্রসাদ সেবন॥
শুনি শ্রীঠাকুর মহাশয় হর্ষ হৈয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলেন সবা লৈয়া॥
খেতরি গ্রামীয় লোক প্রসাদ ভক্ষণে।
না জানয়ে কত বা আনন্দ হৈল মনে॥
সে দিবস আইলা বহু পাষণ্ডীর গণ।
তাহারাও করিলেক প্রসাদ সেবন।
প্রসাদ সেবনে হৈল ভক্তির উদয়॥
অশ্রুযুক্ত হৈয়া কেহ কার প্রতি কয়॥
ওহে ভাই মো সবার বিফল জীবন।
করিনু কুক্রিয়া যত না হয় গণন॥
কেহ কহে এবে কি উপায় মো সবার।
যম দণ্ড হইতে কে করিব উদ্ধার॥
কেহ কহে এই যে ঠাকুর নরোত্তম।
করিব উদ্ধার দেখি পতিত অধম॥
কেহ কহে তাঁর আগে যাইতে অঙ্গ হালে।
কেহ কহে যাইয়া পড়িব পদতলে॥

ঐছে কত কহি সবে কান্দিয়া কান্দিয়া।
নরোত্তম আগে পড়ে ভূমে লোটাইয়া॥
দয়ার সমুদ্র শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে তাঁ সবার প্রতি কয়॥
সম্বরহ ক্রন্দন তোমরা সবে ধন্য।
তোমা সবা উদ্ধারিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
শ্রীমহাশযের বাক্য শুনিয়া উল্লাসে।
কর যোড় করি নিবেদয়ে মৃদুভাষে।
ওহে প্রভু যতেক কুক্রিয়া লোকে কয়।
সে সব করিতে কিছু না করিনু ভয়॥
দেশে না আছিনু গিয়াছিনু দেশান্তরে।
দস্যু কর্ম্ম করিয়া আইনু কালি ঘরে॥
মো সবারে দেখি মো সবার সঙ্গীগণ।
কহিব কি তারা যত করিলা ভৎর্সন॥
মহা দুরাচার দুষ্ট ছিলেন সে সব।
প্রভুর করুণা হৈতে হইলা বৈষ্ণব॥
ওহে প্রভু করুণা করহ মো সবারে।
তোমার নির্ম্মল যশ ঘুষুক সংসারে॥
ঐছে বাক্য শুনি হৈল করুণা অশেষ।
তাঁ সবারে ঠাকুর করেন উপদেশ॥

নিরন্তর সাধু সঙ্গ কর সর্ব্বজন।
অতি দীন হৈয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
বৈষ্ণবের স্থানে সদা হৈবে সাবধান।
যেন কোন মতে কার নহে অসম্মান॥
ঐছে কত কহি পুনঃ কহে বার বার।
এই হরি নাম মন্ত্র কর সবে সার॥
এতকহি বাহু পসারিযা প্রেমাবেশে।
আইস আইস কোলে করি কহে মৃদুভাষে॥
দেখিয়া করুণা সবে পড়ি ক্ষিতি তলে।
চরণ পরশি শিরে ভাসে নেত্র জলে॥
এ সবার ভাগ্য যৈছে কহিলে না হয়।
অনায়াসে হৈল প্রেম ভক্তির উদয়॥
দেবের দুর্ল্লভ ধন পাঞা সে সকলে।
না ধরে ধৈরয হিয়া আনন্দে উথলে॥
ঐছে সব পাষণ্ডীর নাশয়ে দুস্কৃতি।
ইহার শ্রবণে মিলে নির্ম্মল ভকতি॥
প্রেমভক্তি-দাতা শ্রীঠাকুর মহাশয়।
আচার্য্য সংবাদ বিনা উদ্বিগ্ন হৃদয়॥
লোক পাঠাইতে রামচন্দ্র বাসা চলে।
পরম মঙ্গল দৃষ্টি হৈল হেন কালে॥

আচার্য্যের পত্রী আইলা জাজিগ্রাম হৈতে।
পত্রী পাঠে পরম আনন্দ হৈল চিতে ॥
মহাশয় সমাচার পত্রী পাঠাইয়া।
রামচন্দ্র সহ বিলসয়ে হর্ষ হৈয়া ॥
পরস্পর কহে আচার্য্যের গুণ গণ।
যাহার শ্রবণে হয় দুঃখ বিমোচন ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥

ইতি নরোত্তম বিলাসে অষ্টমো বিলাসঃ।

জয় গৌর নিত্যানন্দা দ্বৈত গণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতা গণ!
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী খেতরি গ্রাম হৈতে।
কৈলা অলৌকিক কার্য্য বৃন্দাবন যাইতে ॥
তাহা কি কহিব দুষ্ট পাষণ্ডী যবন।
অনায়াসে পাইল দুর্ল্লভ ভক্তিধন ॥
সে সব লোকের সঙ্গ করিলেন যাঁরা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণে মত্ত হৈলা তাঁরা ॥

সবাসহ ঈশ্বরীর গমন যে পথে।
সে সব দেশীয় লোক ধায় সাথে সাথে।
যে গ্রামেতে গিয়া যে দিবস স্থিতি হয়
সে গ্রামীয় লোকের আনন্দ অতিশয়॥
ঐছে কত জীবের কল্মষ নাশ করি।
প্রয়াগ হইয়া শীঘ্র গেলা মধুপুরী॥
সবাসহ শ্রীবিশ্রাম ঘাটে করি স্নান।
শ্রীমাথুর ব্রাহ্মণের করিলা সম্মান॥
সে দিবস রহি নিশি প্রাতে স্নান করি
তথা হৈতে চলিলেন উল্লাসে ঈশ্বরী॥
ঈশ্বরীর হৈল মথুরাতে আগমন।
এ কথা সর্ব্বত্র শুনিলেন সর্ব্বজন॥
গোস্বামী সকল শীঘ্র বৃন্দাবন হৈতে।
মনের উল্লাসে আইসে আগুসরি লৈতে॥
এথা দূর হৈতে সবা সহিত ঈশ্বরী।
বিহ্বল হইয়া দেখে বনের মাধুরী॥
নহে নিবারণ নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।
পদব্রজে চলে দোলা হইতে নাবিয়া॥
ঈশ্বরীর আগে শ্রীপরমেশ্বর দাস।
ধীরে ধীরে কহে অতি সুমধুর ভাষ॥

শ্রীগোপালভট্ট শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ।
শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতাদি এক সাথ॥
এ সকলে আইলেন আগুসরি লৈতে।
এত কহি সবারে দেখান দূরে হৈতে॥
তা সবারে দেখিয়া শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি॥
গোস্বামী সকল ঈশ্বরীর দর্শনেতে।
হইলা অ... অশ্রু নারে নিবারিতে॥
ভূমি পড়ি ...য়া ঈশ্বরী চরণে।
কহিতে না ... কছু যত উঠে মনে॥
কৃষ্ণদাস স... মাধবাচার্য্যাদি।
সবা সহ মি...ন হইল যথা বিধি॥
শ্রীপরমেশ্বর দাস গোবিন্দাদি লৈয়া।
মিলাইয়া সকলের পরিচয় দিয়া॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সর্ব্বজন।
ভূমে পড়ি বন্দিলেন গোস্বামী চরণ॥
সবে অতি অনুগ্রহ করি তাঁ সবারে।
করিলেন আলিঙ্গন উল্লাস অন্তরে॥
পরস্পর মিলনেতে হৈল যে প্রকার।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈল বিস্তার॥

শ্রীজীব গোস্বামী কত কহি সাবধানে ।
ঈশ্বরীরে চঢাইয়া মনুষ্যের যানে ॥
শীঘ্র সবা লৈয়া গেলা নিভৃত বাসায় ।
ঈশ্বরী দর্শনে লোক চতুর্দ্দিগে ধায় ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ।
তথা হৈতে আইলা তাঁর পরিকর গণ ॥
কেবা কি করয়ে কার স্মৃতি নাহি মনে
হইল কি অদ্ভুত আনন্দ বৃন্দাবনে ॥
সবাসহ হৈলা স্থির ঈশ্বরী বাসায় ।
ভক্ষণ সামগ্রী সব আইল তথায় ॥
নানা ভাতি প্রসাদি পকান্ন শীঘ্র করি ।
ভুঞ্জাইযা সবে কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী ॥
শ্রীগোপালভট্ট আদি উল্লাস হিয়ায় ।
নিজ নিজ বাসা গেলা হইয়া বিদায় ॥
গোবিন্দের রাজভোগ আরতি দর্শনে ।
শ্রীজীব গোস্বামী সহ গেলা সর্ব্বজনে ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া ।
হইলা অধৈর্য্য রাধা গোবিন্দ দেখিয়া ॥
শ্রীমাধবাচার্য্য আদি গোবিন্দ দর্শনে ।
হইলা বিহ্বল অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥

শ্রীগোবিন্দ আরাত্রিক করিলা দর্শন।
মহা হর্ষে কৈলা মহা প্রসাদ সেবন॥
তথা হৈতে আসি সবে বিশ্রাম করিলা।
শ্রীজীবগোস্বামী হর্ষে নিজ বাসা গেলা॥
অপরাহ্ন সময়ে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী।
সবা সহ স্নান করিলেন শীঘ্র করি॥
মদন মোহন গোপীনাথালয়ে গিয়া।
করিলা দর্শন প্রেমে বিহ্বল হইয়া॥
শ্রীরাধা বিনোদ আর শ্রীরাধারমণ।
রাধা দামোদরের করিলা দরশন॥
এ সব দর্শনে যৈছে ভাবের বিকার।
তাহা এক মুখে কি বর্ণিব মুঞি ছার॥
সঙ্গে যে আনিলা নানা বস্ত্র আভরণ।
সে সকল সর্ব্বত্র করিলা সমর্পণ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহনে।
কি বলিব যে আনন্দ প্রসাদ সেবনে॥
লোকনাথ আদি আগে কহিলেন সব।
খেতরিতে হৈল যৈছে মহা মহোৎসব॥
যে রূপে আইলা পথে তাহা জানাইল।
শুনি সব গোস্বামীর আনন্দ হইল॥

গোস্বামী সকলে করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
নিজ নিজ বৃত্তান্ত করিলা নিবেদন॥
শুনিয়া ঈশ্বরী অতি ব্যাকুল অন্তরে।
মাধবাচার্য্যাদি ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে সর্ব্বজন।
গোবিন্দের কাব্য কিছু করহ শ্রবণ॥
শুনি গোবিন্দের কাব্য প্রশংসিলা কত
কবিরাজ খ্যাতি হৈল সবার সম্মত॥
শ্রীঈশ্বরী তাঁ সবার অনুমতি লৈয়া।
চলিলেন শ্রীকুণ্ডে বহুলা বন হৈয়া॥
আসিয়াছিলেন যাঁরা শ্রীকুণ্ড হইতে।
চলিলেন তাঁরা সবে ঈশ্বরীর সাথে॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড করিয়া দর্শন।
দেখিলেন শ্রীমানস গঙ্গা গোবর্দ্ধন॥
বৃষভানুপুর হৈয়া গেলা নন্দীশ্বর।
দেখিলেন শ্রীজাবট গ্রাম মনোহর॥
বলরাম রাসলীলা কৈলা যেই খানে।
তাহা দেখি পুনঃ আইলেন বৃন্দাবনে॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
শ্রীরাধা বিনোদ আর শ্রীরাধারমণ॥

রাধা দামোদর এ সবারে যত্ন করি।
ভুঞ্জাইলা ক্রমে পাক করিয়া ঈশ্বরী॥
গোস্বামী সবার সেই প্রসাদ সেবনে।
না জানি কি আনন্দ উদয় হৈল মনে॥
ঐছে শ্রীজাহ্নবা কত দিবস রহিলা।
শ্রীজীবগোস্বামী কিছু গ্রন্থ শুনাইলা॥
পুনঃ শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে লৈয়া সর্ব্বজন।
ক্রমেতে দ্বাদশ বন করিলা ভ্রমণ॥
যথা যে দিবস যৈছে আনন্দ হইল।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে তাহা না বর্ণিল!
গৌড়দেশে গমনের উদ্যোগ করিলা।
গোস্বামী সকল ইথে অনুমতি দিলা॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
রাধা দামোদর আর শ্রীরাধারমণ॥
শ্রীরাধাবিনোদ এই সভার স্থানেতে।
হইলা বিদায় কহি যে ছিল মনেতে॥
বিদায়ের কালে যৈছে হইলা ঈশ্বরী।
সহস্র বদন হৈলে বর্ণিতে না পারি॥
মাধব আচার্য্য আদি যত্নে স্থির হৈলা।
সে দিবস সবে বৃন্দাবনে স্থিতি কৈলা॥

'গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম।
বড় গঙ্গাদাস নাম গুণে অনুপম ॥
পূর্ব্বে তেঁহ আসিয়া ছিলেন বৃন্দাবনে।
কভু স্থির নহে সদা রহয়ে ভ্রমণে ॥
তাঁরে অনুগ্রহ করি ঈশ্বরী আপনে!
আজ্ঞা কৈলা গৌড়দেশ যাবে মোর সনে ॥
ঐছে আজ্ঞা পাঞা তেঁহ প্রস্তুত হইলা।
এথা গোবিন্দাদি গোস্বামীর বাসা গেলা ॥
শ্রীগোপালভট্ট লোকনাথের চরণে।
প্রণমিয়া নিবেদিলা যে আছিল মনে ॥
শ্রীভট্ট শ্রীলোকনাথ অতি হৃষ্ট হৈলা।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে আশীর্ব্বাদ কৈলা ॥
এ সবার মাথে করি চরণ অর্পণ।
পুনঃ যে কহিলা তাহা না হয় বর্ণন ॥
তথা হৈতে ভূগর্ভ গোস্বামী বাসা গেলা।
তেঁহ এ সবারে অতি অনুগ্রহ কৈলা ॥
তথা হৈতে গেলা জীব গোস্বামীর স্থানে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি সেই খানে ॥
একত্রে হইল অনেকের দরশন।
ভূমে পড়ি বন্দিলেন সবার চরণ ॥

সবে অতি অনুগ্রহ কৈলা এ সবারে।
শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহে কহে গোবিন্দেরে ॥
এথাকার সংবাদ আচার্য্যে জানাইবা।
নিজকৃত গীতামৃত পাঠাইয়া দিবা ॥
অতি অল্প দিনে এই গ্রন্থ সমাধিব।
লোক দ্বারে পত্রীসহ গ্রন্থ পাঠাইব ॥
এত কহি গোপালবিরুদাবলি দিলা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি প্রশংসিলা ॥
ঐছে সর্ব্বত্রেই সবে দর্শন করিয়া।
করিলা বিশ্রাম শীঘ্র বাসায় আসিয়া ॥
ঈশ্বরী অনেক রাত্রে করিলা শয়ন।
স্বপ্নচ্ছলে গোপীনাথ দিলেন দর্শন ॥
আপন গলার মালা দিলা জাহ্নবারে।
লহু লহু হাসিয়া কহয়ে ধিরে ধিরে ॥
মোর প্রিয়া দেখি মনে করিয়াছ যাহা।
গৌড় দেশে গিয়া শীঘ্র পাঠাইবা তাহা ॥
তেঁহ বামে রহিবেন এহ দক্ষিণেতে।
হইব যে শোভা তাহা পাইবা দেখিতে ॥
ঐছে কত কহি করে মন্দিরে গমন।
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে যাহা করিলা দর্শন ॥

শ্রীগোপীনাথের মালা রাখি সঙ্গোপনে
চলিলেন শ্রীমঙ্গল আরতি দর্শনে ॥
আবাত্রিক দেখি কত প্রার্থনা করিয়া ।
আইলেন বাসা অতি উল্লাস হইয়া ॥
রজনী প্রভাত কালে অতি সুভক্ষণ ।
শ্রীঈশ্বরী বাসা হৈতে করিলা গমন ॥
গোস্বামী সকল আইলেন সেই ঠাঞি
যে কিছু কহিলা তা বর্ণিতে সাধ্য নাই
কথো দূর গিযা সবে ঈশ্বরী আজ্ঞায ।
বিদায় হইয়া ভাসে নেত্রের ধারায় ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী হইতে নারে স্থির ।
নদীর প্রবাহ প্রায় নেত্রে বহে নীর ॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত শ্রীমাধব আচার্য্য ।
মুরারি চৈতন্য আদি হইলা অধৈর্য্য ॥
এ সবে কান্দয়ে আর কান্দে ব্রজবাসী
হইলেন স্থির সবে কথো দূর আসি ॥
ব্রজবাসি গণ নিজ বাসায় চলিলা ।
সবা সহ শ্রীঈশ্বরী মথুরা আইলা ॥
সে দিবস স্থিতি করিলেন মথুরাতে ।
মাথর ব্রাহ্মণে ভুঞ্জাইলা যত্ন মতে ॥

তথা হৈতে গমন করিলা গৌড়দেশে।
খেতরি গ্রামেতে আইলা কথোক দিবসে।
ঈশ্বরীর আগমন শুনি লোক মুখে।
নরোত্তম আত্ম বিস্মরিত হৈলা সুখে॥
রামচন্দ্র ডাকিয়া কহিলা সমাচার।
শুনি আগমন হৈল আনন্দ সবার॥
চলিলেন আগুসরি গোষ্ঠীর সহিতে।
খেতরি গ্রামের লোক ধায় চারিভিতে॥
কথো দূর গিয়া দেখে অপূর্ব্ব গমন।
পরস্পর হৈল ..হা আনন্দে মিলন॥
ভূমে লোটাইয়া পড়ে ঈশ্বরী চরণে।
ঈশ্বরী হইলা হর্ষ দেখি সর্ব্বজনে॥
খেতরি গ্রামের লোকে কৃপাদৃষ্টি কৈলা।
সবা সহ খেতরি গ্রামেতে প্রবেশিলা॥
উত্তরিলা শ্রীঈশ্বরী পূর্ব্বের বাসায়।
হইলা অনেক লোক নিযুক্ত সেবায়॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি হর্ষ মনে।
উত্তরিলা পূর্ব্বের বাসায় সর্ব্বজনে॥
বড়ু গঙ্গাদাস আদি যত বিজ্ঞগণ।
উত্তরিলা দেখি ... অপূর্ব্ব নির্জ্জন॥

রামচন্দ্র কবিরাজ অতি সাবধানে।
লৈয়া গেলা বিবিধ সামগ্রী স্থানে স্থানে
ঈশ্বরী সমীপে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
স্নান করিবারে পুনঃ পুনঃ নিবেদয়॥
উষ্ণ জলে শীঘ্র স্নানাদিক ক্রিয়াসারি।
প্রসাদি মিষ্টান্ন কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী॥
শীঘ্র পাক করি কৈলা প্রভুরে অর্পণ।
ভুঞ্জিলেন যাতে হর্ষ হৈলা সর্ব্বজন॥
ঐছে সর্ব্ব মহান্তের স্নানাদি হইল।
শ্রীসন্তোষ সবে নব্য বস্ত্র পরাইল॥
মিষ্টান্ন প্রসাদ সবে করিলা ভক্ষণ।
তথা এক স্থানে শীঘ্র হইল রন্ধন॥
কৃষ্ণে সমর্পিয়া ভোগ পাককর্ত্তা গণে।
সকল মহান্তে ভুঞ্জাইলা হর্ষ মনে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সর্ব্বজন।
পাককর্ত্তাগণ সহ করিলা ভোজন॥
প্রসাদি তাম্বুল সবে করিয়া ভক্ষণ।
নিজ নিজ স্থানে শুইলেন অল্পক্ষণ॥
বড়ু গঙ্গাদাস আদি নিজ স্থানে গিয়া।
কিছুকাল বিশ্রাম করিলা হর্ষ হৈয়া॥

শ্রীঈশ্বরী কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া।
শীঘ্র সারিলেন পুনঃ স্নানাদিক ক্রিয়া॥
নরোত্তম রামচন্দ্র সন্তোষাদি সনে।
শ্রীঈশ্বরী পাশে আইলা উল্লাসিত মনে॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় সবে আসনে বসিলা।
নরোত্তম কিছু জিজ্ঞাসিতে মনে কৈলা॥
জানিয়া মনের কথা জাহ্নবা ঈশ্বরী।
বৃন্দাবন গমনাদি কহিলা বিবরি॥
গোস্বামী সবার চেষ্টা মনে বিচারিতে।
হইলা অধৈর্য্য ধারা বহয়ে নেত্রেতে॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সবা প্রবোধিলা।
শ্রীগোপীনাথের আজ্ঞা ভঙ্গীতে কহিলা॥
যাইতে হইবে শীঘ্র ইহা জানাইতে।
রামচন্দ্র কবিরাজ কহে যোড়হাতে॥
এথা কথো দিন রহিবেন মনে ছিল।
মো সবার অভিলাষ বিফল হইল॥
ঈশ্বরী কহেন কিছু কহিতে না পারি।
বিচারিয়া কহ যে উচিত তাহা করি॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় ধীরে ধীরে কহে।
দুই চারি দিনে যাত্রা হৈব খড়দহে॥

সাক্ষাতেই নির্ম্মাণ হইলে ভাল হয়।
এ সকল কার্য্যেতে বিলম্ব কিছু নয়॥
পথে যাইতে কিছু দিন বিলম্ব হইব।
কালি প্রাতে খড়দহে লোক পাঠাইব॥
ঐছে কহি শ্রীজাহ্নবাঈশ্বরী সাক্ষাতে।
পত্রী লেখাইয়া দিলা সন্তোষের হাতে॥
আচার্য্য ঠাকুরে এক পত্রিকা লিখিলা।
দুই পত্রী দিয়া দূতে শীঘ্র পাঠাইলা॥
হইল সময় সন্ধ্যা আরতি দর্শনে।
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে গেলা প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
শ্রীমাধব আচার্য্যাদি সবে শীঘ্র আইলা।
প্রভুর আরতি হর্ষে দর্শন করিলা॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া।
করিলেন দর্শন ভঙ্গীতে কিবা কৈয়া॥
কতক্ষণ করিলেন কীর্ত্তন শ্রবণ।
শ্রীঈশ্বরী কৈলা নিজ বাসায় গমন॥
মাধব আচার্য্য আদি সবে বাসা গেলা।
প্রভুর প্রাঙ্গণে রামচন্দ্রাদি রহিলা॥
প্রভুর প্রসাদি পক্কান্নাদি শীঘ্র লৈয়া।
ভুঞ্জাইলা সবারে পরম যত্ন পাঞা॥

পথশ্রম মতে সবে করিলা শয়ন।
শ্রীসন্তোষ আদি কৈলা চরণ সেবন ॥
রামচন্দ্র ঈশ্বরী সমীপে শীঘ্র গেলা।
কিঞ্চিৎ প্রসাদি দুগ্ধ পান করাইলা ॥
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গেতে যতেক বিপ্রনারী।
তাঁ সবারে কিছু ভুঞ্জাইলা যত্ন করি ॥
শ্রীঈশ্বরী শয়ন করিলে মহাশয়।
রামচন্দ্র সহ আইলা প্রভুর আলয় ॥
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি সবারে লইয়া।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ মহাশয় হর্ষ হৈয়া ॥
অবসর পাইয়া ঠাকুর মহাশয়ে।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ যত্নে নিবেদয়ে ॥
গোস্বামী সকল যে কহিতে আজ্ঞা কৈলা।
তাহা কহি গোপালবিরুদাবলি দিলা ॥
শুনি মহাশয় রহিলেন মৌন ধরি।
হইলা অধৈর্য্য যৈছে কহিতে না পারি ॥
কতক্ষণে আপনা প্রবোধি স্থির হৈলা।
গোপালবিরুদাবলি রামচন্দ্রে দিলা ॥
তথাপি ব্যাকুল হৈয়া করিলা শয়ন।
স্বপ্নচ্ছলে লোকনাথ দিলা দরশন ॥

নরোত্তম পড়িয়া গোস্বামী পদতলে।
পাদপদ্ম সিক্ত কৈলা নয়নের জলে॥
নরোত্তমে গোস্বামী করিলা আলিঙ্গন।
কহিলা অমৃতময় প্রবোধ বচন॥
নরোত্তমে মহামোদ করিয়া প্রদান।
মন্দ মন্দ হাসিয়া হইলা অন্তর্দ্ধান॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মহা হর্ষ হৈলা।
শ্রীনাম গ্রহণে রাত্রি প্রভাত করিলা॥
সবে প্রাতঃক্রিয়া করি নরোত্তমে লৈয়া।
মগ্ন হৈলা শ্রীবৃন্দাবনের কথা কৈয়া॥
ঐছে মহানন্দে গোঙাইলা দিন চারি।
পূর্ব্বমত পাক আদি করিলা ঈশ্বরী॥
যে আনন্দ প্রকাশ করিলা চারি দিনে।
কে বর্ণিতে পারে তা দেখিলা ভাগ্যবানে
রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
দোঁহে স্থির করিলেন গমন সময়॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথো জনে।
পাঠাইলা বুধরি পরমানন্দ মনে॥
শ্রীসন্তোষ কহে কালি প্রভাতে গমন।
শীঘ্র করি কর গমনের আয়োজন॥

পূজারী সকলে কহে পরম যতনে।
সাবধান হবে প্রভু বৈষ্ণব সেবনে॥
ঐছে সবে সর্ব্ব কার্য্যে সাবধান কৈলা
শ্রীঈশ্বরী সমীপে এ সব নিবেদিলা॥
এথা শ্রীসন্তোষ রায় আদি কথোজন।
করিলেন শীঘ্র গমনের আয়োজন॥
শ্রীঈশ্বরীর সঙ্গেতে দিবার যোগ্য যাহা
শ্রীপরমেশ্বব দাসে সমর্পিলা তাহা॥
রজনী প্রভাত কালে প্রভুর অঙ্গনে।
বিদায় হইতে আইলেন সর্ব্বজনে॥
করিয়া দর্শন সবে মনের উল্লাসে।
করিলেন কতেক প্রার্থনা মৃদু ভাষে॥
পূজারী প্রসাদি মালা বস্ত্র সবে দিলা।
ভূমে পড়ি প্রণমি বিদায় সবে হৈলা॥
শ্রীজাহ্নবাঈশ্বরী অধৈর্য্য দরশনে।
বিদায় হইলা কিবা কহি মনে মনে॥
করিয়া প্রণাম মালা বস্ত্র ধরি মাথে।
চলিলেন সবা সহ প্রাঙ্গণ হইতে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় বিদায় হইলা।
নিজকৃত শ্লোক পড়ি প্রণাম করিলা॥

তথাহি।

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোহস্তু তে॥

যে যে সঙ্গে যাইবেন তা সবারে লৈয়া
রামচন্দ্র বিদায়ে ব্যাকুল হৈল হিয়া॥
খেতরি গ্রামের লোক হইয়া অস্থির।
চলিলেন সঙ্গে সবে পদ্মাবতী তীর॥
শ্রীঈশ্বরী সকল লোকেরে প্রবোধিয়া।
চড়িলা নৌকায় অতি অধৈর্য্য হইয়া॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহে কর্ণধারে।
শীঘ্র নৌকা লইয়া চলহ পদ্মা পারে॥
কর্ণধার নৌকা লৈয়া পদ্মা পার আইল
এথা লোক ব্যাকুল হইয়া গ্রামে গেলা
পদ্মাবতী তীরে সবা সহিত ঈশ্বরী।
স্নানাদি করিয়া শীঘ্র আইলা বুধরি॥
তথা যে যে নিকটে গ্রামের লোক গণ
ধাইয়া আইলা সবে করিতে দর্শন॥
সকল মহান্তে করি দর্শন সকলে।
ধরিতে নারয়ে হিয়া ভাসে নেত্র জলে

ঐছে চেষ্টা দেখি বিজ্ঞগণ হর্ষ হৈলা।
তাঁ সবারে সুমধুর বাক্যে সম্বোধিলা॥
সবা সহ শ্রীঈশ্বরী উল্লাস অন্তরে।
উত্তরিলা অপূর্ব্ব নির্জ্জন বাসা ঘরে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ পাক কর্ত্তা গণে।
করিলেন নিবেদন যাইতে রন্ধনে॥
সে সকলে শীঘ্র পাক করি হর্ষ হৈলা।
কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিয়া ভোগ সরাইলা॥
শ্রীঈশ্বরী করি অতি সংক্ষেপে রন্ধন।
দুগ্ধাদি সহিত কৃষ্ণে কৈলা সমর্পণ॥
ভোগ সরাইয়া সুখে ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী।
বসিলা আসনে আসি পুনঃ স্নান করি॥
এথা অতি যত্ন করি পাক কর্ত্তা গণ।
সর্ব্ব মহান্তেরে করাইলেন ভোজন॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় আদি সর্ব্বজনে।
করিলা ভোজন পাককর্ত্তা গণ সনে॥
সে দিবস ঈশ্বরীর কি আনন্দ হৈল।
বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ স্থির কৈল॥
বিরক্তের শিরোমণি বড়ু গঙ্গাদাস।
স্বপ্নেহ নাহিক যাঁর কোন অভিলাষ॥

বড়ু গঙ্গাদাস অতি সঙ্কোচিত হইলা।
ঈশ্বরীর ইচ্ছামতে বিবাহ করিলা॥
দিলেন বিবাহ যৈছে জাহ্নবাঈশ্বরী।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে বর্ণিতে না পারি॥
শ্যামরাজ নামে শ্রীবিগ্রহ মনোহর।
কি অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা সে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
তেঁহ স্বপ্নচ্ছলে কহে ঈশ্বরীর পাশে।
এবে মোরে সমর্পহ বড়ু গঙ্গাদাসে॥
স্বপ্নাদেশে ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া।
বড়ু গঙ্গাদাসে দিলা সেবা সমর্পিয়া॥
ভোগের নির্ব্বন্ধ করিলেন সেইক্ষণে।
মহা মহোৎসব হৈল তার পরদিনে॥
বড়ু গঙ্গাদাস প্রতি নিভৃতে ঈশ্বরী।
কহিলেন কি তাহা বুঝিতে নাহি পারি
বড়ু গঙ্গাদাসে রাখি বুধরি গ্রামেতে।
সবা সহ আইলা কণ্টক নগরেতে॥
শ্রীযদুনন্দন আদি আনন্দ হৃদয়ে।
আগুসরি আনিলেন প্রভুর আলয়ে॥
ভোজন করিয়া প্রভু করিব শয়ন।
হেনকালে অঙ্গনে প্রবেশে সর্ব্বজন

দেখি গৌরচন্দ্রে অতি আনন্দ হিয়ায়।
সবা সহ উত্তরিলা পূর্ব্বের বাসায় ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় আদি সর্ব্বজনে।
দিলেন অপূর্ব্ব বাসা পরম নির্জ্জনে ॥
গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন সর্ব্বজন।
এথা সব সামগ্রীর হৈল আয়োজন ॥
জাজিগ্রামে শীঘ্র এক লোক পাঠাইলা।
সবা সহ শ্রীআচার্য্য ঠাকুর আইলা ॥
এথা স্নানাদিক ক্রিয়া করি সর্ব্বজন।
প্রসাদি মিষ্টান্ন কিছু করিলা ভক্ষণ ॥
হেনকালে আচার্য্য হইলা উপনীত।
দেখিয়া সকলে হইলেন উল্লাসিত ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য সবারে প্রণময়ে।
সবে প্রণমিয়া শ্রীনিবাসে আলিঙ্গয়ে ॥
স্নেহে জিজ্ঞাসিলা শ্রীনিবাসেরে কুশল।
শ্রীনিবাস কহে এই দর্শনে মঙ্গল ॥
শ্রীনিবাস সঙ্গেতে ছিলেন যত জন।
সবে বন্দিলেন সর্ব্ব মহান্ত চরণ ॥
সকল মহান্ত যথাযোগ্য ক্রিয়া কৈল।
স্নেহাবেশে যৈছে তা বর্ণিতে না পারিল

এথা পাককর্ত্তাগণ রন্ধন করিলা।
কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিয়া ভোগ সরাইলা॥
শ্রীঈশ্বরী করি শীঘ্র পাক সংক্ষেপেতে।
ভুঞ্জাইয়া প্রভুকে ভুঞ্জিলা যত্নমতে॥
পুনঃ স্নান করিয়া কহয়ে সর্ব্বজনে।
বেলা অবসান হৈল বৈসহ ভোজনে॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সবারে লইয়া।
সকল মহান্ত ভুঞ্জিলেন হর্ষ হৈয়া॥
আচমন করি সবে বসিলা আসনে।
আচার্য্য গেলেন ঈশ্বরীর দরশনে॥
ভূমে পড়ি ঈশ্বরী চরণে প্রণমিলা।
স্নেহাবেশে ঈশ্বরী কুশল জিজ্ঞাসিলা॥
শ্রীনিবাস কহে এই চরণ দর্শনে।
সব অকুশল দূরে গেল এতদিনে॥
শ্রীঈশ্বরী পুনঃ অতি সুমধুর ভাষে।
আদ্যোপান্ত সকল কহিলা শ্রীনিবাসে॥
শ্রীনিবাস শুনিলেন উল্লাস হিয়ায়।
আইলেন প্রিয় নরোত্তমের বাসায়॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কহিলেন তাহা।
কহিতে কহিলা শ্রীগোস্বামী সব যাহা॥

শুনিয়া আচার্য্য মনে করয়ে বিচার।
প্রভু পাদপদ্ম কি দেখিতে পাব আর॥
রামচন্দ্র কবিরাজ কতক্ষণ পরে।
গোপালবিরুদাবলি দিলা আচার্য্যেরে॥
আচার্য্য লইয়া তাহা মস্তকে ধরিলা।
সন্ধ্যা-আরাত্রিক শীঘ্র দেখিতে চলিলা।
সকল মহান্ত মিলি আইলা প্রাঙ্গণে।
হইল পরমানন্দ আরতি দর্শনে।
কতক্ষণ করিলেন নাম সংকীর্ত্তন॥
যে আনন্দ হৈল তাহা না হয় বর্ণন॥
শ্রীজাহ্নবাঈশ্বরী প্রভুর মন্দিরেতে।
হইলেন অধৈর্য্য প্রভুর দর্শনেতে॥
যত্নে স্থির হৈয়া কৈলা বাসায় গমন।
কতক্ষণে গৌরাঙ্গের হইল শয়ন॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যে লৈয়া মহান্ত সকল।
গেলেন বাসায় হৈয়া আনন্দে বিহ্বল॥
শ্রীবৃন্দাবনের কথা কহি কতক্ষণ।
হইল অনেক রাত্রি করিলা শয়ন॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গেলেন বাসায়।
আচার্য্য শয়ন কৈলা ব্যাকুল হিয়ায়॥

কিছু নিদ্রা হৈলে নিশি অবসান কালে।
শ্রীগোপালভট্ট দেখা দিলা স্বপ্নচ্ছলে ॥
শ্রীনিবাস লোটাইয়া ভূমিতে পড়িলা।
নয়নের জলে পাদপদ্ম প্রক্ষালিলা ॥
শ্রীভট্টগোস্বামী করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর বচন ॥
তোমার নিকটে আমি আছি নিরন্তর।
জন্মে জন্মে তুমি মোর প্রধান কিঙ্কর ॥
ঐছে কত কহি মাথে ধরিয়া চরণ।
অদর্শন হইতেই হইল চেতন ॥
শ্রীগোপালভট্ট পাদপদ্ম ধ্যান করি।
উঠিয়া বসিলা কৃষ্ণচৈতন্য সঙরি ॥
হইল প্রভাত সবে করি প্রাতঃক্রিয়া।
সুরধনী স্নানাদি করিলা হর্ষ হৈয়া ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দেখি দেখে ভারতীর স্থান।
বিদায় হইতে হৈল ব্যাকুল পরাণ ॥
শ্রীযদুনন্দনে কত কহি স্থির কৈলা।
সবা সহ শ্রীঈশ্বরী জাজিগ্রামে আইলা ॥
আচার্য্য ঠাকুর খণ্ডে লোক পাঠাইলা।
শুনিয়া সংবাদ খণ্ডবাসী হর্ষ হৈলা ॥

জাজিগ্রামে আইলেন শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীজাহ্নবাঈশ্বরীর করিলা দর্শন॥
সবা সহ মিলনে যে উল্লাস হইল।
তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল
কতক্ষণ জাজিগ্রামে অবস্থিতি কৈলা
শুনিয়া ব্রজের কথা অধৈর্য্য হইলা॥
পুনঃ সঙ্গে লইয়া আচার্য্য শ্রীনিবাসে
ঈশ্বরী সমীপে নিবেদয়ে মৃদু ভাষে॥
শুনিনু সকল ইথে বিলম্ব না সহে।
শীঘ্র করি যাইতে হইবে খড়দহে॥
কালি প্রাতে করিবেন খণ্ডে আগমন
আমারে যাইতে তথা হইবে এখন॥
এত কহি প্রণমিয়া শ্রীখণ্ডে চলিলা।
প্রত্যেক সকল মহান্তেরে নিবেদিলা।
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সবে সম্বোধিয়া
শ্রীরঘুনন্দন খণ্ডে আইলা হর্ষ হৈয়া॥
করাইলা সকল সামগ্রী আয়োজন।
বাসা পরিস্কার করাইলা সেইক্ষণ॥
হইল প্রস্তুত সব দেখে স্থানে স্থানে।
খণ্ডবাসী লোক অতি উৎকণ্ঠা দর্শনে।

এথা জাজিগ্রামে সবা সহিত ঈশ্বরী।
ভক্ষণাদি ক্রিয়া সারিলেন শীঘ্র করি॥
আচার্য্য করিলা গ্রন্থপাঠ কতক্ষণ।
তার পর হইল অদ্ভুত সংকীর্ত্তন॥
জাজিগ্রামে সে দিন সুখের নাহি অন্ত।
তাহা কি বর্ণিব দেখিলেন ভাগ্যবন্ত॥
রজনী প্রভাতকালে প্রাতঃক্রিয়া করি।
সবা সহ শ্রীখণ্ডেতে আইলা ঈশ্বরী॥
খণ্ডবাসি লোক হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
দেখিয়া শ্রীজাহ্নবার চরণ যুগল॥
যে আনন্দ হৈল সর্ব্ব মহান্ত দর্শনে।
তাহা কি বর্ণিব যে দেখিল সেই জানে॥
সবা সহ প্রভুর প্রাঙ্গণে শীঘ্র গিয়া।
প্রভুর দর্শনে উল্লাসিত হৈল হিয়া॥
নিত্যানন্দ প্রভু যথা নর্ত্তন করিলা।
প্রেমের আবেশে যথা মধুপান কৈলা॥
যথা নরহরি নৃত্য দেখিলা নিতাই।
ধূলায় ধূসর হইলেন যেই ঠাঞি॥
সে সকল স্থান দেখি উল্লাস হিয়ায়।
উত্তরিলা সবে অতি অপূর্ব্ব বাসায়॥

সে দিবস পাকক্রিয়া অল্পে সমাধিলা।
প্রভুরে সমর্পি শীঘ্র সকলে ভুঞ্জিলা॥
ঈশ্বরীর মন জানি শ্রীরঘুনন্দন।
আরম্ভিলা ভুবন-মঙ্গল সংকীর্ত্তন॥
হইল অদ্ভুত প্রেমবন্যা সংকীর্ত্তনে।
সবে সাঁতারয়ে কার ধৈর্য্য নাই মনে॥
আত্ম-বিস্মরিত হইলেন সর্ব্বজন।
কেহ কার পায়ে ধরি করয়ে ক্রন্দন॥
লুঠয়ে ধরণীতলে বিহ্বল অন্তর।
হইল সবার অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥
যৈছে গীত বাদ্য তৈছে করয়ে নর্ত্তন।
ইথে দ্রবে পাষাণ সমান যার মন॥
কেহ কার প্রতি কহে রহি এক ভীতে।
গীত নৃত্য বাদ্যের উপমা নাই দিতে॥
কেহ কহে ওহে ভাই মনে এই করি।
নৃত্য গীত বাদ্যের বালাই লৈয়া মরি॥
কেহ কহে গীত নৃত্য বাদ্যের পাথারে।
সেই সে ডুবয়ে এ সবার কৃপা যারে॥
ঐছে কহি সিক্ত হৈয়া নেত্রের ধারায়।
চারি পাশে ফিরে মহামত্ত-হস্তি প্রায়॥

কি মধুর কীর্ত্তনে অদ্ভুত ভাবাবেশে।
কিছু স্মৃতি নাই রাত্রি হৈল অবশেষে॥
প্রভু ইচ্ছামতে কতক্ষণে স্থির হৈয়া।
করিলা বিশ্রাম সবে বাসায় আসিয়া॥
কিছু নিদ্রা হৈয়া রাত্রি প্রভাত হইল।
প্রাতঃক্রিয়া আদি সবে শীঘ্র সমাধিল॥
স্নানাদিক ক্রিয়া শীঘ্র করিয়া ঈশ্বরী।
ভুঞ্জাইলা প্রভুরে অপূর্ব্ব পাক করি॥
মাধবাচার্য্যাদি লৈয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
ঈশ্বরী আজ্ঞায় সবে বসিলা ভোজনে॥
ঈশ্বরী আপনে পরিবেশন করিলা।
না জানি সকলে কত আনন্দে ভুঞ্জিলা॥
শ্রীজাহ্নবাঈশ্বরী সবারে ভুঞ্জাইয়া।
করিলা ভোজন সর্ব্বশেষে প্রীত পাঞা॥
ঈশ্বরীর স্নেহাবেশে শ্রীরঘুনন্দন।
হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ॥
শ্রীখণ্ড গ্রামের লোক ঈশ্বরীর গণে।
হইলা বিহ্বল সুখ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
শ্রীঈশ্বরী করি পুনঃ স্নান হর্ষ হৈয়া।
বসিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি লৈয়া॥

সুমধুর বাক্যে কহে অতি স্নেহ করি।
এথা হৈতে সবে শীঘ্র যাইবা খেতরি॥
খড়দহে যাত্রা কালি করিব প্রভাতে।
শীঘ্র সমাচার পাঠাইব তথা হৈতে॥
ঐছে কত কহি আইলা প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইল আনন্দ সন্ধ্যা-আরতি দর্শনে॥
কতক্ষণ করি নাম কীর্ত্তন শ্রবণ।
বিদায় হইয়া বাসা করিলা গমন॥
শ্রীরঘুনন্দন আদি ঈশ্বরীর পাশে।
নিবেদন করে কিছু সুমধুর ভাষে॥
শুনিলাম কালি প্রাতে হইব গমন।
প্রৌঢ় করি রাখিতেও নারি যে এখন॥
আপনি স্বতন্ত্রা নিবেদিতে পাই ভয়।
মধ্যে মধ্যে গমন হইলে ভাল হয়॥
মোর সম নির্লজ্জ নাহিক কোন জন।
ঐছে বিচ্ছেদাগ্নি দাহে আছয়ে জীবন॥
রঘুনন্দনের ঐছে বচন শ্রবণে।
ঈশ্বরী অধৈর্য্য ধারা বহে দু নয়নে॥
কতক্ষণে শ্রীরঘুনন্দন স্থির হৈয়া।
আইলেন বিনয় পূর্ব্বক কত কৈয়া॥

গৌরাঙ্গের প্রসাদি সামগ্রী সবে দিলা।
যদ্যপি নাহিক ক্ষুধা তথাপি ভুঞ্জিলা॥
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যে দিবেন সেইক্ষণ।
শ্রীমাধব আচার্য্যে করিলা সমর্পণ॥
হইল অনেক রাত্রি শয়ন করিলা।
রজনী প্রভাতে সবে বিদায় হইলা॥
সে সময় যৈছে চিত্ত ব্যকুল সবার।
যৈছে নেত্র ধারা তা বর্ণিতে শক্তি কার॥
শ্রীমতী ঈশ্বরী পূর্ব্বে যে পথে আইলা।
সেই পথে সবে দেখি খড়দহে গেলা॥
ঈশ্বরী গমন যৈছে লোক গতাগতি।
সে সকল বর্ণিতে কি আমার শকতি॥
এথা শ্রীঠাকুর রঘুনন্দন খণ্ডেতে।
আচার্য্যাদি সহ মহা বিহ্বল প্রেমেতে॥
সে দিবস আচার্য্যাদি তথাই রহিলা।
প্রভাতে বিদায় হৈয়া জাজিগ্রামে আইল
জাজিগ্রামে দুই চারি দিবস রহিয়া।
দুইজন সঙ্গে শীঘ্র গেলেন নদীয়া॥
নবদ্বীপে ভ্রমণ করিলা যে প্রকারে।
তাহা বিস্তারিত গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরে।

তথা হৈতে শ্রীআচার্য্য জাজিগ্রামে আসি
সে দিবস সংকীর্ত্তনে গোঙাইলা নিশি ॥
তার পর দিন যাত্রা করিলা প্রভাতে।
চারি পাঁচ দিনে আইলা বুধরি গ্রামেতে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথোজনে।
তথা রাখি খেতরি আইলা পর দিনে ॥
শুনিয়া গমন লোক ধায় চারি পাশে।
করয়ে দর্শন অতি মনের উল্লাসে ॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে তাঁ সবারে সন্তোষয় ॥
সবা সহ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে শীঘ্র গিয়া।
করিলা দর্শন অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥
হেন কালে খরদহ হৈতে পত্রী আইল।
সকল মঙ্গল পত্রী পাঠে জ্ঞাত হৈল ॥
পরম মঙ্গল পত্রী লিখি সেইক্ষণে।
খড়দহ পাঠাইলা অতি হৃষ্ট মনে ॥
কতক্ষণ রহি তথা আইলা বাসাতে।
দিবা নিশি মত্ত কৃষ্ণ কথা আলাপেতে ॥
প্রতিদিন মহা মহোৎসব যৈছে হয়।
তাহা বর্ণিবারে নারি বাহুল্যের ভয় ॥

আচার্য্য শ্রীমহাশয় রামচন্দ্র তিনে।
না জানি প্রসঙ্গ কিবা করিলা নির্জ্জনে॥
শ্রীআচার্য্য পঞ্চদশ দিবস রহিয়া।
কাঞ্চনগড়িয়া গেলা বুধরি হইয়া॥
তথা পঞ্চ দিবস পরমানন্দে ছিলা।
বহু শিষ্য সঙ্গে করি জাজিগ্রামে আইলা
নিরন্তর ভক্তি শাস্ত্র পঢ়ান সবারে।
হেন সাধ্য নাহি কার বাদ কল্প করে॥
সভা মধ্যে গর্জ্জে মহা মত্ত সিংহ প্রায়
শুনিয়া তার্কিক আদি দূরেতে পলায॥
নানা দেশ হৈতে লোক পড়িতে আইসে
ভক্তি গ্রন্থে অধ্যাপক হৈয়া যায় দেশে
দেবের দুল্লর্ভ প্রেমভক্তি মহা ধন।
শ্রীচৈতন্য ইচ্ছামতে করে বিতরণ॥
পাপী পাষণ্ডির গণ আচার্য্য কৃপায়।
অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণ গায়॥
হেন শ্রীআচার্য্যের অভিন্ন কলেবর।
শ্রীঠাকুরনরোত্তম গুণের সাগর॥
প্রাণের অধিক প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে।
শ্রীখেতরি গ্রামে বিলসয়ে প্রেম রঙ্গে।

শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামির গ্রন্থ গণ ।
নিরন্তর শিষ্যেরে করান অধ্যয়ন ॥
ভক্তি গ্রন্থ ব্যাখ্যা শুনি কর্ম্মি জ্ঞানী গণে
হইয়া বৈষ্ণব সে নিন্দয়ে কর্ম্ম জ্ঞানে ॥
অন্য দেশী আসি বিপ্র বৈষ্ণব একত্রে ।
গোস্বামির গ্রন্থ পড়ি পড়ান সর্ব্বত্রে ॥
ঐছে ভক্তি গ্রন্থ-রত্ন করে বিতরণ ।
ভাগ্যবন্ত জন ইহা করয়ে শ্রবণ ।
এক দিন নরোত্তম রামচন্দ্র সনে ।
বসিয়া আছেন কৃষ্ণ কথা আলাপনে ॥
হেন কালে আইলা এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ
মহাশয় প্রতি কহে করিয়া ক্রন্দন ।
মোর পাঠ-শিষ্যগণ আগে দর্প করি ।
কহিনু যতেক তাহা কহিতে না পারি ॥
যে দিবস তোমারে করিনু শূদ্র বুদ্ধি ।
সেই দিন হৈতে মোর হৈল কুষ্ঠ ব্যাধি ॥
রোগ শান্তি হেতু কৈনু ঔষধ অনেক ।
শিব স্বস্ত্যয়ন আদি ক্রিয়া বা কতেক ॥
রোগ শান্তি হৈবে কি বাড়িল মহা ক্লেশ
মনে কৈনু গঙ্গায় করিব পরবেশ ॥

স্বপ্নে মোরে বিমুখী হইয়া ভগবতী।
ক্রোধাবেশে কহে হৈবে বিশেষ দুর্গতি॥
নরোত্তমে শূদ্র বুদ্ধি কৈলি অহঙ্কারে।
পড়িয়া শুনিয়া বুদ্ধি গেল ছারখারে॥
নরোত্তমে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি যার।
সে পাপীর কোন কালে নাহিক নিস্তার॥
যদি তেঁহ তোর ভাগ্যে হয়েন সদয়।
তবে সে হইবে রক্ষা জানিহ নিশ্চয়॥
ঐছে কহি তেঁহ হইলেন অদর্শন।
প্রাতঃকাল হৈল এথা করিনু গমন॥
আসিতে তোমার আগে মনে হৈল ভয়।
পথে এক বিজ্ঞ কহে তেঁহ কৃপাময়॥
দূরে হৈতে তোমারে করিয়া দরশন।
যুড়াইল নেত্র যেন পাইনু জীবন॥
মোর অপরাধ ক্ষমা কর এইবার।
লইনু শরণ এই চরণে তোমার॥
এত কহি ভাসে দুই নয়নের জলে।
হইয়া ব্যাকুল বিপ্র পড়ে মহীতলে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহে বার বার।
গোর স্থানে অপরাধ নাহিক তোমার॥

বিপ্র কহে মোর মাথে ধরহ চরণ।
তবে সে প্রসন্ন হয় এ পাপীর মন॥
নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙরিয়া।
বিপ্রে আলিঙ্গন কৈলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
বিপ্র মহা হর্ষে লৈয়া চরণের ধূলি।
করয়ে নর্ত্তন দুইবাহু উর্দ্ধে তুলি॥
কতক্ষণ পরে বিপ্র হইলেন স্থির।
দূরে গেল ব্যাধি হৈল নির্ম্মল শরীর॥
বিপ্র চিত্তে হৈল প্রেমভক্তির উদয়।
ব্যাধি ভাল হৈল ইথে মনে বিচারয়॥
ব্যাধি দেহে থাকিলে হইত উপকার।
না জানিয়ে পাছে বা জন্ময়ে অহঙ্কার॥
ঐছে মনে করে বিপ্র ভক্তি প্রভাবেতে।
হইলা বৈষ্ণব নিজ গোষ্ঠীর সহিতে॥
এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র প্রচার।
ব্রাহ্মণ গণের ভয় বাড়িল অপার॥
কেহ কার প্রতি কহে হও সাবধান।
শ্রীনরোত্তমেরে না করিহ শূদ্র জ্ঞান॥
কেহ কহে মত্ত হৈয়া বিপ্র অহঙ্কারে।
নরোত্তম হেন রত্ন নারি চিনিবারে॥

কেহ কহে নরোত্তম কৃপার আলয়।
নিজ গুণে কৃপা করি নাশে ভব ভয়॥
কেহ কহে শ্রীনরোত্তমের গুণ গানে।
অধম উত্তম হৈল দেখিনু নয়নে॥
নরোত্তম গুণের সমুদ্র কেহ কহে।
এত গুণ মনুষ্যে সম্ভব কভু নহে॥
কেহ কহে এ কেবল মনুষ্য আকার।
জীব উদ্ধারিতে ঈশ্বরাংশ অবতার॥
ঐছে বহু কহি বৃদ্ধ বিপ্র গুণবান।
নিজ নিজ গোষ্ঠীগণে কৈলা সাবধান॥
শ্রীনরোত্তমের গুণ গায অবিরত।
নরোত্তম চেষ্টা যৈছে কি কহিব কত
মধ্যে মধ্যে জাজিগ্রাম গিয়া মহাশয়।
আচার্য্যের সহ যৈছে সুখে বিলসয়॥
যৈছে বীরহাম্বীরের সহিতে মিলন।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে হইল বর্ণন॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে নবমো বিলাসঃ।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণ সহ।
এ দীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥
জয় জয় দয়ার সমুদ্র শ্রোতা গণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
আচার্য্যের শিষ্য রাম শ্রীরঘুনন্দন।
বৃন্দাবন হইতে আইলা দুইজন॥
ব্রজের মঙ্গল মহাশয়ে নিবেদিয়া।
পুনঃ নিবেদয়ে অতি উল্লাস হইয়া॥
শ্রীজাহ্নবাঈশ্বরী প্রেষিত ঠাকুরাণী।
কি অপূর্ব্ব শোভা তাঁর কহিতে কি জানি॥
গোস্বামি সকল গোপীনাথের আদেশে।
বসাইলা শ্রীগোপীনাথের বাম পাশে॥
হৈল মহা মহোৎসব দেখিনু সাক্ষাতে।
ব্রজবাসি বৈষ্ণব উল্লাস মহা প্রীতে॥
শুনি এ প্রসঙ্গ সব সবে হর্ষ হৈলা।
রামচন্দ্র দোঁহে শীঘ্র স্নানে পাঠাইলা॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র সনে।
প্রেমাবেশে চলে দোঁহে পদ্মাবতী স্নানে॥
সেই পথে আইসে দুই ব্রাহ্মণ কুমার।
ছাগ মেষ মহিষ শাবক সঙ্গে তার॥

তাহা দেখি রামচন্দ্রে কহে মহাশয় ।
কৃষ্ণ ভজনের যোগ্য এই বিপ্র দ্বয় ॥
রামচন্দ্র সেই দুই বিপ্রে লক্ষ করি ।
নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গে চলয়ে ধিরি ধিরি ॥
কিছু দূরে সেই দুই বিপ্র বিদ্যাবান ।
শুনি শাস্ত্র প্রমাণ নির্ম্মল হৈল জ্ঞান ॥
দোঁহে দেখি মনের উল্লাসে দোঁহে কয় ।
এই কবিরাজ শ্রীঠাকুর মহাশয় ।
লোক মুখে শুনিনু মহিমা দূর হৈতে ।
আজি সুপ্রভাত হৈল দেখিনু সাক্ষাতে ॥
এত কহি ছাগাদিক দূরে রাখাইলা ।
মহা সশঙ্কিত হৈয়া নিকটে আইলা ॥
সুমধুর বাক্যে দোঁহ কহে মহাশয় ।
কি নাম কাহার পুত্র দেহ পরিচয় ॥
শুনি বিপ্র কহে মোর নাম হরি রাম ।
আমার কনিষ্ঠ এই রামকৃষ্ণ নাম ॥
শিবাই আচার্য্য মোর পিতা সবে জানে ।
বহু অর্থ ব্যয় তাঁর ভবানী পূজনে ॥
বলরামকবিরাজ বৈদ্য ভাল মতে ।
ছাগাদি লইতে আইনু পিতার আজ্ঞাতে

জীব হিংসা করিতে তাঁহার নাহি ভয়।
এ কর্ম্ম করিলে স্বর্গ ভোগ সে জানয় ॥
এত কহি নিজ লোকে কহে ডাক দিয়া
পদ্মাপার যাহ সবে ছাগাদি ছাড়িয়া ॥
হরিরাম আচার্য্যের বচন প্রমাণে।
ছাগাদিক ছাড়িয়া দিলেন সেই খানে ॥
গেলেন সকল লোক পদ্মাবতী পার।
এ দোঁহার আগে দোঁহে করে পরিহার।
ছাগাদি কিনিতে হেথা আইনু শুভক্ষণে
ঘুচিল অজ্ঞান তম এ পদ দর্শনে ॥
এবে এই বিপ্রাধমে কর অঙ্গীকার।
ঘুষুক জগতে যশ তোমা দোঁহাকার ॥
এত কহি মহীতলে পড়ি প্রণমিলা।
নয়নের জলে অতিশয় সিক্ত হৈলা ॥
দেখিয়া ব্যাকুল দোঁহে করুণা বাড়িল।
হুঁহু দোঁহে আলিঙ্গন করি স্থির কৈল ॥
পদ্মাবতী স্নান করি দোঁহে দোঁহা লৈয়া
প্রভুর আলয়ে গেলা উল্লাসিত হৈয়া ॥
সর্ব্ব সুমঙ্গল সে দিবস শাস্ত্র মতে।
বিষয় প্রবল অনুরাগ বৃদ্ধ চিত্তে ॥

হরি রাম আচার্য্য শ্রীকবিরাজ স্থানে।
করিলেন মন্ত্র দীক্ষা অতি সাবধানে॥
রামকৃষ্ণে আচার্য্যে ঠাকুর মহাশয়।
দিলা মন্ত্র দীক্ষা হৈল উল্লাস হৃদয়॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ অতি ভাগ্যবান।
রামচন্দ্র নরোত্তমে হৈল এক জ্ঞান॥
লোটাইয়া পড়ে দোঁহে দোঁহার চরণে।
দোঁহে মহাশক্তি সঞ্চারিলা দুইজনে॥
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরণে সমর্পিয়া।
জানাইলা শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত হর্ষ হৈয়া॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ দুই সহোদব।
প্রেমভক্তি রসে মত্ত হৈলা নিরন্তর।
বিজয়া দশমী পর একাদশী দিনে।
হইলা বিদায় গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
দুহেঁ নিজ ইষ্ট পদধূলি লৈয়া মাথে।
খেতরি হইতে আইলা গোয়াস গ্রামেতে
বলরাম কবিরাজ সহ দেখা হৈল।
তাঁর ঘরে গিয়া সেই রাত্রি বাস কৈল॥
আপন বৃত্তান্ত তাঁরে সকল জানাই।
শুনিলেন সকল বৃত্তান্ত তাঁর ঠাঞি॥

পিতা সহ সাক্ষাৎ হইল প্রাতঃকালে।
শিবাই দেখিয়া পুত্রে অগ্নি হেন জ্বলে ॥
তথা লোক সংঘট্ট সবারে শুনাইয়া।
পুত্র প্রতি কহে মহা ক্রোধে পূর্ণ হৈয়া ॥
ওরে মূর্খ কহ দেখি কোন শাস্ত্রে কয়।
ব্রাহ্মণ হইতে কি বৈষ্ণব বড় হয় ॥
ভগবতী নিগ্রহ করিলা এত দিনে।
বৃথাই জীবন তোর ভগবতী বিনে ॥
বিপ্রে শিষ্য কৈল সেবা কেমন বৈষ্ণব।
পণ্ডিতের সমাজে করাব পরাভব ॥
করিব উচিত শাস্তি দুর্গার কৃপায়।
যেন হেন কার্য্য কভু না করে এথায় ॥
শুনি ক্রোধে হরিরাম কহে বার বার।
আনহ পণ্ডিত দেখি কৈছে শক্তি কার ॥
আগে মোর পরাভব করিলে সে জানি।
নহিলে এ ভেক কোলাহল প্রিয় বাণী ॥
শুনি পুত্র বাক্য ক্রোধে অধৈর্য্য হইল।
পণ্ডিত সমাজে শীঘ্র পুত্রে বোলাইল ॥
হরিরাম সিংহ প্রায় অতি দর্প করি।
সর্ব্ব মত খণ্ডি কৈলা ভক্তি সর্ব্বোপরি ॥

বেদাদি প্রমাণে সর্ব্ব আরাধ্য বৈষ্ণব।
শুনিতে সে সব সবে হৈলা পরাভব ॥
সকল লোকেতে হরিরাম পানে চায়।
কেহ কহে এত বিদ্যা পড়িল কোথায়।
কেহ কহে বৈষ্ণবের অনুগ্রহ হৈতে।
অনায়াসে স্ফুরে বিদ্যা না হয় পড়িতে
নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে যৈছে হন।
শুনিয়া থাকিবে সে দোঁহার গুণ গণ ॥
সে দোঁহার কৃপা পাত্র এই দুই ভাই।
কোন খানে এ দোঁহার পরাজয় নাই।
ঐছে কত কহে দেখি পণ্ডিত সমাজ।
পরাজয় হৈয়া সবে পাইলা বড় লাজ ॥
বৈষ্ণব প্রভাব বড় এতেক কহিয়া।
নিজ নিজ বাসা সবে গেলা নম্র হৈয়া।
মহা ক্রোধে শিবাই আনিল মুরারিরে।
তেঁহ দিগ্বিজয়ী বাস মিথিলা নগরে।
বহু লোক সঙ্গে বিপ্র মহা বিদ্যাবান ॥
অহঙ্কারে মত্ত অন্যে করে তৃণ জ্ঞান।
বলরাম কবিরাজ গিয়া তাঁর পাশে।
তাঁর বাক্যে তাঁরে হারাইলা অনায়াসে

পরাভব হৈয়া দিগ্বিজয়ী সবে কয়।
বৈষ্ণব মহিমা কহি মোর সাধ্য নয় ॥
এত কহি দ্রব্য সব কৈলা বিতরণ।
লজ্জা হেতু দেশে পুনঃ না কৈলা গমন ॥
ভিক্ষু ধর্ম্ম আশ্রয় করিলা সেইক্ষণে।
মুরারে স্তৃতীয়ঃ পন্থা কহে সর্ব্বজনে ॥
শিবাই পাইয়া লজ্জা মৃত প্রায় হৈল।
করিয়া বৈষ্ণব দ্বেষ মহা দুঃখ পাইল ॥
ভগবতী তার দণ্ড দিলা যথোচিত।
বৈষ্ণব ধর্ম্মেতে লোক হৈলা সাবহিত ॥
এ সব প্রসঙ্গ সর্ব্ব দেশেতে ব্যাপিল।
শুনিয়া বৈষ্ণব গণ আনন্দ পাইল ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্য দুইজন।
মহানন্দে করে সদা নাম সংকীর্ত্তন ॥
পরম দুর্ল্লভ ভক্তি পথে অনুরক্ত।
রহিয়া সংসার মাঝে পরম বিরক্ত ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণে মত্ত দিবারাতি।
বলরাম কবিরাজ সঙ্গে সদা স্থিতি ॥
এক দিন দোঁহে নিজ প্রয়োজন মতে।
সুরধনী তীরে আইলা গাম্ভীলা গ্রামেতে ॥

তথা বিদ্যাবন্ত বহু তাহাতে প্রধান।
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী গুণবান ॥
সাত্বিক স্বভাব অতি রত স্থক্রিয়াতে।
মহা জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞ বিদ্যা প্রদানেতে
তেঁহ অলক্ষিতে দাণ্ডাইয়া নিজালয়ে।
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্যে নিরীখয়ে ॥
দেখি দিব্য তেজ মনে করয়ে বিচার।
পূর্ব্বেও দেখিনু এবে দেখি চমৎকার।
কবিরাজ আর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
এ দোঁহে করিলা কৃপা হইয়া সদয় ॥
হইলা বৈষ্ণব চিত্তাকর্ষয়ে শোভাতে।
স্ফুরিল সকল শাস্ত্র এ দুঁহু কৃপাতে ॥
করিলেন পরাজয় অনেক পণ্ডিতে।
দিগ্বিজয়ী ভিক্ষু হইলেন লজ্জা মতে ॥
এ দুঁহু প্রভাব হেতু সে কৃপার বল।
দুঁহু মহা ভাগ্যবন্ত জনম সফল ॥
এ দুঁহু সম্বন্ধে মহাশয়ে যে নিন্দিল।
ভগবতী ক্রোধে সে পাষণ্ডে দণ্ড দিল ॥
মুঞি বিপ্রাধম তুচ্ছ বিদ্যা অহঙ্কারে।
না বুঝি অবজ্ঞা কৈলুঁ সে মহাশয়েরে ॥

যদি মোরে অনুগ্রহ করে মহাশয়।
তবে ঘোর নরক হইতে ত্রাণ হয়॥
মো পাপিরে অবশ্য করিব অঙ্গীকার।
শুনিয়াছি এমন দয়ালু নাহি আর॥
ঐছে মনে বিচারিয়া গঙ্গানারায়ণ।
আপনা মানিয়া দীন করয়ে ক্রন্দন॥
করিতে ক্রন্দন হৈল ভক্তির উদয়।
করি কত খেদ পুনঃ ফুকারিয়া কয়॥
বৈষ্ণব ধর্ম্মের পর ধর্ম্ম নাহি আর।
এ হেন ধর্ম্মেতে মন না হৈল আমার॥
ধিক্ ধিক্ কিবা ফল এছার জীবনে।
গোঙাইলুঁ জন্ম বৃথা কৃষ্ণ ভক্তি বিনে॥
ওহে নরোত্তম প্রভু দেহ ভক্তিধন।
তুয়া পাদপদ্মে মুঞি লইলুঁ শরণ॥
ঐছে কত খেদে দিবারাত্রি গোঙাইল।
শেষ রাত্রি হৈতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥
স্বপ্নে দেখা দিলেন ঠাকুর মহাশয়।
করুণা নির্ম্মিত মূর্ত্তি মহা তেজোময়॥
মন্দ মন্দ হাসি কহে গঙ্গানারায়ণে।
তুমি মোর কিঙ্কর করহ খেদ কেনে॥

সব মনোরথ সিদ্ধি হইব তোমার।
কালি গঙ্গাস্নানে দেখা পাইবা আমার॥
খেতরি হইতে আমি আইলাম এথা।
স্নান কালে তোমারে কহিব সব কথা॥
এত কহি অদর্শন হৈলা মহাশয়।
স্বপ্ন ভঙ্গে চক্রবর্ত্তী ব্যাকুল হৃদয়॥
হইল প্রভাত শীঘ্র প্রাতঃক্রিয়া করি।
গঙ্গাতীরে গিয়া বসিলেন ধ্যান ধরি॥
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্য আইলা তথি।
দোঁহে মহা সমাদর কৈলা চক্রবর্ত্তী॥
অতি দীন প্রায় হৈয়া কহে মৃদু ভাষে।
কিছুকাল এথাতে রহিবা মোর পাশে॥
যদি মোর ভাগ্যে প্রভু দেন দরশন।
তবে তাঁরে জানাবা তোমরা দুই জন॥
পরস্পর ঐছে বহু কহে হেন কালে।
সবা সহ মহাশয় আইলা গঙ্গাকুলে॥
হরি রামাচার্য্য কহে দেখ বিদ্যমানে।
অকস্মাৎ প্রভুর গমন গঙ্গা স্নানে॥
গঙ্গানারায়ণ মহা আনন্দিত হৈলা।
যৈছে স্বপ্নে দেখে তৈছে সাক্ষাতে দেখিলা॥

চক্রবর্ত্তী কহে হরিরাম আচার্য্যেরে।
কি নাম কাহার মোরে চিনাহ সবারে॥
দূর হৈতে হরিরাম সবারে জানাইয়া।
চক্রবর্ত্তী প্রসঙ্গ কহিলা আগে গিয়া॥
হাসিয়া কহয়ে মহাশয় মৃদু ভাষে।
গঙ্গানারায়ণে শীঘ্র আন মোর পাশে॥
হরিরাম গঙ্গানারায়ণে লৈয়া আইলা।
গঙ্গানারায়ণ ভূমে পড়ি প্রণমিলা॥
প্রেমাবেশে মহাশয় করি আলিঙ্গন।
চক্রবর্ত্তী প্রতি কহে মধুর বচন॥
ওহে বাপু তোমার এ সব আচরণে।
এথা বিপ্রবর্গ কিবা করিবেক মনে॥
চক্রবর্ত্তী কহে প্রভু কৃপা কর যারে।
সে কি হেন ভক্তি হীন বিপ্রে ভয় করে॥
এত কহি রামচন্দ্র-চরণ বন্দিল।
সবা সহ যথাযোগ্য মিলন হইল॥
গঙ্গানারায়ণ চেষ্টা দেখি কোন জন।
কহে কার প্রতি অতি করি সঙ্গোপন॥
এই গাম্ভীলায় দেখিলাম কতবার।
এরূপ স্বভাব কভু না দেখি ইঁহার॥

কেহ কহে বিদ্যাদি মদেতে মত্ত যেঁহ।
অতি দীন প্রায় কৈছে হইলেন তেঁহ॥
কেহ কহে ঞিহারে সম্ভব কভু নয়।
কিরূপে হইল ঐছে ভক্তির উদয়॥
কেহ কহে ওহে ভাই বিচারিনু মনে।
সকল সম্ভব মহাশয়ের দর্শনে॥
কেহ কহে যাঁরে কৃপা করে মহাশয়।
অনায়াসে তাঁহার সকল সিদ্ধি হয়॥
ধন্য ধন্য গঙ্গানারায়ণ বিপ্রবংশে।
হইলা বৈষ্ণব ঐছে কহিয়া প্রশংসে॥
চক্রবর্ত্তী কিছু নিবেদিতে মনে করে।
বুঝিয়া ঠাকুর মহাশয় কহে তারে॥
এখন ওসব কিছু না করিহ মনে।
স্নান করি বুধরি যাইব এইক্ষণে॥
খেতরি যাইব কালি প্রভাত সময়ে।
আছয়ে বিশেষ কার্য্য গৌরাঙ্গ আলয়ে॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ দোঁহার সহিতে।
রহিবে যাইয়া কালি বুধরি গ্রামেতে॥
কর্ণপূর আদি তথা একত্র হইয়া।
খেতরি যাইবে শীঘ্র প্রভাতে উঠিয়া॥

এত কহি স্নানাদিক ক্রিয়া শীঘ্র করি।
সবা সহ মহাশয় আইলা বুধরি ॥
গঙ্গানারায়ণ গঙ্গাস্নান শীঘ্র কৈলা।
হরিরাম রামকৃষ্ণে গৃহে লৈয়া আইলা ॥
সে দিবস গাম্ভীলাতে রহি তিন জন।
অতি প্রাতঃকালে তিনে করিলা গমন ॥
বুধরি যাইয়া শীঘ্র উল্লাস অন্তরে।
রহিলেন শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঘরে ॥
দিব্যসিংহ কবিরাজ গোবিন্দ তনয়।
তাঁর ভক্তি রীতি দেখি হইলা বিস্ময় ॥
তথা কর্ণপূর কবিরাজ আদি ছিলা।
প্রাতঃকালে সবে শীঘ্র খেতরি আইলা ॥
সবে গিয়া করিলা গৌরাঙ্গ দরশন।
হইল সবার মহা আনন্দিত মন ॥
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভু আগে।
নিজ মনোরথ সিদ্ধি এই মাত্র মাগে ॥
সে দিবস সংকীর্ত্তনানন্দে গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে সবে প্রাতঃক্রিয়াদি করিলা ॥
অতি সুমঙ্গল দিন বিচারিয়া মনে।
মহাশয় শিষ্য কৈলা গঙ্গানারায়ণে ॥

মন্ত্রদীক্ষা দিয়া মহাশয় হর্ষ হৈলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্মে সমর্পিলা॥
নরোত্তম মহাশয় ভক্তি অবতার।
গঙ্গানারায়ণে কৈলা স্বশক্তি সঞ্চার॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃত লহর্য্যাঃ।

নরোত্তমো ভক্ত্যবতার এব, যস্মিন্ শক্তিং বিদধেম্মুদৈব।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং সগঙ্গা, নারায়ণঃ প্রেম রসাম্বুধির্ম্মাম॥

গঙ্গানারায়ণ হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল॥
ভূমে লোটাইয়া পড়ে পাদপদ্ম তলে।
দয়ার সমুদ্র নরোত্তম কৈলা কোলে॥
রামচন্দ্রকবিরাজে কৈলা সমর্পণ।
তেঁহ বন্দিলেন রামচন্দ্রের চরণ॥
শ্রীগোবিন্দকবিরাজ আদি সে সকলে।
প্রণমিতে প্রণমি করিলা সবে কোলে॥
সকল বৈষ্ণব মনে আনন্দ হইল।
গঙ্গানারায়ণে কৃপা সর্ব্বত্র ব্যাপিল॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ গঙ্গানারায়ণ।
গোস্বামী গণের গ্রন্থ কৈলা অধ্যয়ন॥

নিরবধি সংকীর্ত্তন সুখের পাথারে।
গঙ্গানারাযণ মহা আনন্দে সাঁতারে ॥
প্রেম-ভক্তি ধনে ধনী হৈলা চক্রবর্ত্তী।
পূর্ব্ব হৈতে হৈল মহা তেজোময় মূর্ত্তি ॥
গঙ্গানারায়ণ কৃষ্ণে হইলা অনন্য।
ঐছে মহাশয বিপ্রাদিকে করে ধন্য ॥
জগন্নাথ আচার্য্য নামেতে বিপ্রবর।
ভগবতী পূজাতে সে পরম তৎপর ॥
তাঁরে দেবী আজ্ঞা দিলা প্রসন্ন হইয়া।
নরোত্তম পাদপদ্মাশ্রয় কর গিয়া ॥
তবে সে ঘুচিবে তব এ ভব বন্ধন।
পাইবে মো সবার দুর্ল্লভ ভক্তিধন ॥
হইবে অনন্য সেই প্রভুব চরণে।
কৃষ্ণের ভজন বিনা বিফল জীবনে ॥
ঐছে আজ্ঞা পাইয়া বিপ্র রজনী প্রভাতে
আইলা ব্যাকুল হৈয়া খেতরি গ্রামেতে ॥
বসিয়া আছেন শ্রীঠাকুর মহাশয়।
তাঁর আগে আসি ভূমে পড়ি প্রণময়॥
অশ্রুযুক্ত হৈয়া বিপ্র ব্যাকুল অন্তরে।
করযোড় করিয়া কহয়ে ধিরে ধিরে ॥

ভগবতী আজ্ঞা কৈলা আইনু তুয়া আগে।
মোর ভাল মন্দ প্রভু তোমারে সে লাগে॥
দীক্ষা মন্ত্র দিয়া মোরে করহ উদ্ধার।
মো পাপীর সর্ব্বস্ব এ চরণ তোমার॥
মোর অল্প বুদ্ধি কিছু না জানি কহিতে।
শুনি বিপ্র-বাক্য দয়া উপজিল চিত্তে॥
বিপ্র শিষ্য করিলা ঠাকুর নরোত্তম।
ভক্তি বলে হৈলা তেঁহ পরম উত্তম॥
ঐছে বহু জনে শিষ্য করে মহাশয়।
কেহ শুনে সুখে কার শুনি দুঃখ হয়॥
নরসিংহ নামে রাজা রহে দূর দেশে।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু রহে তাঁর পাশে॥
ক্রোধে বিপ্র রাজা প্রতি কহে বার বার।
ধর্ম্ম লোপ হৈল কেহ না করে বিচার॥
কৃষ্ণানন্দ দত্ত পুত্র নরোত্তম দাস।
লইয়া বৈষ্ণব মত কৈল সর্ব্বনাশ॥
না জানিয়ে কিবা বা কুহক সেই জানে।
অনায়াসে বিপ্র শিষ্য হয় তার স্থানে॥
যদি কহ তার আছে শাস্ত্রে অধিকার।
সে কেবল মূর্খ প্রতি মিথ্যা অহঙ্কার॥

মো সবার আগে কি তাহার বাক্য স্ফুরে।
করহ গমন শীঘ্র লৈয়া মো সবারে॥
দেখিবে কৌতুক একা আমার ত্রাসেতে।
ভাব কালি লৈয়া সে পলাবে সেথা হৈতে॥
সকল দেশেতে হৈবে তোমার সুখ্যাতি।
তোমা দ্বারে রহিবেক ব্রাহ্মণের জাতি॥
রাজা দণ্ড কর্ত্তা যাতে ঈশ্বরের অংশ।
নহিলে হইবে বহু বিপ্র জাতি ধ্বংশ॥
শুনি রাজা নরসিংহ করিলা গমন।
চলিলা রাজার সঙ্গে রূপনারায়ণ॥
অধ্যাপক গণ বহু পুস্তক লইয়া।
মহা দর্প করি চলে উল্লাসিত হৈয়া॥
খেতরি নিকট গ্রাম কুমর পুরেতে।
তথা আইলেন রাজা বহু লোক সাতে॥
এথা রাজ-গমন শুনিয়া মহাশয়।
রামচন্দ্র প্রতি অতি ধিরে ধিরে কয়॥
করিতে হইবে চর্চ্চা অধ্যাপক সনে।
হইব ভজন-বাদ বিচারিনু মনে॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে বচন শুনিয়া।
রামচন্দ্রকবিরাজ কহেন হাসিয়া॥

অনায়াসে দর্প চূর্ণ হবে তা সবার।
পশ্চাৎ পড়িব আসি চরণে তোমার ॥
এত কহি রামচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ।
চলয়ে কোমরপুর গ্রামে দুই জন ॥
কুমার বারুই দোঁহে হইলেন পথে।
কেহ পান কেহ হাঁড়ী লইলেন মাথে ॥
কুমরপুরেতে প্রবেশিয়া বিক্রি স্থানে।
দোকান পাতিয়া বসিলেন দুই জনে ॥
এথা এক পড়ুয়া আইল পান লৈতে।
তেঁহ মূল্য পুছে ঞিঁহ কহে সংস্কৃতে ॥
পড়ুয়া করিয়া দর্প সংস্কৃত কয়।
দুই চারি বাক্যেই হইল পরাজয় ॥
বারুই কহয়ে মূর্খ তুমি কিবা জান।
যদি লজ্জা হয় তবে অধ্যাপকে আন ॥
পড়ুয়া যাইয়া অধ্যাপক প্রতি কয়।
বারুই কুমার স্থানে হৈনু পরাজয় ॥
খেতরি গ্রামেতে নরোত্তম রহে যথা।
বারুই কুমার পান হাঁড়ী দেয় তথা ॥
কি বলিব এ দোঁহার বিদ্যা অতিশয়।
বঝি এই দোঁহে বা করয়ে পরাজয় ॥

যদি জিনিবারে পার বারুই কুমারে।
তবে যাবে খেতরি নহিলে চল ঘর॥
শুনি অগ্নি মূর্ত্তি হৈয়া কহে বার বার।
দেখাহ আছয়ে কোথা বারুই কুমার॥
এত কহি অধ্যাপক যাইয়া ত্বরিত।
নানা শাস্ত্র চর্চ্চা করে বারুই সহিত॥
ক্রমে ক্রমে তথা আইলা অধ্যাপক গণ।
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ॥
চতুর্দ্দিগে লোক ভীড় হৈল অতিশয়।
পরস্পর কি অদ্ভুত শাস্ত্র যুদ্ধ হয়॥
বারুই কুমার অতি মনের উল্লাসে।
করয়ে খণ্ডন ব্যাখ্যা সুমধুর ভাষে॥
মহা ক্রোধে পূর্ণ হয় অধ্যাপক গণ।
অলৌকিক ব্যাখ্যা নারে করিতে স্থাপন॥
এ সব প্রসঙ্গ অল্পে না হয় বর্ণন।
পরাভব হৈলা শীঘ্র অধ্যাপক গণ॥
অধ্যাপক সহ রাজা গেলেন বাসায়।
কেহ কার প্রতি হাসি কহেন তথায়॥
আইলেন অধ্যাপক সিংহের সমান।
পরাভব হৈয়া যেন হইলেন শ্বান॥

শ্রীমহাশয়েরে মূর্খ না পারে জানিতে।
পার্ব্বতীর আজ্ঞা বিপ্রে যাঁর শিষ্য হৈতে ॥
ঐছে মহাশয়ের মহিমা সবে কয়।
লোক মুখে শুনিয়া রাজার হৈল ভয়।
রূপনারায়ণ প্রতি কহে ধিরে ধিরে।
এবে কি উপায় ভাই বলহ আমারে ॥
রূপনারায়ণ কহে সকলের সার।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম পর ধর্ম্ম নাহি আর ॥
বৈষ্ণবের নিন্দা সদা হইল শ্রবণ।
ইহাতে অবশ্য হয় নরকে গমন ॥
চল গিয়া করি তাঁর চরণ আশ্রয়।
তবে সে হইবে রক্ষা কহিল নিশ্চয় ॥
নরসিংহ কহে এই হইল মোর মনে।
বিলম্বের কার্য্য নাহি চল এইক্ষণে ॥
রূপনাবায়ণ কহে অদ্য এথা রহ।
কালি প্রাতে গমন করিবা গণ সহ ॥
এই কথা সর্ব্বত্রে হইল সেইক্ষণে।
কালি রাজা খেতরি যাইব গণ সনে ॥
অধ্যাপক গণের ইহল মহা দায়।
রাজার সম্মুখহৈতে না পারে লজ্জায় ॥

মৃত প্রায় হইয়া আছয়ে নিজ স্থানে।
পরস্পর কহে কালি কি হবে বিহানে।
এথা অধ্যাপক গণে পরাজয় করি।
বারুই কুমার দোঁহে চলযে খেতরি॥
রামচন্দ্র কাঙ্গালে ডাকিয়া দিলা পান।
গঙ্গানারায়ণ হাঁড়ী করিলা প্রদান॥
পরম কৌতুকে দোঁহে খেতরি আইলা
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে সব নিবেদিলা॥
এথা রাজা নরসিংহ চিন্তে মনে মনে।
অনুগ্রহ করিব কি এ হেন দুর্জ্জনে॥
করি কত খেদ কহে রূপনারায়ণ।
তাঁর অনুগ্রহ বিনা বিফল জীবন॥
অকস্মাৎ দূরে থাকি কহে এক জনে।
তেঁহ অনুগ্রহ করিবেন নিজ গুণে॥
অতি উৎকণ্ঠিত হৈলা এ কথা শ্রবণে।
মনে এই রজনী পোহাবে কতক্ষণে॥
হইল অনেক রাত্রি করিলা শয়ন।
মনে মনে ভাবে এথা অধ্যাপক গণ॥
সবা মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিশয় গর্ব্ব যার।
রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা হৈল তার॥

দেখয়ে স্বপন দেবী হাতে খড়্গ লৈয়া।
সম্মুখে কহয়ে মহা ক্রোধযুক্তা হৈয়া ॥
বৃথা অধ্যয়ন কৈলী ওরে দুষ্ট মতি।
বৈষ্ণব নিন্দিলী তোর হবে অধোগতি ॥
তোর মুণ্ড কাটি যদি করি খান খান।
তবে সে মনের দুঃখ হয় সমাধান ॥
ওরে দুষ্ট অসুর কি দিব তোরে দীক্ষা।
নরোত্তম অনুগ্রহ হৈলে তোর রক্ষা ॥
ঐছে কত কহি রক্ত লোচনে চাহিয়া।
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেবী ক্ষণেক রহিয়া ॥
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল অধ্যাপক কাঁপে ডরে।
করি মহা ঘোর শব্দ জাগায় সবারে ॥
ক্রন্দন করিয়া বিপ্র কহে সবা প্রতি।
ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা মুঞি পাইনু সম্প্রতি ॥
নরোত্তমে হেয় বুদ্ধি কৈনু এ নিমিত্তে।
মোরে সংহারিতে দেবী আইলা খড়্গ হাতে ॥
যদি অনুগ্রহ করে সেই মহাশয়।
তবে ঘোর নরক হইতে রক্ষা হয় ॥
ঐছে কহিতেই হৈল রজনী প্রভাত।
কহিল এ সব গিয়া রাজার সাক্ষাত ॥

রাজা কহে পূর্ব্বে নিষেধিনু না মানিলা।
মহাশয়ে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি কৈলা॥
যে কার্য্য সে করে এ কিমনুষ্যের সাধ্য।
শ্রীঠাকুর মহাশয় পরম আরাধ্য॥
ঐছে কত কহি অধ্যাপকে স্থির কৈলা।
প্রাতঃকালে স্নানাদিক করি সজ্জা হৈলা॥
বিনা যানে রাজা অধ্যাপক আদি সনে।
গেলেন খেতরি শীঘ্র গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে॥
গৌরাঙ্গ দর্শনে অতি দীন প্রায় হৈয়া।
করয়ে প্রণাম মহীতলে লোটাইয়া॥
মহা বিজ্ঞ রামচন্দ্র গোবিন্দাদি তথি।
কৈলা সমাদর সবে হৈলা হৃষ্ট অতি॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় আছেন নিভৃতে।
সকলে ব্যাকুল তাঁর দর্শন নিমিত্তে॥
হেন কালে নির্ব্বন্ধসমাধি মহাশয়।
আইসেন দূরে সবে শোভা নিরখয়॥
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
প্রাঙ্গণ হইতে আগে করিলা গমন॥
রামচন্দ্র মহাশয়ে করি নিবেদন।
রাজা নরসিংহ এই রূপনারায়ণ॥

দোঁহে কহে প্রভু কিবা দিব পরিচয়।
বিষয়ী অধম অপরাধী অতিশয়॥
লইনু শরণ নিবেদিতে পাই ত্রাস।
দীক্ষা মন্ত্র দিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ॥
ঐছে কত কহি দোঁহে পড়ি ভূমি তলে।
প্রণময়ে বার বার ভাসে নেত্র জলে॥
দোঁহে অতি ব্যাকুল দেখিয়া মহাশয়।
করি কত প্রবোধ দোঁহারে আলিঙ্গয়॥
ভূমে পড়ি নরসিংহ রূপনারায়ণ।
লইলা মস্তকে মহাশয়ের চরণ॥
দূরে গেল দুঃখ হৈল আনন্দ হৃদয়ে।
অধ্যাপকে আনি নিবেদয়ে মহাশয়ে॥
যত অধ্যাপক তাহে ঞিঁহ সে প্রধান।
দূরে গেল দর্প এবে কর পরিত্রাণ॥
মহাশয় আগে অধ্যাপক দাণ্ডাইয়া।
কহিলা দেবীর কথা কাতর হইয়া॥
পুনঃ কহে অপরাধ ক্ষমহ আমার।
শরণ লইনু মুঞি অতি দুরাচার॥
ইহা বলি ভূমে লোটাইয়া বিপ্র কান্দে।
করয়ে যতন কত ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥

শ্রীঠাকুর মহাশয় করুণা বিগ্রহ।
বিপ্রে আলিঙ্গন কৈলা করি অনুগ্রহ ॥
পাইয়া পরশ বিপ্র হরষ হিয়ায়।
লইয়া চরণ ধূলি ধূলায় লোটায় ॥
রামচন্দ্র স্থির করিলেন অধ্যাপকে।
অধ্যাপক ধন্য করি মানে আপনাকে ॥
সবে হৈলা কৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তি পাত্র।
এ সকল কথা ব্যক্ত হইল সর্ব্বত্র ॥
মহাশয় সুখে সন্তোষিয়া সর্ব্বজনে।
সবা সহ আইলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥
রাজভোগ আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
হইল সবার মহা আনন্দিত মন ॥
সবে সমাদর করি শ্রীসন্তোষরায়।
লইয়া গেলেন অতি অপূর্ব্ব বাসায় ॥
বিবিধ সামগ্রী তথা শীঘ্র আনাইলা।
পাকের নিমিত্তে অতি যত্নে নিবেদিলা ॥
রাজা নরসিংহ আদি অধ্যাপক গণ।
সবে কহে শ্রীপ্রসাদ করিব সেবন ॥
ইহা শুনি সন্তোষ সঙ্গের লোক গণে।
প্রৌঢ় করি ভক্ষ্য দ্রব্য দিলেন যতনে ॥

রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
অধ্যাপক আদি শিষ্ট লোক কথোজন ॥
সবে মিলি উল্লাসে গমন কৈলা তথা।
গোষ্ঠী সহ শ্রীঠাকুর মহাশয় যথা ॥
ভোজন আনন্দ তথা হৈল যে প্রকারে।
বর্ণিতে নারিয়ে গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে ॥
রূপনারায়ণ আদি প্রসাদ ভুঞ্জিলা।
দিবা রাত্রি পরম আনন্দে গোঙাইলা ॥
তার পরদিন অতি অপূর্ব্ব সময়।
হইলেন শিষ্য মহা আনন্দ হৃদয় ॥
শ্রীঠাকুরনরোত্তম বহু কৃপা কৈলা।
মন্ত্র দীক্ষা দিয়া প্রভুপদে সমর্পিলা ॥
কথো দিনে তথাই রহিলা সর্ব্বজন।
গোস্বামি গণের গ্রন্থ কৈলা অধ্যয়ন ॥
দিনে দিনে যে আনন্দ কহিতে না পারি।
হইলেন সবে প্রেমভক্তি অধিকারী ॥
সংকীর্ত্তন বিনা স্থির নহে কার মন।
সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হৈলা সর্ব্বজন ॥
শ্রীগোবিন্দকবিরাজ নির্ম্মিত শ্রীগীত।
তাহা আস্বাদয়ে সদা করি কত প্রীত ॥

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তির শ্রীমুখে।
শ্রীমদ্ভাগবত সবে শুনে মহা সুখে॥
দিবা রাত্রি কাহার নাহিক অবসর।
ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে সকলে তৎপর॥
যে বারেক আইসয়ে খেতরি গ্রামেতে।
সে হেন আনন্দ ছাড়ি না পারে যাইতে॥
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
দেশে গিয়া শীঘ্র আইলেন দুই জন॥
রাজা নরসিংহের ঘরণী রূপমালা।
অতি পতিব্রতা লজ্জাবতী সে সুশীলা।
তার ভক্তি রীতি দেখি আনন্দ হৃদয়।
করিলেন শ্রীমন্ত্র প্রদান মহাশয়।
রূপমালা মনে বহু বাড়িল আনন্দ।
করিলেন লক্ষ নাম গ্রহণ নিবর্বন্ধ॥
গণ সহ রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য চরণে।
হৈল মহা গাঢ় রতি বাড়ে দিনে দিনে॥
ঐছে শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজ গুণে।
করয়ে করুণা গুণ গায় সর্ব্বজনে॥
হরিচন্দ্ররায় নামে দস্যু এক জন।
গুণ শুনি লৈলা মহাশয়ের শরণ॥

দীক্ষা মন্ত্র দিয়া তাঁরে করিলা উদ্ধার।
শেষে হরিদাস নাম হইল তাঁহার ॥
হইলেন দুর্ল্লভ ভক্তির অধিকারী।
ত্যাগ কৈলা সে জলা পন্থের জমিদারী ॥
দস্যে অনুগ্রহ দেখি হইয়া বিস্ময়।
নির্জ্জনে বসিয়া কেহ কার প্রতি কয়।
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণের নিধান।
অনায়াসে করিলা দস্যুর পরিত্রাণ ॥
কেহ কহে দস্যুর প্রধান চান্দরায়।
ইহার ভয়েতে লোক কাঁপয়ে সদায় ॥
যদি এ অধমে দয়া করে মহাশয়।
তবে সর্ব্বমতে এ দেশের রক্ষা হয় ॥
কেহ কহে ওহে ভাই চিন্তা না করহ।
চান্দরায়ে অবশ্য হইব অনুগ্রহ ॥
অনুগ্রহে এ সব দুর্ব্বুদ্ধি দূরে যাবে।
গোষ্ঠী সহ চান্দরায় বৈষ্ণব হইবে ॥
কেহ কহে সর্ব্বশেষ এই দুরাচার।
মনে হেন লয় শীঘ্র হইব উদ্ধার ॥
হেন কালে হর্ষে এক বিপ্র আসি কয়।
চান্দরায়ে অনুগ্রহ কৈলা মহাশয় ॥

শ্রীনরোত্তমের পাদপদ্ম করি সার।
সংসার শঙ্কট হৈতে হইল উদ্ধার॥
পূর্ব্বে তারে দেখিলে হইত মহা ভয়।
এবে দৃষ্টিমাত্র হয় আনন্দ উদয়॥
কি বলিব পূর্ব্বের দুর্ব্বুদ্ধি গেল সব।
হইলা সুশান্ত কিবা অপূর্ব্ব বৈষ্ণব॥
দেখিয়া আইনু মুঞি প্রভুর প্রাঙ্গণে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ নাচে সংকীর্ত্তনে॥
শুনি এ সকল কথা অতি হৃষ্ট হৈয়া।
চান্দরায়ে দেখিতে চলয়ে লোক ধাঞা॥
দূর হৈতে দেখে চান্দরায় প্রেমাবেশে।
পড়িয়া ধরণী তলে নেত্র জলে ভাসে॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক কম্প হয় বারবার।
দেখি সর্ব্ব লোকের হইল চমৎকার॥
কেহ কহে এত দিনে গেল দস্যু ভয়।
সর্ব্বমতে রক্ষা করিলেন মহাশয়॥
ঐছে কত কহি অতি আনন্দ অন্তরে।
শ্রীচান্দরায়ের ভাগ্য শ্লাঘা সবে করে॥
হেনই সময়ে তথা আইলা কত জন।
নানা অস্ত্রধারী সবে দূরদেশী হন॥

অজানত রূপে জিজ্ঞাসয়ে এ সবারে ।
চান্দরায় বৈষ্ণব কেমন কি প্রকারে ॥
ইহা শুনি সবা প্রতি কহে সংক্ষেপেতে ।
চান্দরায় দেবী ভক্ত গোষ্ঠীর সহিতে ॥
মহা বলবান চান্দরায় জমিদার ।
দস্যুর প্রধান অতিশয় দুষ্টাচার ॥
অতি ক্রোধযুক্তা দেবী দেখিয়া দুর্ণীত ।
ব্রহ্ম দৈত্য দ্বারে দুঃখ দিলা যথোচিত ॥
পুনঃ সেই দেবী দেখি জীবন সংশয় ।
আজ্ঞা কৈলা কর নরোত্তম পদাশ্রয় ॥
নরোত্তম মহাশয় অতি দয়াবান ।
নরক হইতে তোরে করিবেন ত্রাণ ॥
ঐছে স্বপ্নাদেশে চান্দরায় সেইক্ষণে ।
লইলা শরণ মহাশয়ের চরণে ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় দেখি মহা ক্লেশ ।
নিজ গুণে করিলা শ্রীমন্ত্র উপদেশ ॥
ঘুচিল দুর্ব্বুদ্ধি দীন মানে আপনায় ।
বলে লৈয়া দিল দণ্ড যবন রাজায় ॥
সে সকল দুঃখ চান্দরায় নাহি গুণে ।
কেবল একান্ত মন প্রভুর চরণে ॥

যবন আনিল হস্তী চান্দেরে মারিতে।
পলাইল হস্তী চান্দরায়ের ডরেতে॥
অতি ব্যস্ত হৈয়া রাজা কহয়ে সবারে।
অতি সাবধানেতে রাখহ কারাগারে॥
মনে বিচাবিয়া চান্দ হৈয়া উল্লাসিত।
করিনু কুক্রিয়া তার দণ্ড এ উচিত॥
কেহ কহে দেবী মন্ত্রে দুঃখ ঘুচাইব।
চান্দরায় কহে অন্য মন্ত্র না স্পর্শিব॥
ঐছে নিষ্ঠা দেখি প্রভু হইলা সদয়।
অকস্মাৎ যবনের হৈল মহা ভয়॥
করিয়া প্রার্থনা রায়ে বিদায় করিলা।
এই দুই চারি দিনে এথায় আইলা॥
শুনিয়া এ সব পুনঃ জিজ্ঞাসে সবায়।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আছেন কোথায়॥
কেহ কহে ওই দেখ বৃক্ষের তলাতে।
বসিয়া আছেন নিজ প্রিয় গণ সাতে॥
দূরে হৈতে মহাশয়ে করিতে দর্শন।
ভক্তি দেবী অনুগ্রহ কৈলা সেইক্ষণ॥
খড়্গাদিক অস্ত্র সব দূরে ফেলাইয়া।
মহাশয় আগে পড়ে ভূমে লোটাইয়া॥

সবে অতি ব্যাকুল দেখিয়া মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে কহে দেহ পরিচয়॥
কোথা হৈতে আইলা এথা কিবা প্রয়োজন।
শুনি অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহে সর্ব্বজন॥
বঙ্গদেশী দস্যু মোরা বিপ্র দুরাচার।
প্রায় চান্দরায় কর্ত্তা হন মো সবার॥
নৌকা পথে যাই মোরা ডাকাতি করিতে।
আইনু রায়ের স্থানে পরামর্শ লৈতে॥
লোক মুখে শুনিনু রায়ের বিবরণ।
শুনিতেই মো সবার ফিরি গেল মন॥
দূরে রহি পাদপদ্ম দর্শন করিতে।
না বুঝিনু কিবা হৈল মো সবার চিতে॥
মো সবার সমান অধম নাহি আর।
লইনু শরণ এবে করহ উদ্ধার॥
এত কহি কান্দে সবে ব্যাকুল হইয়া।
মহাশয় স্থির কৈলা সবে প্রবোধিয়া॥
হেন কালে চান্দরায় আইলা সেই খানে।
সবে মহা হর্ষ হৈলা তাঁহার দর্শনে॥
চান্দরায় এ সবারে দেখি দীন প্রায়।
হইয়া পরম হর্ষ প্রশংসে সবায়॥

শ্রীঠাকুর মহাশয় কিছু দিন পরে ।
কৃপা করি শিষ্য করিলেন সে সবারে ॥
হইলেন সবে মহা ভক্তি অধিকারী ।
পরম অদ্ভুত চেষ্টা বিস্তারিতে নারি ॥
এ সব প্রসঙ্গ যার কর্ণে প্রবেশয় ।
ঘুচে তার দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীভক্তি লভ্য হয় ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি ।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে দশমো বিলাসঃ ।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণ সহ ।
এ দীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় দয়ার সমুদ্র শ্রোতা গণ ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
কবিরাজঠাকুর ঠাকুর মহাশয় ।
লিখিলেন সকল সম্বাদ পত্রী দ্বয় ॥
শ্রীগোবিন্দ কৃত গীত পত্রিকা সহিতে ।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা পরম যত্নেতে ॥
তথাকার কুশল শুনিয়া হর্ষ হৈলা ।
এ সব সংবাদ জাজিগ্রামে পাঠাইলা ॥

যাজিগ্রামে আচার্য্য লইয়া নিজ গণ।
ভক্তি শাস্ত্র আলাপে উল্লাস অনুক্ষণ॥
শ্রীনরোত্তমের ভক্তি দান দীন হীনে।
দস্যু পাসণ্ডীরে উদ্ধারয়ে নিজ গুণে॥
এ সব প্রসঙ্গ শুনি আচার্য্য অন্তরে।
যে আনন্দ বাঢ়ে তাহা কে কহিতে পারে
খেতরি যাইব শীঘ্র করিতেই মনে।
বিবিধ মঙ্গল দৃষ্টি হৈল সেইক্ষণে॥
কেহ আসি কহে বীরভদ্র আইলা এথা।
আচার্য্য আনন্দ শুনি আগমন কথা॥
দেখ গিয়া গ্রামের নিকটে উপনীত।
দর্শন করিয়া সবে মহা উল্লাসিত॥
প্রভু বীরচন্দ্র দেখি আচার্য্য ঠাকুরে।
মনুষ্যের যানে হৈতে নাবিলা সত্বরে॥
গণ সহ আচার্য্য ভূমিতে প্রণময়।
বীরচন্দ্র প্রভু মহা যত্নে আলিঙ্গয়॥
জিজ্ঞাসি কুশল অতি আনন্দ অন্তরে।
আচার্য্যের কর ধরি চলে ধিরে ধিরে॥
মহা যত্নে আচার্য্য করয়ে নিবেদন।
অকস্মাৎ কোথা হৈতে হৈল আগমন॥

প্রভু কহে খড়দহে বিচারিনু চিতে।
আজিগ্রাম হৈয়া যাব খেতরি গ্রামেতে ॥
গণ সহ নদীয়াদি ভ্রমণ করিনু।
শ্রীখণ্ড হইয়া শীঘ্র এথায় আইনু ॥
ঐছে কহি ভবন ভিতরে নিজ স্থানে।
বসিলেন প্রভু বীরচন্দ্র নিজাসনে ॥
প্রভুর গমনে হৈল আনন্দ প্রচুর।
ঘরেতে আইলা যেন ঘরের ঠাকুর ॥
দ্রৌপদী ঈশ্বরী আর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া।
আচার্য্যের ভার্য্যা দোঁহে প্রণমিল গিয়া
সুশীতল জল আনি উল্লাস হৃদয়ে।
প্রভু বীরচন্দ্রের চরণ পাখালয়ে ॥
আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি বিচক্ষণ।
শ্রীজীবগোস্বামী দত্ত-নাম বৃন্দাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীগতিগোবিন্দ এই তিনে।
পড়িলেন প্রভু বীরচন্দ্রের চরণে ॥
এ তিন বালকে প্রভু আশীর্ব্বাদ কৈলা।
এ তিনের মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিলা ॥
আচার্য্যের কন্যা তিন ভক্তি প্রেম রতা।
হেমলতা কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীকাঞ্চনলতা ॥

তিনে প্রণমিলা প্রভু বীরচন্দ্র পায।
প্রভু অশীর্ব্বাদ কৈলা বাৎসল্য হিয়ায ॥
গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষ আইলা দর্শনে।
সবে প্রণমিলা বীরচন্দ্রের চরণে।
প্রত্যেক সবারে প্রভু কুশল জিজ্ঞাসে।
সবে আত্ম নিবেদন কৈলা মৃদু ভাষে ॥
ঐছে কতক্ষণ প্রভু রহি সেইখানে।
গণ সহ পরম আনন্দে গেলা স্নানে ॥
এথা শীঘ্র স্নান করি আচার্য্য ঘরণী।
করযে রন্ধন যৈছে কহিতে না জানি ॥
শাকাদি ব্যঞ্জন কৈলা সিদ্ধ পক্ক আর।
ক্ষীর শিখরিণী আদি অনেক প্রকার ॥
সুগন্ধি তণ্ডুল পাক করিয়া যত্নেতে।
সদ্য ঘৃত সিক্ত করি ধরিলা থালীতে ॥
আচার্য্যের শিষ্য এক অতি বিচক্ষণ।
শালগ্রাম চন্দ্রে ভোগ কৈলা সমর্পণ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
প্রভু বীরচন্দ্র সেবে সঙ্গে তেঁহ ছিলা ॥
তাঁহারেও ভোগ সমর্পণ কৈলা রঙ্গে।
ভুঞ্জয়ে পরম প্রীতে দোঁহে এক সঙ্গে ॥

ভোগ সাজাইয়া দিলা দুই ঠাকুরাণী।
কি অপূর্ব্ব শোভা হৈল কহিতে না জানি॥
গোবর্দ্ধনশিলা আর শ্রীবংশীবদন।
ভুঞ্জিলেন পূজারী দিলেন আচমন॥
তাম্বুল ভক্ষণ করাইয়া যত্ন মতে।
করাইলা শয়ন সে অপূর্ব্ব শয্যাতে॥
এথা স্নানাদিক সারি সবে প্রভু সনে।
ভোজনে বসিলা গিয়া অপূর্ব্ব প্রাঙ্গণে॥
প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীআচার্য্য প্রতি কন।
ভোজনে বৈসহ সঙ্গে লৈয়া সর্ব্বজন॥
আচার্য্য ঠাকুর কহে ইথে পাই ভীত।
সর্ব্বশেষে ভুঞ্জি আমি এই সে উচিত॥
শুনি প্রভু আচার্য্যের করে ধরি হাসে।
কহয়ে উচিত এই বৈস মোর পাশে॥
আচার্য্য ঠাকুর আজ্ঞা না পারে লঙ্ঘিতে।
সবা সহ বসিলা প্রভুর আজ্ঞামতে॥
প্রভু বীরভদ্র সঙ্গী মহা বিজ্ঞ গণ।
হইল সবার মহা উল্লাসিত মন॥
কি অপূর্ব্ব বৈষ্ণব মণ্ডলী শোভা করে।
প্রভু বীরচন্দ্রে দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে॥

অপূর্ব্ব কদলী পত্র সকলে লইলা।
প্রভু পরিবেশন করিতে আজ্ঞা দিলা॥
ভক্তি মূর্ত্তি পতিব্রতাচার্য্য ভার্য্যাদ্বয়।
করে পরিবেশন আনন্দ অতিশয়॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ ব্যাস এ তিনেতে।
সাজাইলা নানা দ্রব্য অপূর্ব্ব পাত্রেতে॥
চিনীপানা পক্বান্নাদি দিয়া থরে থরে॥
বসিলেন গিয়া শ্রীপ্রসাদ ভুঞ্জিবারে।
বীরচন্দ্র তাহা কিছু প্রথমে ভুঞ্জিয়া।
আজি এ ব্রজের মত কহয়ে হাসিয়া॥
তদুপরি ভুঞ্জে সিদ্ধ পক্ক সুমধুর।
শাকাদি ব্যঞ্জন ভুঞ্জি আনন্দ প্রচুর॥
পরম কৌতুকে সবে করিলা ভোজন।
আচমন করি কৈলা তাম্বুল ভক্ষণ॥
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি আনন্দ আবেশে।
দিবা রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণ কথা রসে॥
প্রভাতে শ্রীরামচন্দ্র আচার্য্য সহিতে।
করিলেন যাত্রা অতি উল্লাসিত চিতে॥
প্রভু বীরচন্দ্রের যতেক প্রিয় গণ।
মনের উল্লাসে সবে করিলা গমন॥

আচার্য্যের শিষ্য গণ আনন্দ হিয়ায়।
কেহ সঙ্গে চলে কেহ আগে চলি যায়॥
কণ্টক নগর হৈয়া আইলা বুধরি।
পূর্ব্বে গোবিন্দাদি শুনি আছে আগুসারি
পথে সবা সহ হৈল অদ্ভুত মিলন।
গোবিন্দ আনন্দে লৈয়া আইলা ভবন॥
প্রভু বীরচন্দ্র অতি আনন্দিত মনে।
অপূর্ব্ব বাসায় উত্তরিলা গণ সনে॥
আচার্য্য ঠাকুর গণ সহ সেই ঠাঞি।
পরস্পর সবার সুখের সীমা নাই॥
ভোজন কৌতুক আদি যেরূপ হইল।
তাহা বাহুল্যের ভয়ে বর্ণিতে নারিল॥
দুই দিন বুধরি গ্রামেতে স্থিতি কৈলা।
তথাতে আসিয়া বহু বৈষ্ণব মিলিলা॥
সবা সহ পদ্মা পার হৈয়া স্নান করি।
মনের উল্লাসে প্রভু চলয়ে খেতরি॥
গমন সংবাদ পূর্ব্বে শুনি মহাশয়।
করাইলা বিবিধ সামগ্রী পূপাদয়॥
দধি দুগ্ধ ছেনা আদি আম্রাদিক ফল।
আম্রাদি আচার সজ্জ হইল সকল॥

বাসা পরিস্কার করাইয়া মহাশয় ।
গণ সহ আসি দূরে পথ নিরখয় ॥
তাপ তম নাশিতে উদয় চন্দ্রগণ ।
ঐছে দূরে হৈতে দেখি জুড়াব নয়ন ॥
নিকটে যাইয়া অতি উল্লাসিত মনে ।
প্রণমিলা প্রভু বীরচন্দ্রের চরণে ॥
প্রভু বীরচন্দ্র নরেত্তমে আলিঙ্গয়া ।
হইলেন অধৈর্য্য ধরিতে নারে হিয়া ॥
নরোত্তম সিক্ত হৈয়া নয়নের জলে ।
পুনঃ পুনঃ লোটাইয়া পড়ে পদ তলে ॥
যৈছে পরস্পর হৈল সবার মিলন ।
এক মূখে তার লেশ না হয় বর্ণন ॥
আচার্য্যঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয় ।
প্রভুরে লইয়া আইলা গৌরাঙ্গ আলয় ॥
গৌরাঙ্গ বল্লবী কান্ত শ্রীব্রজ মোহন ।
রাধাকৃষ্ণ রাধাকান্ত শ্রীরাধাররমণ ॥
বীরচন্দ্র দর্শন করিয়া এ সবার ।
হইলা অধৈর্য্য নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
ভূমেতে পড়িয়া বার বার প্রণময়ে ।
মনে উপজয়ে যাহা তাহা কে জানয়ে ॥

ধৈর্য্যাবলম্বন প্রভু কৈল কতক্ষণে।
শ্রীমালা প্রসাদ দিল পুজারী যতনে॥
আচার্য্য ঠাকুর মহাশয় যত্ন করি।
লৈয়া গেলা বাসা যথা আছেন ঈশ্বরী॥
এথাতে বৈষ্ণব সব অধৈর্য্য দর্শনে।
নেত্রাম্বু নিবারি স্থির হৈল সর্ব্ব জনে॥
পুজারী দিলেন মালা প্রসাদ সবারে।
প্রভুর নিকটে গেলা উল্লাস অন্তরে॥
শ্রীখেতরি আদি গ্রাম বাসি লোক গণ।
চতুর্দ্দিকে ধায় সবে করিতে দর্শন॥
দর্শন করিয়া সবে চলে নিজ বাসে।
কেহ কার প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
ভুবন মোহন নিত্যানন্দ বলরাম।
তাঁর পুত্র প্রভু বীর ভদ্র গুণধাম॥
ভুবন মোহন মূর্ত্তি রসের আলয়।
দেখিলে আঁখ্যের তৃষ্ণা বাড়ে অতিশয়॥
কেহ কহে মো সবার ধন্য এ জীবন।
অনায়াসে পাইনু দুর্ল্লভ দরশন॥
কেহ কহে শ্রীঠাকুর মহাশয় হৈতে।
মনোরথ পূর্ণ হৈল খেতরি গ্রামেতে॥

ঐছে কত কহে লোক আনন্দ আবেশে।
বীরচন্দ্র গমন ব্যাপিল সর্ব্বদেশে॥
এথা বীরচন্দ্র প্রভু অপূর্ব্ব বাসায়।
সবা সহ বসিলেন আনন্দ হিয়ায়॥
বীরচন্দ্র প্রভু প্রতি আচার্য্য ঠাকুর।
মন্দ মন্দ হাসি কহে বচন মধুর॥
আজি করিবেন এথা পক্কান্ন ভোজন।
হইল প্রস্তুত পূর্ব্বে শুনি আগমন॥
প্রভু বীরচন্দ্র নিজ সম্পুট হইতে।
গোবর্দ্ধনশিলা দিলা ভোগ লাগাইতে॥
তাঁরে নানা সামগ্রী যত্নেতে আনি দিলা।
ভোগ সরাইয়া শিলা সম্পুটে রাখিলা॥
শ্রীমন্দির হৈতে নানা প্রসাদ আনিলা।
হইল প্রস্তুত সব যত্নে নিবেদিলা॥
আচার্য্যের বাক্য শুনি কহেন গোসাঞি
হইয়াছে ক্ষুধা বিলম্বের কাজ নাই॥
এত কহি সবা লৈয়া বসিলা প্রাঙ্গণে।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভাগ্যবন্ত জনে॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি কথোজন॥

বিবিধ পক্কান্ন সব লইয়া যত্নেতে।
করে পরিবেশন পরমানন্দ চিতে ॥
আম্র পনস দাড়িম্বাদি নানা ফল।
দধি দুগ্ধ ছেনা চিনীপানাদি সকল ॥
ক্রমে ক্রমে দিয়া শোভা দেখয়ে কৌতুকে
আচার্য্যাদি সবা সহ ভুঞ্জে প্রভু সুখে ॥
পুরী পূপ লডডুকাদি অতি মনোহর।
স্বাদে স্বাদে ভোজন হইল গুরুতর ॥
করি আচমন প্রভু বসিলা আসনে।
প্রসাদি তাম্বুল খাইলেন হর্ষ মনে ॥
শেষে ভুঞ্জে লোক যত লেখা নাই তার।
এ সকল বিস্তারি নারিয়ে বর্ণিবার ॥
গণ সহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া আনন্দে ভাসয় ॥
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরিত্র সুধা পানে।
কত সুখে গেল দিবা রাত্রি কে বা জানে।
প্রাতে সবে প্রাতঃক্রিয়া স্নানাদি করিলা।
শ্রী সন্তোষ প্রভু বীরচন্দ্র আগে আইলা।
পরাইয়া অতি সূক্ষ্ম নবীন বসন।
দেখিয়া প্রভুর শোভা জুড়ায় নয়ন ॥

সঙ্গের বৈষ্ণব গণে করিয়া বিনয়।
পরাইয়া নব্য বস্ত্র আনন্দ হৃদয়॥
অপূর্ব্ব আসন প্রভু আগে সাজাইলা।
তাহে বসি গোবর্দ্ধনশিলা সেবা কৈলা॥
ভূষিত করিয়া পুষ্প তুলসী চন্দনে।
বিবিধ সামগ্রী ভোগ দিলা সেইক্ষণে॥
ভোগ সরাইয়া বহু প্রণাম করিলা।
প্রসাদি সামগ্রী সব জনে বাঁটি দিলা॥
প্রভু বীরচন্দ্রের যে পাককর্ত্তা গণ।
অতি শীঘ্র করিলেন অপূর্ব্ব রন্ধন॥
গোবর্দ্ধনশিলায় সে ভোগ সমর্পিলা।
ভোগ সরাইয়া স্বর্ণ সংপুটে রাখিলা॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের করি আরতি দর্শন।
সবা সহ কৈলা প্রভু আনন্দে ভোজন॥
তাম্বুল ভক্ষণ করি বিশ্রাম করিলা।
কতক্ষণ পরে সবা লইয়া বসিলা॥
আচার্য্যের প্রতি প্রভু বীরচন্দ্র কয়।
সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে সাধ হয়॥
আচার্য্য কহয়ে সর্ব্ব সাধকর্ত্তা তুমি।
মো সবার সাধ পূর্ণ হবে এই জানি॥

মনের উল্লাসে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
বিলম্বে নাহিক কার্য্য সবা প্রতি কয়॥
শ্রীসন্তোষরায় সব সজ্জা করাইলা।
সংকীর্ত্তনারম্ভ কথা সকলে শুনিলা॥
ধাইলা সকল লোক চতুর্দ্দিক হৈতে।
আসিয়া বেড়িলা প্রাঙ্গণের চারি ভিতে॥
অপরাহ্ন কালে বীরচন্দ্র সবা সনে।
বাসা হৈতে আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে॥
করিলেন উত্থাপন আরতি দর্শন।
পূজারী দিলেন আনি শ্রীমালা চন্দন॥
আচার্য্যের হৈল অতি উল্লাস অন্তর।
করিলা চন্দন চিত্র অতি মনোহর॥
নানা পুষ্পমালা পরাইয়া প্রভু গলে।
দেখিয়া অপূর্ব্ব শোভা ভাসে নেত্র জলে
মহাশয় গায়ক বাদক গণ লৈয়া।
সংকীর্ত্তন আরম্ভ করয়ে হৃষ্ট হৈয়া॥
গোকুল বরিষে সুধা রাগ আলাপনে।
দেবীদাস বায় খোল বিচিত্র বন্ধানে॥
খোল করতাল ধ্বনি আলাপ প্রকার।
ভেদয়ে গগন দেবলোকে চমৎকার॥

শ্রীমহাশয়ের কণ্ঠ ধ্বনি সুমঙ্গলে।
উথলে আনন্দ সিন্ধু অধৈর্য্য সকলে॥
চারিদিগে বৈষ্ণব মণ্ডলী মনোহর।
মধ্যে প্রভু বীরচন্দ্র শোভয়ে সুন্দর॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ ঝলমল করে।
সুমধুর ভঙ্গীতে মদন মদ হরে॥
করয়ে নর্ত্তন মহা প্রেমের আবেশে।
তুলিয়া আজানু বাহু ফিরে চারি পাশে॥
পরিসর বক্ষে দোলে নানা পুষ্প হার।
অবিরল বিপুল পুলক অনিবার॥
সুচারু বদনে হরি হরি বোল বলে।
ভাসয়ে দীঘল দুটি নয়নের জলে॥
চঞ্চল চলন চারু চরণ কমল।
অভিনব পরশে হরষ মহীতল॥
ভুবন মোহন নৃত্য করয়ে কীর্ত্তনে।
হরিষে কুসুম বরিষয়ে দেব গণে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্যের বেশ ধরি।
অনিমিখ নেত্রে দেখে নৃত্যের মাধুরি॥
প্রভু বীরচন্দ্র ইচ্ছা সবার সহিতে।
করিব নর্ত্তন তেঞি চাহে চারিভিতে॥

হেনই সময়ে শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
গণ সহ করে নৃত্য প্রেমানন্দ ময়॥
কিবা সে অদ্ভুত নৃত্য ভুবন মঙ্গল।
পদ ভরে ধরণী করয়ে টল মল॥
গীত নৃত্য বাদ্য নব্য নব্য ক্ষণে ক্ষণে।
উপমা দিবার ঠাঞি নাই ত্রিভূবনে॥
হইলেন আত্ম-বিস্মরিত সর্ব্বজন।
চতুর্দ্দিগে করে মহা হুঙ্কার গর্জ্জন॥
বীর দর্প করে কেহ কেহ দেই লম্ফ।
বিদ্যুতের প্রায় কার দেহে হয় কম্প॥
কেহ বীরচন্দ্রের চরণে পড়ি কান্দে।
ধরণী লোটায় কেহ ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥
প্রভু বীরচন্দ্র হৈলা পরম বিহ্বল।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ করে টল মল॥
মহা সিংহনাদ প্রভু করে বার বারে।
নরোত্তমে কোলে করি ছাড়িতে না পারে।
শ্রীদেবীদাসের কর লৈয়া ধরে বক্ষে।
কি অপূর্ব্ব বাদ্য কহি ধারা বহে চক্ষে॥
গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া।
কহিলা কতেক তাঁরে অধৈর্য্য হইয়া॥

শ্রীগোবিন্দকবিরাজের দুটি কর ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি॥
তুমি সে জানহ নিত্যানন্দের মহিমা।
আচার্য্যের অনুগ্রহ তার এই সীমা॥
এত কহি গোকুলে কহয়ে বার বার।
গাও গাও ওহে প্রাণ জুড়াও আমার॥
শুনিয়া গোকুল গায় হৈয়া উল্লাসিত।
কিবা সে অপূর্ব্ব কবিরাজকৃত গীত॥

তথাহি গীতং।

জয় জগতারণ কারণ ধাম।
আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ নাম॥ ধ্রু।

ডগ মগ লোচন কমল ঢুলাবত,
সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ফুকরই,
গৌর প্রেম ভরে চলই না পার॥

বিচিত্র বন্ধানে শ্রীগোকুলদাস গায়।
ভাসিলা সকল লোক প্রেমের বন্যায়॥
সংকীর্ত্তন মধ্যে যে যে হৈল চমৎকার।
তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবারে শক্তি কার॥

চতুর্দ্দিগে হরি হরি ধ্বনি কোলাহল।
ভেদয়ে গগন মহী ব্যাপিল সকল॥
কতশত দীপ জ্বলে দেখিতে সুন্দর।
সংকীর্ত্তনে হৈল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হৈয়া বৈসে সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইল প্রভাত কৃষ্ণ কথা আলাপনে॥
প্রাতঃক্রিয়া করি সবে স্নানাদি করিলা।
প্রভু বীরচন্দ্রের বাসায় সবে আইলা॥
গোবর্দ্ধনশিলা সেবা করি প্রভু বীর।
সে আনন্দ আবেশে হইতে নারে স্থির॥
রামচন্দ্র প্রতি প্রভু কহে বারে বারে।
শ্রীরাসবিলাস কিছু শুনাহ আমারে॥
রামচন্দ্র কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
ভাগবত পদ্য অর্থ কৈলা চমৎকার॥
শুনি বীরচন্দ্রের আনন্দ অতিশয়।
রামচন্দ্রে ধরি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয়॥
প্রভু বীরচন্দ্র ধৈর্য্য ধরি কতক্ষণে।
আচার্য্যের প্রতি কহে মধুর বচনে॥
এ হেন দুর্ল্লভ সঙ্গ হইব কি আর।
এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার॥

আচার্য্যাদি সবে ভাসে নয়নের জলে।
প্রভু ইচ্ছামতে স্থির হইলা সকলে॥
শ্রীরূপঘটক আর গঙ্গানারায়ণ।
শ্যামদাস গোবিন্দাদিভাগবত গণ॥
অপূর্ব্ব পক্বান্ন আম্র পনসাদি যত।
শীঘ্র সজ্জ কৈল প্রভু আজ্ঞা অভিমত
গোবর্দ্ধন শিলা আগে ধরিলা যতনে।
প্রভু বীরচন্দ্র ভোগ দিলেন আপনে॥
সময় জানিয়া প্রভু ভোগ সরাইলা।
তাম্বূল সমর্পি শিলা সম্পুটে রাখিলা।
গৌরাঙ্গ দর্শন করি সবারে লইয়া।
ভুঞ্জিলেন প্রসাদ পরম যত্ন পাঞা॥
প্রসাদি তাম্বূল সুখে করিয়া ভক্ষণ।
সবা সহ বিশ্রাম করিলা কতক্ষণ॥
ঐছে প্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্রের তনয়।
প্রিয় বর্গ সঙ্গে মহা রঙ্গে বিলসয়॥
এক দিন আচার্য্যের প্রতি প্রভু কহে।
এক চক্রা হইয়া যাইব খড়দহে॥
কালি প্রাতে গমন করিব কৈনু মনে।
কথো দূর পর্য্যন্ত যাইব তুয়া সনে॥

আচার্য্য কহেন মনে হৈল যে তোমার।
ইঁহাকে অন্যথা করে ঐছে শক্তি কার॥
প্রভু বীরচন্দ্র হাসি কহে ধিরি ধিরি।
তোমা সবাকার বাক্য লঙ্ঘিতে না পারি॥
কহিলাম মনে যাহা হইল উদয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেই ইচ্ছা হয়॥
নরোত্তমে কহে গিয়া আচার্য্য ঠাকুর।
আমা সহ হৈবে কালি গমন প্রভুর॥
শুনি মহাশয় অতি ব্যাকুল হইলা।
আচার্য্য ঠাকুর অতি যত্নে প্রবোধিলা॥
আর যে প্রসঙ্গ দোঁহে করিলা নির্জ্জনে।
সে সকল বুঝিবারে নারে অন্য জনে॥
কতক্ষণ রহি তথা প্রভু পাশ আইলা।
গমনের আয়োজন সন্তোষ করিলা॥
প্রভু বীরচন্দ্রের সঙ্গেতে যাবে যাহা।
ঠাকুর কানাঞি ঠাঞি সমর্পিলা তাহা॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সঙ্গে যাহা চাই।
তাহা সমর্পিল রূপ ঘটকের ঠাঞি॥
বুধরি গ্রামেতে শীঘ্র লোক পাঠাইলা।
পদ্মাবতী তীরে বহু নৌকা রাখাইলা॥

হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি খেতরি হইতে।
যাত্রা করিলেন প্রভু রজনী প্রভাতে॥
কেহ কার প্রতি কত কহে ঠাঁঞি ঠাঁঞি।
দিবা রাত্রি লোক গতায়াত অন্ত নাই॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া বীর চন্দ্র রায়।
গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে গিয়া হইল বিদায়॥
বাসায় আসিয়া বসিলেন কতক্ষণ।
তথাতে একত্র হইলেন সর্ব্ব জন॥
গমন করিল শীঘ্র পদ্মাবতী তীরে।
কেহ কোন রূপে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥
দীন প্রায় শ্রীমহাশয়ের শিষ্যগণ।
বন্দিলেন প্রভু বীরচন্দ্রের চরণ॥
করিলা প্রণাম বহু আচার্য্য চরণে।
এ দোঁহে করিলা অনুগ্রহ সর্ব্ব জনে॥
শ্রীমহাশয়েরে রামচন্দ্র কহি কত।
হইলা বিদায় কথ দিবসের মত।
হরিরাম রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপীরমণ॥
বলরামকবিরাজ আদি কথজনে।
আচার্য্য রাখিলা মহাশয় সন্নিধানে॥

খেতরি গ্রামেতে হৈতে আইলা যতজন।
সবারে কহিলা নানা প্রবোধ বচন॥
প্রভু বীরচন্দ্র লৈয়া আচার্য্যঠাকুর।
চঢ়িলা নৌকায় সব ধৈর্য্য গেল দূর॥
রামচন্দ্র আদি সবে চঢ়িলা নৌকায়।
কর্ণধার নৌকা ছাড়ি দিলেন ত্বরায়॥
উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি পদ্মাবতী তীরে।
তাহার শ্রবণে দারু পাষাণ বিদরে॥
গণ সহ আচার্য্য শ্রীবীরচন্দ্র লৈয়া।
গেলেন বুধরি গ্রামে পদ্মা পার হৈয়া॥
এথা অতি অধৈর্য্য হইয়া মহাশয়।
সবা সহ আইলেন গৌরাঙ্গ আলয়॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
রাধাকান্ত রাধাকৃষ্ণ শ্রীরাধারমণ॥
দর্শনে সবার হৈল উল্লাসিত হিয়া।
অতি শীঘ্র করিলেন স্নানাদিক ক্রিয়া॥
সবা লৈয়া মহাশয় প্রসাদ ভুঞ্জিলা।
কৃষ্ণ কথা রসে দিবা রাত্রি গোঙাইলা॥
সেই দিন হৈতে ঐছে হৈলা মহাশয়।
ক্ষণে অতি স্থির ক্ষণে ব্যাকুল হৃদয়॥

এইরূপ কথক দিবস গোঙাইতে।
রামচন্দ্র আইলেন জাজিগ্রাম হৈতে ॥
রামচন্দ্র গমনাগমন আদি করি।
ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিনু বিস্তারি ॥
রামচন্দ্র গমনে আনন্দ মহাশয়।
সবার হইল অতি প্রসন্ন হৃদয় ॥
গোবিন্দাদি লৈয়া গৌরচন্দ্রের প্রাঙ্গণে
দিবা নিশি মত্ত মহাশয় সংকীর্ত্তনে ॥
রাজা নরসিংহ চাঁদরায় আদি যত।
সবে সংকীর্ত্তন রসে হইলা উন্মত্ত ॥
কিছু দিন পরে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি সবে কয়।
বহু দিন হৈল গৃহে না কৈল গমন ॥
শীঘ্র করি একবার যাহ সর্ব্বজন ॥
যদ্যপি যাইতে কার মন নাহি হয়।
তথাপিহ গেলা আজ্ঞা লংঘনের ভয় ॥
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ।
হরিরাম রামকৃষ্ণ শ্রীগোপীরমণ ॥
বলরামকবিরাজ আদি এ সবার।
গমন হইল যৈছে নারি বর্ণিবার ॥

রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
কথোদিন পরম আনন্দে বিলসয়॥
এক দিন দোহে বসি পরম নির্জ্জনে।
না জানি কি পরামর্শ কৈলা দুই জনে॥
রামচন্দ্র কবিরাজ কিছু দিন পরে।
জাজিগ্রামে গেলা অতি ব্যাকুল অন্তরে॥
তথা হৈতে সম্বাদ আইল কথোদিনে।
শ্রীআচার্য্যঠাকুর গেলেন বৃন্দাবনে॥
রামচন্দ্র কবিরাজ সঙ্গে নিরন্তর।
কে বুঝিতে পারে এই দোঁহার অন্তর॥
এক দিন মহাশয় স্থির হৈতে নারে।
কি হইল কান্দিয়া কহয়ে বারে বারে॥

ত্রিপদী।

গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীনিবাস গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
শ্রীস্বরূপ দামোদর, হরিদাস বক্রেশ্বর,
এ সব প্রেমের অধিকারী॥
করিলা যে সব লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুই না পাই দেখিতে।

তখন নহিল জন্ম, না বুঝিনু সে না মর্ম্ম,
এ না শেল রহি গেল চিতে ॥
প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ,
ভূগর্ব্ব শ্রীজীবলোকনাথ।
এসকল প্রভু মিলি, কৈলা কি মধুর কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্ত গণ সাথ ॥
সবে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
আঁধল হইল এ না আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাও ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশু পাখী ॥
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, আছিনু যাঁহার দাস,
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেলা, রামচন্দ্র না আইলা,
দুঃখে জিই করে আনচান ॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক ধিক নরোত্তমদাস ॥
এত কহিতেই সবে করিলা শ্রবণ।
রামচন্দ্র কবিরাজ হৈলা অদর্শন ॥

শ্রীঠাকুর মহাশয় স্থির হৈতে নারে।
নির্জ্জন বনেতে গিয়া কান্দে উচ্চস্বরে ॥
ওহে রামচন্দ্র মোরে গেলা কোথা ছাড়ি
এত কহি কণ্ঠ রুদ্ধ রহে ভূমে পড়ি ॥
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
শ্রীরাজা গোবিন্দ সন্তোষাদি কথোজন ॥
দূরে থাকি দেখি সিক্ত হৈয়া নেত্র জলে।
পড়িয়া আছেন মহাশয় মহীতলে ॥
চতুর্দ্দিগে বেড়ি সবে করয়ে ক্রন্দন।
কতক্ষণে মহাশয় হইলা চেতন ॥
সবা লৈয়া আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
কতক্ষণ স্থির হৈলা প্রভুর দর্শনে ॥
ঐছে দিন পাঁচ সাত রহি মহাশয়।
গঙ্গাস্নান যাইব সবার প্রতি কয় ॥
প্রভুর সেবাতে সবে সাবধান করি।
কথোজন সঙ্গে শাস্ত্র আইলা বুধরি ॥
তথা আইলা গাম্ভীলা গঙ্গা তীরে।
অকস্মাৎ জ্বর আসি ব্যাপিল শরীরে ॥
চিতা সজ্জা কর শীঘ্র এই আজ্ঞা দিয়া।
রহিলেন মহাশয় নিরব হইয়া ॥

অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন শিষ্য গণ ।
সবারে করিলা স্থির গঙ্গানারায়ণ ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আইসে লৈয়া নিজ গণে।
দেখা মাত্র হয় কথা নাহি কার সনে ॥
ঐছে মহাশয় তিন দিন গোঙাইলা ।
লোক দৃষ্ট দেহ হৈতে পৃথক হইলা ॥
মহাশয়ে স্নান করাইয়া সেইক্ষণে ।
চিতার উপরে রাখিলেন দিব্যাসনে ॥
পরস্পর কহে সুখে ব্রাহ্মণ সকল ।
বিপ্র শিষ্য কৈল যৈছে হৈল তার ফল ॥
গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম কিছু না কহিল ।
বাক্য রোধ হৈয়া নরোত্তমদাস মৈল ॥
গঙ্গানারায়ণ ঐছে পণ্ডিত হইয়া ।
হইলেন শিষ্য নিজ ধর্ম্ম তিয়াগিয়া ॥
দেখিল গুরুর দশা হইল যেমন ।
না জানি ইহার দশা হৈবে বা কেমন ॥
পুনঃ পুনঃ গাঙ্গনারায়ণে শুনাইয়া ।
ঐছে কত কহে সবে হাসিয়া হাসিয়া ॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দয়া উপজিল মনে ।
গঙ্গানারায়ণ আইলা চিতা সন্নিধানে ॥

কর যোড় করিয়া কহয়ে বার বার।
নিজ গুণে কৈল প্রভু পাষণ্ডী উদ্ধার॥
এবে এ পাষণ্ডী গণ মর্ম্ম না জানিয়া।
নিন্দে তোমা সবে দুঃখ পায়েন শুনিয়া॥
এ সবার হইল ঘোর নরকে গমন।
রক্ষা কর কৃপা দৃষ্টে করি নিরীক্ষণ॥
গঙ্গানারায়ণের এ ব্যাকুল বচনে।
নিজ দেহে মহাশয় আইলা সেই ক্ষণে॥
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া নরোত্তম।
উঠিলেন চিতা হইতে তেজ সূর্য্য সম॥
চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি করে সর্ব্বজনে।
অকস্মাৎ পুষ্প বরিষয়ে দেবগণে॥
দূরে থাকি দেখি সব নিন্দুক ব্রাহ্মণ।
মহা ভয় হইল স্থির নহে কোন জন॥
কেহ কার প্রতি কহে কি কার্য্য করিনু।
আপনা খাইয়া হেন জনেরে নিন্দিনু॥
ঐছে কত কহি শীরে করে করাঘাত।
কাঁপয়ে অন্তর নেত্রে হয় অশ্রুপাত॥
নিন্দুক ব্রাহ্মণ গণ সাপরাধী হৈয়া।
গঙ্গানারায়ণ পদে পড়ে প্রণমিয়া॥

কাতরে কহয়ে রক্ষা কর মো সবারে।
বৃথা জন্ম গোঙাইনু বিপ্র অহঙ্কারে॥
শ্রীমহাশয়ের আগে যাইতে না পারি।
করাহ তাঁহার অনুগ্রহ কৃপা করি॥
শুনিয়া ব্যাকুল বাক্য গঙ্গানারায়ণ।
মহাশয় সমীপে গেলেন সেইক্ষণ॥
কর যোড় করিয়া কহয়ে ধিরে ধিরে।
অনুগ্রহ কর প্রভু এ নব বিপ্রেরে॥
এত কহি তেই বিপ্রগণ ভূমে পড়ি।
প্রণমিয়া কাতরে কহয়ে কর যুড়ি॥
মো সবার সম বিপ্রাধম নাহি আর।
করিনু যতেক নিন্দা লেখা নাহি তার॥
বর্ণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মিথ্যা অহঙ্কারে।
সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি করিনু তোমারে॥
হইল বিফল সবে পড়িনু যে সব।
কভু না স্পর্শিলি সে দুর্ল্লভ ভক্তি লব॥
কৃপা করি নাশহ দুর্দ্দৈব মো সবার।
লইনু শরণ এই চরণে তোমার॥
দেখিয়া ব্যাকুল শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ভক্তি রত্ন দিয়া সে সবারে আলিঙ্গয়॥

সবে আজ্ঞা কৈলা গঙ্গানারায়ণ স্থানে।
ভক্তি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর সাবধানে॥
কিছু দিন পরে সবে যাইব খেতরি।
অদ্য আমি এথা হইতে যাইব বুধরি॥
এত কহি শীঘ্র করিলেন গঙ্গাস্নান।
নয়ন ভরিয়া দেখিলেন ভাগ্যবান॥
শ্রীমহাশয়ের এই প্রসঙ্গ সকল।
ব্যাপিল সর্ব্বত্র হইল সবার মঙ্গল॥
গঙ্গাতীর হৈতে মহাশয় সবা সনে।
গঙ্গানরায়ণ গৃহে গেলা কথোক্ষণে॥
তথা নানা মিষ্টান্ন ভুঞ্জিলা সবা লৈয়া।
অতি শীঘ্র বুধরি আইলা হৃষ্ট হৈয়া॥
শ্রীগোবিন্দকবিরাজ কর্ণপুর আর।
কবিরাজ গোকুল বল্লবী মজুমদার॥
এ সবা সহিত গিয়া খেতরি গ্রামেতে।
নিরন্তর রহে কৃষ্ণ কথা আলাপেতে॥
শ্রীপ্রভু গণের সেবা পরিচর্য্যা যত।
তাহাতেই নিযুক্ত হইলা অবিরত॥
গৌরাঙ্গ অঙ্গন ধূলি ধূসরিত হৈয়া।
করয়ে ক্রন্দন প্রভু মুখ পানে চাঞা॥

হাহা প্রভু গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত কৃষ্ণ
করুণা করহ মুঞি বিষয় সতৃষ্ণ॥
ওহে প্রভু রাধাকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
সংসার যাতনা হৈতে করহ মোচন॥
হে রাধারমণ মোরে রাখহ চরণে।
তোমা না ভুলিয়ে যেন জীবনে মরণে॥
ঐছে কত প্রকার করয়ে নিবেদন।
সে সব শুনিতে কান্দে পশু পক্ষগণ॥
লোক ভীড় দেখি প্রভু নির্জ্জনে যাইয়া।
নাম উচ্চারয়ে মহা ব্যাকুল হইয়া॥
ওহে নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ওহে নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কুমার॥
ওহে সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈত দয়াময়।
ওহে শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়॥
ওহে করুণার সিন্ধু পণ্ডিত শ্রীবাস।
ওহে বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস॥
ওহে শ্রীস্বরূপ রামানন্দ দামোদর।
ওহে শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ কাশীশ্বর॥
ওহে বাচস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
ওহে সূর্য্যদাস গৌরী দাস পণ্ডিতার্য্য॥

ওহে শ্রীপণ্ডিত জগদীশ শুক্লাম্বর।
ওহে শ্রীগোবিন্দ ঘোষদাস গদাধর॥
ওহে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি মহাশয়।
মুকুন্দ মাধব বাসুঘোষ ধনঞ্জয়॥
ওহে শ্রীজগদানন্দ সঞ্জয় শ্রীধর।
ওহে শ্রীমুকুন্দ নরহরি বিজ্ঞবর॥
ওহে শ্রীমদ্রূপ সনাতন গুনসিন্ধু।
ওহে শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ দীনবন্ধু॥
ওহে শ্রীগোপালভট্ট পতিতের প্রাণ।
ওহে রঘুনাথভট্ট গুণের নিধান॥
ওহে কুণ্ডবাসী স্বরূপের রঘুনাথ।
ওহে জীবগোস্বামী করহ দৃষ্টিপাত॥
ওহে গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রিয়গণ।
করহ করুণা মুঞি লইনু শরণ॥
দেখি অতি পামর মোরে না উপেক্ষিবা।
মোর অভিলাষ পূর্ণ অবশ্য করিবা॥
ঐছে কত কহিয়া নারয়ে স্থির হইতে।
পুনঃ বিলপয়ে কৃপা কর হে ললিতে॥
শ্রীবিশাখা সুচিত্রা শ্রীচম্পক লতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী পরম গুণাধিকা॥

তুঙ্গ বিদ্যা ইন্দুলেখা সখী সুচতুরী।
শ্রীরূপমুঞ্জরী রতিমুঞ্জরী কস্তুরী॥
লবঙ্গ মুঞ্জরি মুঞ্জলালী সর্ব্বজনে।
রাখ মোরে শ্রীরাধিকাচরণ সেবনে॥
হে রাধিকে কৃষ্ণ সে তোমার প্রাণেশ্বর।
তাঁর পাদপদ্ম সেবা দেহ নিরন্তর॥
তোমা দোঁহা বসাইব রত্ন সিংহাসনে।
নেত্র ভরি দেখিব বেষ্টিত সখী গণে॥
সখীঙ্গিতে চামর ব্যজন করি সুখে।
সমর্পিব তাম্বুল দোঁহার চাঁদ মুখে॥
হইবে কি পূর্ণ এ মনের অভিলাষ।
এত কহি মহাশয় ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস॥
কতক্ষণ মৌন ধরি রহে মহাশয়।
নবদ্বীপ লীলা গত হইল হৃদয়॥
ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলি কহে বার বার।
দেখিব কি নেত্র ভরি নদিয়া বিহার॥
চতুর্দ্দিগে শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়গণ।
সম্মুখে অদ্বৈত দেব ভুবন পাবন॥
নিত্যানন্দ দক্ষিণে বামেতে গদাধর।
মধ্যে বিলসিব নবদ্বীপ সুধাকর॥

দেখিব কি ঐছে গণ সহ গৌররায়।
এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥
কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের চরিত।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে উদ্বেগ বিপরীত ॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে চেষ্টা নিরখিয়া।
শ্রীরাধাবল্লভের ব্যাকুল হয় হিয়া ॥
ঐছে পরস্পর সবে ভাবে মনে মনে।
মহাশয় যত্নে স্থির করে প্রিয় গণে ॥
কে বুঝে সে মনোবৃত্তি প্রিয় গণ লৈয়া।
সদা নাম সংকীর্ত্তনে রহে মগ্ন হৈয়া ॥
এক দিন মহাশয় কহে প্রিয় গণে।
গঙ্গানারায়ণের বিলম্ব হৈল কেনে ॥
হেন কালে রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
দোঁহে আইলা সঙ্গে সেই বিপ্র কথোজন ॥
পড়িলেন শ্রীমহাশয়ের পদতলে।
ভক্তি রসে মগ্ন বিপ্র ভাসে নেত্র জলে ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় করি অনুগ্রহ।
কথোজনে শিষ্য কৈলা দেখিয়া আগ্রহ ॥
মহাশয় প্রিয় গঙ্গানারায়ণ স্থানে।
কৃপা করি শিষ্য করাইলা কথোজনে ॥

সবে গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে প্রণমিলা।
শ্রীমালা প্রসাদ শ্রীপূজারী আনি দিলা।
শ্রীগোবিন্দকবিরাজ আদি বিজ্ঞ গণ।
দেখি বিপ্র চেষ্টা হৈলা উল্লাসিত মন॥
শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য আদি বিপ্র যত।
দীন হৈয়া সে সবার পদে হৈলা নত॥
শ্রীসন্তোষ রাজা নরসিংহ আদি সব।
দেখিলেন বিপ্র বর্গে পরম বৈষ্ণব॥
মহা মহোৎসব কৈলা তারপর দিনে।
বিপ্র গণ উন্মত্ত হইলা সংকীর্ত্তনে॥
সবে হইলেন প্রেম ভক্তি অধিকারী।
ঐছে অনুগ্রহের বালাই লৈয়া মরি॥
শ্রীমহাশয়ের চারু চরিত্র অপার।
সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ করিলা সবার॥
এক দিন মহাশয় অতি প্রাতঃকালে।
হৈয়া মহা ব্যাকুল ভাসয়ে নেত্র জলে॥
অগ্নি শিখা প্রায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কতক্ষণ ক্ষিতি তলে রহয়ে পড়িয়া॥
সে হেন বদনপদ্ম শুখাইয়া যায়।
গদ গদ স্বরে কহে কি হইল হায়॥

হায় হায় বিধাতা হইলা মোর বাম।
আর কি পাইবহে সে হেন গুণধাম ॥

যথা।

বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণে রামচন্দ্র ছিলা, সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা ॥
পুনঃ কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এই জন্ম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি য়াও সেই ভাল ॥
স্বরূপ রূপসনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যাঁর দাস,
পুনঃ না কি মিলিব আমারে ॥
না দেখিয়ে সে না মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
বিষ শরে কুরাঙ্গিনী যেন।
আঁচলে রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল,
নরোত্তমের হেন দশা কেন ॥

এত কহি নীরব হইলা মহাশয়।
শুনি সবে ভাবয়ে না জানি কিবা হয়॥
মহাশয় জানি প্রিয় গণের অন্তর।
সবারে প্রবোধ বাক্যে কহিলা বিস্তর॥
প্রভুর প্রাঙ্গণে আসি বিদায় হইলা।
প্রভু গণ চরণে জীবন সমর্পিলা॥
কে বুঝে অন্তর অতি অধৈর্য্য হইয়া।
চলিলা বুধরি গোবিন্দাদি সঙ্গে লৈয়া॥
বুধরি গ্রামেতে এক দিন স্থিতি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি তথা আইলা॥
অতি সুমধুর বাক্যে সবে প্রবোধিলা।
শ্রীনাম কীর্ত্তনে দিবা রাত্রি গোঙাইলা॥
বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে।
গঙ্গাস্নান করিয়া বসিলা গঙ্গা কূলে॥
আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে।
মোর অঙ্গ মার্জ্জন করহ দুই জনে॥
দোঁহে কিবা মার্জ্জন করিব পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিসাইলা গঙ্গার জলেতে॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হৈলা অন্তর্দ্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা বুঝিব কি আন॥

অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উথলিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল ॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে দেখি সঙ্গোপন।
বরিষে কুসুম স্বর্গে রহি দেবগণ ॥
চতুর্দ্দিগে হৈল মহা হরি হরি ধ্বনি।
কেহ ধৈর্য্য ধরিতে না রয়ে ইহা শুনি ॥
সবে শ্রীঠাকুর নরোত্তম গুণ গায়।
ব্যাপিল জগৎ গুণে পাষাণ মিলায় ॥
শ্রীমহাশয়ের সঙ্গে ছিলা যত জন।
সবে লৈয়া গেলা গৃহে গঙ্গানারায়ণ ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ আদি যত জন।
পরস্পর কৈলা সবে ধৈর্য্যাবলম্বন ॥
শ্রীগোবিন্দকবিরাজ আদি সবা সনে।
মহোৎসব আয়োজন কৈলা সেইক্ষণে ॥
গাম্ভীলা গ্রামেতে মহা মহোৎসব করি
বূধরি হইয়া শীঘ্র গেলেন খেতরি ॥
তথা রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ।
কৃষ্ণসিংহ চান্দরায় শ্রীগোপীরমণ ॥
শ্রীগোবিন্দ রাজা সন্তোষাদি প্রিয়গণ।
সবে শীঘ্র কৈলা মহোৎসব আয়োজন ॥

যৈছে মহোৎসব হৈল খেতরি গ্রামেতে।
সহস্রেক মুখেও তা না পারি বর্ণিতে॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে যে হৈল চমৎকার।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নারি বর্ণিবার॥
তথাপি কহিয়ে কিছু শুন দিয়া মন।
প্রভুর প্রাঙ্গণে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন॥
দেবীদাস গৌরাঙ্গ গোকুল আদি যত।
গীত বাদ্যে সবাই হইলা উনমত॥
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি কথোজন।
মহা মত্ত হৈয়া সবে করয়ে নর্ত্তন॥
শ্রীগোবিন্দকবিরাজ আদি ভাবাবেশে।
হুঙ্কার গর্জ্জন করি অট্ট অট্ট হাসে॥
রাজা নরসিংহ আদি ভূমে গড়ি যায়।
চতুর্দ্দিগে সবে সিক্ত নেত্রের ধারায়॥
সংকীর্ত্তন রসের সমুদ্র উথলিল।
সেই কালে সবে আত্ম বিস্মরিত হৈল॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের অলৌকিক লীলা।
নরোত্তম করে নৃত্য সকলে দেখিলা॥
সংকীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করি কতক্ষণ।
অতি অলক্ষিতে হইলেন অদর্শন॥

শ্রীমহাশযের প্রিয়গণ প্রেমময় ।
হইল সবার অতি অধৈর্য্য হৃদয় ॥
স্বপ্নচ্ছলে সবে পুনঃ দিয়া দরশন ।
করিলেন স্থির কহি প্রবোধ বচন ॥
এমন করুণাময় কেবা আছে আর ।
নিজ পর কার দুঃখ নারে সহিবার ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণে কে না ঝুরে ।
যাঁর গুণ শুনি দারু পাষাণ বিদরে ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি ।
নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি ॥

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে একাদশ বিলাসঃ ।

জয় গৌর নিত্যানন্দা দ্বৈত গণ সহ ।
এ দীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় দয়ার সমুদ্র শ্রোতা গণ ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শিষ্য কৈলা যত ।
তাঁ সবার চেষ্টা কেবা বর্ণিবেক কত ॥
শ্রীমহাশয়ের শাখা প্রশাখা বিস্তর ।
তার মধ্যে কহি কিছু মো মূর্খ পামর ॥
আগে পাছে নাম ইথে দোষ না লইবে
নিজভৃত্য জানি সবে প্রসন্ন হইবে ॥

জয় জয় শ্রীমহাশয়ের শিষ্যগণ।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত সবার জীবন ॥
জয় শ্রীপূজারী বলরাম ভক্তিময়।
যাঁরসেবা বশে প্রভু প্রসন্ন হৃদয় ॥
জয় জয় চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপীরমণ।
গণসহ গৌরচন্দ্র যার প্রাণধন ॥
জয় শ্রীআচার্য্য রামকৃষ্ণ গুণমণি।
যাঁর শাখা প্রশাখায় ব্যাপিল অবনি ॥
জয় ভক্তি দাতা শ্রীপূজারী রবিরায়।
মহানন্দ পান যেঁহ বৈষ্ণব সেবায় ॥
জয় জয় চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ।
যাঁর শাখা প্রশাখায় ব্যাপিল ভুবন ॥
জয় রাধাবল্লভ চৌধুরী দয়াময়।
যাঁর প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥
শ্রীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত।
তাঁর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মহা শান্ত ॥
জয় শ্রীনবগৌরাঙ্গদাস গুণরাশি।
যেঁহ গৌরচন্দ্র নামে মত্ত দিবানিশি ॥
জয় নারায়ণ ঘোষ প্রেমভক্তি ময়।
যাঁর গানে মত্ত শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥
জয় কৃষ্ণসিংহ সিংহ-বিক্রম বিদিত।
নিরন্তর প্রেমে মত্ত সংগীতে পণ্ডিত ॥

জয় শ্রীসন্তোষ রায় বিদিত ভুবনে।
মহাশয় হর্ষ যাঁর সেবা আচরণে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সহ প্রীত অতি।
কবিরাজ গীতে ব্যক্ত কৈল তাঁর রীতি॥
শ্রীসন্তোষাদেশে কবিরাজ হর্ষ হৈলা।
সঙ্গীত মাধব নাম নাটক বর্ণিলা॥
জয় মহা বিজ্ঞ রাজা শ্রীগোবিন্দ রাম।
নিরন্তর যাঁর জিহ্বা জপে হরি নাম॥
জয় শ্রীবিনোদ রায় বিনোদ বন্ধনে।
করয়ে নর্ত্তন প্রেমে মাতি সংকীর্ত্তনে॥
জয় ফাগুচৌধুরী পরম বিদ্যাবান।
গন্ধর্ব্ব মানয়ে ধন্য শুনি যাঁর গান॥
জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য লীলায়॥
জয় শ্রীশীতল রায় স্বভাব শীতল।
যাঁরে দেখি মহা সুখী বৈষ্ণব সকল॥
জয় প্রভু রামদত্ত পরম সুধীর।
নিরন্তর যাঁর নেত্রে বহে প্রেম-নীর॥
অতি জিতেন্দ্রিয় শ্রীচৌধুরী ধর্ম্মদাস।
অতি অকৈতব যাঁর বৈষ্ণবে বিশ্বাস॥
জয় শ্রীভকত দাস ভক্তি রস পাত্র।
শ্রীবৈষ্ণব যাঁরে না ছাড়য়ে তিল মাত্র॥

জয় নিত্যানন্দ দাস প্রেম ভক্তিময় ।
নিত্যানন্দ গুণে যেঁহ মত্ত অতিশয ॥
জয় চণ্ডিদাস যে মণ্ডিত সর্ব্ব গুণে ।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে ॥
জয় ধরু চৌধুরী যে বিদিত ধরণী ।
কান্দে পশু পক্ষী গণ যাঁর গুণ শুনি ॥
জয় বোঁচা রামভদ্র পরম কৌতুকী ।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের সুখ যাঁর চেষ্টা দেখি ॥
জয় রামভদ্র রায় দুঃখীর জীবন ।
নিরন্তর তাঁর কার্য্য নাম সংকীর্ত্তন ॥
জয় জয় রূপনারায়ণ দয়াবান ।
কার না দ্রবয়ে হিয়া শুনি তাঁর গান ॥
জয় জানকী বল্লভ চৌধুরী ঠাকুর ।
যাঁর চেষ্টা দেখি বাড়ে আনন্দ প্রচুর ॥
জয় শ্রীশ্রীমন্ত দত্ত ভাণ্ডারী প্রবীণ ।
যেঁহ গৌর গুণেতে উন্মত্ত রাত্রি দিন ॥
জয় রূপনারায়ণ পূজারী ঠাকুর ।
যাঁর গুণ শ্রবণে ত্রিতাপ যায় দূর ॥
জয় জয় শ্রীবৈষ্ণবচরণ বিরক্ত ।
সদা গৌরচন্দ্র গুণ গানে অনুরক্ত ॥
জয় শিবরামদাস পরম উদার ।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত সর্ব্বস্ব যাঁহার ॥

জয় জয় কৃষ্ণদাস বৈরাগী ঠাকুর।
যাঁর অনুগ্রহে সব দুঃখ যায় দূর॥
জয় রাজা নৃসিংহ পরম তেজোময়।
যাঁর প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয়॥
জয় রূপমালা নরসিংহের ঘরণী।
যাঁর ভক্তি রীতে ধন্য মানয়ে ধরণী॥
জয়চাঁদ রায় চারু চরিত্র বিদিত।
বৈষ্ণব সেবায় যাঁর পরম পিরীত॥
জয় নারায়ণ রায় পরম সুশান্ত।
সদা মত্ত দেখি শ্রীবিগ্রহ রাধাকান্ত॥
জয় রামচন্দ্র রায় অতি অকিঞ্চন।
সপার্ষদে গৌর চন্দ্র যাঁর প্রাণধন॥
জয় শ্রীঠাকুর দেবীদাস কীর্ত্তনিয়া।
বৈষ্ণব উন্মত্ত যাঁর কীর্ত্তন শুনিয়া॥
জয় রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দয়াবান।
অতি পূর্ব্বে নবদ্বীপে যাঁর বাসস্থান॥
জয় মহা বিজ্ঞ শ্রীঠাকুর কৃষ্ণদাস।
বৈষ্ণবের প্রতি যাঁর পরম বিশ্বাস॥
জয় শ্রীচাটুয়া রামদাস ভক্তি পাত্র।
বৈষ্ণবের পত্র অবশেষ ভুঞ্জে মাত্র॥
জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস।
গৌর গুণ গানে যেঁহ পরম উল্লাস॥

জয় শ্রীগন্ধর্ব্ব রায় গানে বিচক্ষণ।
যাঁর গানে লজ্জা পায় গন্ধর্ব্বের গণ ॥
জয় শ্রীমদনরায় গন্ধর্ব্ব তনয়।
যাঁর গুণ শুনিতে সবার প্রেমোদয় ॥
জয় গঙ্গাদাস রায় স্নেহের মূরতি।
অতি অলৌকিক যাঁর প্রেমভক্তি রীতি ॥
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বায়ন ঠাকুর।
যাহার মৃদঙ্গ বাদ্যে তাপ যায় দূর ॥
জয় শ্রীআচার্য্য জয়কৃষ্ণ বিজ্ঞবর।
প্রভু পাদ পদ্মে যেঁহ মত্ত মধুকর ॥
জয় জয় শ্রীবড়ু চৈতন্যদাস বিজ্ঞ।
প্রেম ভক্তি ময় মূর্ত্তি পরম মনোজ্ঞ ॥
জয় ব্রজরায় ভক্তি রীতি চমৎকার।
প্রাণ দিয়া করে যেঁহ পর উপকার ॥
জয় রাধাকৃষ্ণ দাস রসিক অনন্য।
ভক্তি প্রবর্ত্তাই কৈলা পতিতেরে ধন্য ॥
জয় কৃষ্ণরায় কৃষ্ণ প্রেমেতে বিহ্বল।
নিরন্তর যাঁর দুই নেত্রে বহে জল ॥
জয় জয় ঠাকুর শ্রীদয়ারামদাস।
তুলসী সেবায় যাঁর পরম উল্লাস ॥
জয় শ্রীপুরুষোত্তম গুণের আলয়।
বৈষ্ণব সেবাতে যাঁর প্রীত অতিশয় ॥

জয় শ্রীগোকুল ভক্তি রসের মুরতি।
যাঁর গানে নাহি বৈষ্ণবের দেহ স্মৃতি ॥
জয় জয় হরিদাস হর্ষ গৌর রসে।
নিরন্তর অভিলাষ নবদ্বীপ বাসে ॥
জয় গঙ্গাহরিদাস গঙ্গাতীরে স্থিতি।
লোকে চমৎকার দেখি যাঁর ভক্তি রীতি ॥
জয় জয় শ্রীঠাকুর জয় হরিদাস।
ভক্তি গ্রন্থ সেবনেতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥
জয় শ্রীজগত রায় পরম পণ্ডিত।
পাষণ্ডী অসুরে দণ্ড দেন যে উচিত ॥
জয় রূপরায় গানে অতি বিচক্ষণ।
যার গান শুনি প্রেমে ভাসয়ে যবন ॥
জয় খিরু চৌধুরি হরয়ে দুঃখ শোক।
যার চেষ্টা দেখি সুখে ভাসে সর্ব্বলোক ॥
জয় জয় শ্রীকান্ত পরম বিদ্যাবান।
নিজ গুণে করে যেহ পতিতের ত্রাণ ॥
জয় শ্রীমথুরা দাস পরম সুধীর।
সদা দৈন্য ভাব যাঁর অন্তর বাহির ॥
জয় ভাগবৎ দাস ভক্তি রস পাত্র।
সাধনেতে অবসর নাহি তিল মাত্র ॥
জয় জগদীশ রায় জগতে প্রচার।
প্রভু সেবা যুক্ত সদা অতি শুদ্ধাচার ॥

জয় জয় ঠাকুর শ্রীমহেশ চৌধুরী।
সদা অশ্রু কম্প পুলকাঙ্গ সু মাধুরি ॥
জয় জয় গণেশ চৌধুরী মগ্ন গানে।
দিবা নিশি যায় কৈছে কিছুই না জানে ॥
জয় ভক্তি-রত্ন দাতা শ্রীচন্দ্রশেখর।
প্রভু পাদপদ্মে যেহ মত্ত মধুকর ॥
জয় শ্রীগোবিন্দ রায় গুণের নিধান।
কৃষ্ণ নাম লয় যে তাঁহারে দেয় প্রাণ ॥
জয় অতি বিজ্ঞ নরোত্তম মজুমদার।
মজুমদার বিনা কেহ না কহয়ে আর ॥
জয় শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গুণে পূর্ণ।
পাষণ্ডী গণের অহঙ্কার করে চূর্ণ ॥
জয় শ্রীগোসাঞী দাস অদ্ভুত আশয়।
যারে প্রশংসয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥
জয় শ্রীমুরারিদাস দীনে দয়া অতি।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টে যার পরম পীরিতি ॥
জয় জয় প্রেমময় শ্রীবসন্ত দত্ত।
শ্রীগৌরগোবিন্দ প্রেম-রসে সদা মত্ত ॥
জয় শ্রীঠাকুর শ্যামদাস সদা সুখী।
দুঃখিগণ ভাসে প্রেমানন্দে যাঁরে দেখি ॥
জয় জয় শ্রীজয়গোপাল দত্ত যাঁরে।
তিলার্দ্ধ বৈষ্ণব গণ ছাড়িতে না পারে ॥

জয় বামদেব দত্ত দীনে দয়া যাঁর।
সংকীর্ত্তন রসে যে উন্মত্ত অনিবার॥
জয় গঙ্গাদাস দত্ত দুঃখির জীবন।
নিরন্তর করে যেহ নাম সংকীর্ত্তন॥
জয় মনোহর ঘোষ ক্রিয়া মনোহর।
শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণ গায় নিরন্তর॥
জয় শ্রীমুকুট মৈত্র অতি শুদ্ধ রীতি।
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরণে দৃঢ় রতি॥
জয় শ্রীবিশ্বাস মনোহর মহা শান্ত।
যাঁহার সর্ব্বস্ব গৌর শ্রীবল্লবীকান্ত॥
জয় জয় অর্জ্জুন বিশ্বাস বলবান।
প্রভু পরিচর্য্যায় পরম সাবধান॥
জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধন ভাগ্যবান।
যেহ সর্ব্বমতে কার্য্য করে সমাধান॥
জয় শ্রীবালকদাস বৈরাগী ঠাকুর।
সদা বালকের চেষ্টা করুণা প্রচুর॥
জয় শ্রীগৌরাঙ্গদাস বৈরাগী প্রবীণ।
সদা আপনাকে যেহ মানে অতি দীন॥
জয় শ্রীবিহারীদাস বৈরাগী ঠাকুর।
অতি অকিঞ্চন বেশ চরিত্র মধুর॥
জয় শ্রীগোকুলদাস বৈরাগী প্রবল।
নবদ্বীপ বৃন্দাবন বাসে যে বিহ্বল॥

জয় শ্রীপ্রসাদ দাস বৈরাগী প্রধান।
স্থিতি শ্রীখেতরি বিনা যে না জানে আন
এ সবার চরিত্র বর্ণিতে নাহি সীমা।
জগৎ ব্যাপিল এই সবার মহিমা॥
মনে এই অভিলাষ করিয়ে সদাই।
নির্ম্মৎসা হৈয়া এ সবার গুণ গাই॥
সংক্ষেপে কহিনু এই শাখা গণ নাম।
যে নাম শ্রবণে পূর্ণ হয় সব কাম॥
জয় জয় উপশাখা বিখ্যাত জগতে।
নাম মাত্র কহি কিছু আপনা শোধিতে।
রামকৃষ্ণাচার্য্য শাখা বহু শিষ্য তাঁর।
কহি কিছু বিস্তারিয়া নারি বর্ণিবার॥
আচার্য্যের ভার্য্যা নাম কনক লতিকা।
ভক্তি মূর্ত্তিমতী পতিব্রতা গুণাধিকা॥
আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকৃষ্ণাচার্য্য।
অল্প কালে সংগোপন হৈলা মহা আর্য্য॥
বেতুল্যা নিবাশী রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।
ভক্তি অঙ্গ সাধনে যাঁহার মহা আর্ত্তি॥
শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তি বিজ্ঞ সর্ব্ব মতে।
শ্রীগোবিন্দ সেবা বাস হুসন পুরেতে॥
কুমর পুরেতে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী।
সকল লোকেতে যাঁর গায় গুণ কীর্ত্তি॥

ঐছে শাখা উপ শাখা লেখা নাহি যার ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণ জীবন সবার ॥
শ্রীমহাশয়ের শাখা গঙ্গানারায়ণ ।
শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তি খ্যাতি সবে কন ॥
কেবা না ঝুরয়ে গঙ্গানারায়ণ গুণে ।
অদ্যাপিহ বিজ্ঞে যশ গায় বৃন্দাবনে ॥

স্তবামৃত লহর্য্যাং ।

বৃন্দাবনে যস্য যশঃ প্রসিদ্ধ মদ্যাপি গীয়েত সতাং সদঃস্থ
শ্রীচক্রবর্ত্তি দয়তাং স গঙ্গানারায়ণ. প্রেম রসাম্বুধিস্মাং ॥

মহা বিদ্যারম্ভ অতি করুণার ধাম ।
তার বহু শাখা এথা কহি কিছু নাম ॥
শ্রীচক্রবর্ত্তির পত্নি নাম নারায়ণী ।
জগৎ বিদিতা বিষ্ণু প্রিয়ার জননী ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া ভক্তিরাশি ।
শ্রীরাধানুগৃহীতা যে রাধাকুণ্ড বাসী ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তি দয়াময় ।
রামকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ তনয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ গুণ না পারি বর্ণিতে ।
যৈছে শিষ্য হৈলা তাহা কহি সংক্ষেপেতে ॥
রামকৃষ্ণ গঙ্গানা[illegible] প্রাণ ।
দেহ মাত্র ভিন্ন [illegible] এক জ্ঞান ॥

শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী সন্তান রহিত।
কে বর্ণিতে পারে তার অকথ্য চরিত॥
আচার্য্য জানিয়া মনোবৃত্তি হর্ষ মনে।
অল্প কালে দিলা পুত্র গঙ্গানারায়ণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তি রস আস্বাদনে।
তার্কিকাদি পাষণ্ডী গণেরে নাহি গণে॥
শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী শাখা আর।
গঙ্গানারায়ণ প্রাণ জীবন যাহার॥
বসুদেব ভট্টাচার্য্য পরম প্রবীণ।
শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী যার প্রেমাধীন॥
শ্রীচক্রবর্ত্তীর শাখা উপশাখা গণ।
কেবা বর্ণিবারে পারে ব্যাপিলা ভুবন॥
আর যে শাখার শাখা উপশাখা গণ।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈনু বর্ণন॥
শ্রীমহাশয়ের শাখাগণ মনোহর।
স কীর্ত্তন আনন্দে আবেশ নিরন্তর॥
এ সব শাখার পূর্ণ কৈলা অভিলাষ।
শ্রীমহাশয়ের অতি অদ্ভুত বিলাস॥
ইহা যে বর্ণিয়ে মোর কোন সাধ্য নাই।
কেবল ভরসা ইথে বৈষ্ণব গোসাঞী॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে দ্বাদশ বিলাসঃ।

ইতি নরোত্তম বিলাস সম্পূর্ণ।